সূর্যাস্তের পদাবলী – কাব্যগ্রন্থের প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি

সত্যময়তার শিখানে

[সিনিয়র সিটিজেনকে আমরা সেই অর্থে আর স্থান দিতে অসমর্থ হয়ে পড়ছি; গতিময়তার এই যান্ত্রিক যুগে, ছেলেবেলার গল্প শোনানোর কারিগরদের আর কোনো মূল্য নেই...]

চোখ আছে ব'লেই সূর্যোদয় দেখো,

অন্তরিক্ষের কি চোখ আছে,

সে সবাইকে এভাবে কেন দেখে?

বর্তমান কীভাবে অতীতের কৃষ্ণগহ্বরে ঢোকে,

'আজ' চলে গেলে কীভাবে 'গতকাল' হয়ে যায়!

হাতে জোর আছে তাই, হাত ধ'রে রাখে সবাই

ভেঙে গেলে নিজের কাঁধকেই

সে হাত ধ'রে রাখতে হয়;

পায়ে ভর আছে ব'লেই পথ দেখায় পৃথিবী

একবার ঠুঁটো ভেঙে পড়ো,

দেখবে ধুলোই তখন সবেধন নীলমণি...

চোখের জ্যোতি আছে ব'লেই ভোরের আলো ছুঁয়ে যায়

যখন দৃষ্টি হারিয়ে ফেলবে,

দেউলে কেউ প্রদীপও জ্বালতে আসবে না;

সৌন্দর্যের প্রশংসায় মানুষে মানুষে কথা হয়

কালের দাঁত একবার যদি সেই মুখে দাগ কাটে,

দেখবে হঠাৎই সবাই দূরত্বের মাপ কষবে...

জলের তৃষ্ণা কেবল পানেই মিটে যায়,

হৃদয়ের তৃষ্ণা কারো কণ্ঠ, কারো স্নেহ খোঁজে

যখন সবাই হারিয়ে যায়, তখনই বোঝা যায়,

হৃদয় শুকিয়ে যাওয়া সত্যিই কতটা মরণের...!

আজ যে চলে যাবে, কাল সে শুধু

স্মৃতির বাক্সে হাল্কা ধুলোর আস্তরণ

সাথে অভিযোজনের অনাদি অশেষ আয়োজন...

সময়ের সহজ নিয়ম এটাই,

ভেঙে পড়লে কারো কদর থাকে না,

অবনত শরীরের পাশে ব'সে

কেউ কি গল্প শোনাতে আসে?

কত তার দায়িত্ব, কত তার ব্যস্ততা ঘিরে ধরে!

মানুষ ভালোবাসে আন্দোলিত শরীর

অচল দেহের দিকে তাকাতে তার চোখ ওঠে না,

এভাবেই এক একটা জীবনের

নিরক্ষর ইতিহাস লেখা হয়...

সূর্যশিশিরের শেষ তৃষ্ণায়

(২৫ নভেম্বর ২০২৫ ঢাকাস্থ মহাখালী এলাকার কড়াইল বস্তিতে সর্ব্বগ্রাসী ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে উদ্বাস্ত মানুষের অপরিমেয় ক্ষতি ও অশেষ দূর্ভোগের প্রতিক্রিয়ার শব্দচিত্র)

নীলগ্রহী মানুষের সংস্কারের পাল্লায়

বস্তির ঘরগুলো বড্ড ক্ষণস্থায়ী,

জিরো ট্যলারেন্স শুধু পুজিপতিদের দখলে;

ওরা আসলে মানুষ নাকি!

রৌদ্রজলে মেহেদিরঙা ঢেউটিন চালায়

বসবাস করে কেবল কিছু নিঃস্ব প্রেতাত্মা...

নিয়মমাফিক আগুনের হাসিতে পুড়ে

ছিন্নমূল পরিবারগুলো টুকরো হয়ে পড়ছে,

স্বামী-স্ত্রীর আলাদা রাত্রিযাপন

একজন ওভারব্রিজের সিড়িতে,

হয়তো অন্যজন যাত্রীছাউনির বেঞ্চে

রাত গুনে গুনে বছর পার,

বস্তি থেকে রাস্তায় যখন স্খলন

অবাঞ্ছিত হটকারী জন্মের পাপে

পথকুঁড়িরা ভুলে গেছে নিজেদের নাম...

সভ্য লোকেরা সোসাইটির গেট লাগিয়ে

উঁচু উঁচু দালানে এলইডি জ্বালে

যেন এদের ছায়াটুকুও ঢুকতে না পারে,

বাইরে ঠেলে দেওয়া মানুষগুলো

আরও ছোটলোক হয়ে যায়,

তাদের পৃথিবী আরেকটু বর্ধিত হয়

প্রতিটা নাটকীয় উচ্ছেদের পরে...

কেউ জানতে চায় না, কী প্রয়োজনে

এরা আসে কোথা থেকে,

কোন দুঃখে বসত হারিয়ে তারা বস্তিতে!

মানুষে কুকুরে এখন কোনো ভেদাভেদ নেই

বস্তির মেয়াদ শেষে সবাই রাস্তায়;

সব দরজা বন্ধ হয়ে গেলে,

পথ ছাড়া আর কিছু কী বাকি থাকে!

আগুনে দগ্ধ বস্তির কালো মাটিতে

অনায়াসে দাঁড়িয়ে যাবে নতুন দালান,

দোকান অফিস সিনেপ্লেক্স রেস্তোরা

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শত স্বপ্নবেসাতি;

তৈরি হবে বাড়তি টাকা খরচের অভয়ারণ্য

এক ইঞ্চি জায়গাও ফাঁকা থাকবে না,

খোলা আকাশের নিচে লুটানো শরীরগুলো

ঠান্ডায় কাঁপে বৃষ্টিতে ভেজে রোদে পোড়ে;

পেটভরা মানুষেরাই কেবল দিবাস্বপ্ন দেখে...

শহরের শেষ বস্তিটা যেদিন পুড়ে যাবে

রাস্তাই হবে সবার শেষ ঠিকানা,

কোন্ চোর কবে শুনেছে ধর্মের কাহিনি!

তখন কোথায় থাকবে সুরম্য অট্টালিকা

আর কোথায়ই বা থাকবে স্মৃতির সৌধ!

আগুনের আঁচ এবং তার পরে আগুন

অন্ধ চোখে সবকিছু গ্রাস করে নেবে একে একে...

কবিকে কাঁদাতে নেই

জানো না তুমি, কবিকে কাঁদাতে নেই!

কখনও কি দেখেছ, সে কেমন তোমার,

না বলা কথা শুনিয়ে যায়, তোমার অজান্তেই?

সে একা থাকে, দুঃখ শোকেও হাসে

দেখো না ফুল পাখি কীভাবে,

অসাধারণ এইসব মানুষের সাথে কথা বলে!

সে সমাজ উত্তরণের স্বপ্ন দেখে

এক ফোঁটা সত্যের জন্য, পাষাণ কবি

হৃদয়টাকে শাণ দেয় ছুরির মতো ধারালো,

তার চোখে, অমানিশায় আকাশভরা তারা নিয়ে

মানুষের ঘুম ভাঙাতে অগ্নিমশাল জ্বলে।

জানিনা কেন এমন হয়,

কবি যখন কাঁদে, বৃষ্টি নামে না, অথচ

ক্ষরস্রোতা হয়ে যায় ভিতরের নদীগুলো,

কবি এত সহজে হেরে যাওয়া মানুষ নয়

শিশির জ'মে জ'মে ঝর্ণা হয়ে গেলে,

তখন কিন্তু তাকে পারবে না আটকাতে

তুমি ভাবো, সে শুধু জলজ কাব্য করে

আসলে সে নীরবতার করে যায় অনুবাদ,

মানুষের অন্তর্গত আর্তি, অপ্রতিষ্ঠিত স্বপ্ন
বাড়িয়ে দেয়া হাতের নিরন্তর তৃষ্ণা,
সবকিছু সে উচ্চারণ করে ফেলে এক মুহূর্তে
যেন পৃথিবীর ভার সামলায় চুপচাপ একটি কাঁধ।

তাই তাকে কাঁদিও না, কবিকে কাঁদাতে নেই
তার ভেজা চোখ দেখলে পৃথিবী ভালো থাকে না,
বসন্ত সমস্তই অপুষ্পক হয়ে যাবে, জানো?
বিষণ্ন হয়ে যাবে অনেক বিপ্লব,
যদি কবি কোনোভাবে কেঁদে ফেলে...

জানো না তুমি, কবিকে কাঁদাতে নেই!
তার কান্না দেখলে প্রেমিকা অভিসার ভুলে যাবে
বড্ড বিরান লাগবে উদ্যানগুলো তখন;
তুমি কি চাও, বইমেলা কাব্যগ্রন্থশূন্য হয়ে যাক?
মাটিতে ঘাসফুলের মত, বলাকার মত হালকা
মর্ত্যের কবি কীভাবে ইথারদেহী হয়ে,
তোমাদের বুক ব্যথাহীন ক'রে দেয়?
তাই তাকে দুঃখ দিও না অকারণে
তুমি বোঝো বা না বোঝো,
সে তোমার ব্যথা খুব ভালো ক'রে জানে...

কবির জন্য শুভপ্রার্থনা

বইমেলার ভিড়ে প্রতি বছরের মত

কবি হেঁটেছেন রূপবতী ধুলোর ওপর,

মুখে তার ছিলো সদ্য-প্রকাশিত

কাব্যগ্রন্থের ছন্দিত উজ্জ্বল হাসি...!

সত্যি রহস্যময় লাগে, প্রিয় কবি

মানুষকে তুমি অকারণে অনায়াসে

ভালোবেসে ফেলতে বাধ্য করো!

বইমেলা ভরপুর ছিলো অজস্র কথায়

নতুন বইয়ের পরিচিত সুরভিতে,

কবির পদচিহ্নের যেন ঠিক নিচে

নরম কাগজের বিনম্রতর শরীর,

ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে গল্প হয়ে;

সত্যিই কবিতার আবৃত্তিযোগ্য স্তবকেরা

জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের চেয়ে কত আপন!

এক মুহূর্ত, হয়তো দু-চারটি কথা,

ভিড়ের মাঝে দুএকবার থমকে দাঁড়ানো,

এমনই কোনো সামান্য তুচ্ছ ঘটনায়

অদ্ভুতভাবে মুদ্রিত হয়ে ওঠে মানুষের স্মৃতি,

কিছু আলোকচিত্রের চেনা ভঙ্গিমা

কীভাবে যেন চিত্র চিরকালের

চিত্রশিল্প হয়ে স্পন্দিত হতে থাকে...!

অনেকেই তো আসে যায়, মানুষ কবি হয়

ধীরে ধীরে সুপরিচিত হয় অচেনা কণ্ঠস্বর,

কেউ কেউ অজান্তে চলে যাওয়ার পর

হঠাৎই অনুভব করায়, এ জীবন কী মিথ্যে

নীরবতা, অলিখিত কবিতা হয়ে ওঠে কীভাবে!

কবি'কে কেউ কবিতা লিখতে দেখে না

উচ্চারিত হওয়ার পরে কবিপ্রাণ দেহ লাভ করে...

কবি'র মৃত্যু নেই, কবিতারা বাষ্প হয় না

পাতা উল্টানো শব্দের ফাঁকে ফাঁকে,

কবিপ্রাণ ধীরে মানুষের মধ্যে হারিয়ে যায়;

প্রতি বছর নতুন কাব্যগ্রন্থের মলাটে

হারিয়ে যাওয়া কবিবন্ধুদের বিচিত্র মুখ,

আবার ফিরে আসে নতুন পঙক্তির অক্ষরে;

হয়তো এটাই কবিদের গোপন আন্তঃচুক্তি...

কেউ কেউ হঠাৎ ফেরারী হলেও

তার কবিতার উন্মুখ সৃজনী ভ্রুণেরা,

অন্য কবির শব্দস্বরে জন্মগ্রহণ করে;

কবিপ্রাণের কোনো বিশ্রাম নেই

তার গ্রন্থিত শব্দচিত্রে নেই বিরতিচিহ্ন,

জীবনমঞ্চে তার আবৃত্তি সবাক সচল

চোখের কোণে বিষাদ রেখো না কোনো,

কবি'র জন্যে করো সবাই প্রমূর্ত প্রার্থনা

বাতাসে ভাসাও অপরূপ শুভকামনা,

যেন মসৃণ হয় তার অনন্তের মঙ্গলযাত্রা...

হাতের মুঠোয় পরাণ

মাটিডা কাঁপলিই বুজা যায় মানুষ কত্তো ক্ষুদ্র!

একচোট ঝাঁকি দিতিই ঘরবাড়ি টালমাটাল,

হাওয়ার মধ্যি ভয় মিইশে যায়,

বুকের ভেতর করতি থাকে ধড়ফড়,

এই পৃথিবীডাই তো আমাগের দুনিয়া

যেন একটা ধুলোর কণা ছাড়া কিচ্ছু না,

করুণাময় দয়াল গো,

তুমি না বাঁচায়ে রাখলি কিডা রাখবে, কও?

ঝড় উঠলি গাছরা কাঁপতি থাকে

আর মানুষির খালি মনে হয়,

এই বুজি সব উড়োয় নিয়ে যাবে

আকাশডা কালো হলিই মনডাও কালো হইয়ে যায়,

চোখের সামনে বাড়িঘর দালান নইড়ে উঠলি

তখন বুজা যায় আমরা কত্তো অসহায়...

ভূমিকম্প তো আর কইয়ে বইলে আসে না

ঝাঁকির পরে ঝাঁকি দিইয়ে শুধু মনে করায়ে দেয়,

তোর শক্তি কটুক রে, মানুষ?

তাঁর এক ইশারা হলিই সব থইমকে দাঁড়ায়,

চুলোর আগুনও নিভে যায় বুকের গরম হাওয়ায়...

হায় মালিক, এই দুনিয়ায় সব হুকুম তোমার,

আমরা খালি পথিক অবলা

ধুলোর চাইয়েও তুচ্ছ নগণ্য সাধারণ,

আমাগের ভুলত্রুটি গুনাহ মাফ কইরে দ্যাও

দয়া করো দয়া করো গো মহাজন,

আমাগের পাপের শাস্তি কম কইরে দ্যাও...

দোহাই দয়াময়, রহমতে ঢাইকে রাখো সব,

মাটির রোষ থামায়ে দ্যাও, বাতাসের তোড় কুমাও,

মানুষরা ঘরদুয়োর সংসার নিইয়ে থাকতি চায়

তোমার কুদরতি চাদরে আগলায়ে রাখো দুনিয়াডারে,

তুমি ছাড়া আমাগের বাঁচানোর আর কিডা আছে, কও?

শীত প্রহরের গান

নীলনন্দিনী কিশোরী গালের টোলে

শীতপ্রিয়া আসে, খুব ধীরে ধীরে,

যেন ভোরের আগে কেউ নরম পায়ে হেঁটে গেছে

আঙিনার মাটিতে, কুয়াশার চাঁদর গায়ে;

জানালার কাচে কাচে জ'মে ওঠে বিনোদিনী ঘাম

ওতে একটু আঙুল ছোঁয়ানো মাত্রই,

শিশির হয়ে মেখে যায় সে মখমলি ঘাসে

দূর বাতাসের ঠান্ডা প্রলেপে প্রলেপে...

ঘুম ভাঙার সামান্য সময় পরে

ঘরের কোণায় শীত শীত গুন গুন,

যেন চুল বাঁধতে বাঁধতে সে নীলনন্দিনী

হাওয়ায় ফিসফিস করে ব'লে গেল,

আরও কিছু অপূর্ণ রূপকথা গল্প;

কাঠবাদাম গাছের পাতায় বাতাস লেগে

যেমন টুপটাপ ঠান্ডা ঝরতে থাকে,

নীলনন্দিনী এমন উজ্জ্বল হাসির কিশোরী

ছুটে এসে মৃদু হেসে আবার পালিয়ে যায় সে অলক্ষ্যে...

নীলনন্দিনী শীতশৈলী আসে প্রেমিকার মতো

চুপচাপ, নিঃশব্দে, বুকের ভিতরে অচেনা কাঁপুনি,

আর সুগন্ধি নিশ্বাসের ঢেউ তুলে তুলে;

নভেম্বরের শীত শীত সাদা ভোরে,

মুঠো মুঠো প্রভাতী কুয়াশা নিয়ে

দীপ্তলুচির পানপাতা ভিজিয়ে ভিজিয়ে,

গলিপথে ঘোরে ফেরে, মাঠের ঠান্ডা মাখিয়ে...

যেন সুদূর তারার চোখ ভোলানো আলোয়

সে ভেসে আসে ভেজা মাটির ওপর দিয়ে,

নীলনন্দিনী গাছের পাতায় শুয়ে শুয়ে

গরম চায়ের কাপ থেকে উঠতে থাকা,

পাতলা ধোঁয়ার রেখায়, কত স্মৃতিকথা যায় শুনিয়ে;

দারুণ তার আবৃত্তিতে যেন ওম ওম লাগে,

মনে হয় যেন গোপন কোনো স্মৃতি-সংকেত

ফেলে গেছে সে জানালার কাচে কাচে...

শীত ভোরের কাঁচা সূর্যকুসুমে

যখন দিগন্তের বুক ঠান্ডায় নীল,

সেই কিশোরী ধীরে আঁচল ছড়িয়ে ছড়িয়ে

রাস্তা জুড়ে বিলিয়ে রাখে নবশীতের সুরভি,

বাতাসে তার ভীরু আঙুলের ছোঁয়া লাগে;

নীলনন্দিনীর শুভনামের উচ্চারণে,

হঠাৎই যেন কুয়াশা সঘন হয়ে যায়

যেন তার লাজুক মুখখানি মুক্তোজ্জ্বল হ'য়ে,

সকাল দুপুর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে পর্যন্ত র'য়ে যায়

হাতের তালুতে, নিশ্বাসের উষ্ণ কিনারায়,

ঠিক যেন আদুরে প্রেমিকার মতো

দিনের আলোয় সে অর্ধেক সত্য,

সন্ধ্যের আঁধারিতে সে অর্ধেক স্বপ্ন হয়ে যায়...

প্রণত প্রেমের দ্রোহে

যে প্রেম জ্ব'লে ওঠে দ্রোহের বুক পোড়া আগুনে

তুমি সেই অগ্নিশিখা, কুসুম ফোটানো অন্ধকারে,

হাজার প্রেম-সুরের পরশে যার হৃদয় ওঠে দুলে
পৃথিবীকে কেন দেখে যায় কবিমন নীরব চোখে,
মুগ্ধ-প্রেমী গীতশিল্পী নার্গিস-বনে বিহ্বল বাতাসে
প্রেমের সুধা ঢেলে যায়, অক্লান্ত প্রণত নীরবতায়...

কত গল্প তাঁর, কত গান, তবু নীরব নির্বাক কেন?
সুরের পালকিতে চড়ে সুদূর আকাশে চাহে প্রিয়
নিভৃত মনে নিয়েছে জন্ম কত সজল ব্যথার গল্প,
ঘোরে ফেরে স্বরলিপির সুরে সঘন ছায়ার মতো
অশ্রু নীল দরিয়ায় ভেসে যাও কবিপ্রাণ প্রিয়তম,
হারানো হিয়ার গানে হায়, প্রিয়ার নাম লিখে যায়...

একান্ত শূন্যঘরে বসে যে প্রিয়ারে আঁকে আঁখিপটে
তার সুখই যেন শেষ প্রার্থনা তাঁর স্বতঃদুঃখিত প্রাণে,
জেনে গেছে মন, মিলন হবে না আর কোনো কালে
তবু সে প্রিয়ারে নিয়ে গানের ডালি সাজায় থরে থরে,
লুকায়ে থাকে তাঁর মুগ্ধ প্রেম-প্রতিমা সহস্র সংগীতে
প্রণয়সঙ্গী নিরালায়, গোপনে মনমোহিনী গান গায়...

মগ্নযোগীর মতো স্থিরপ্রাণ, জন্মান্তরের প্রেম পিয়াসা
উড়েছে তাঁর কাব্যের আকাশমহল ঘিরে মানসপ্রিয়া,
পাতাল, মর্ত্য, অন্তরিক্ষ খুঁজে মেলে না কোনো দিশা
তবু প্রিয়ারে সে ভালোবাসে চাঁদের চোখে চেয়ে সহসা,
শাশ্বত অমৃত সুরে জেগেছে প্রাণ নিয়ে অসীম আশা

দ্রোহের মন্ত্রে এ ধরায়, তাঁর প্রেম-দীক্ষা সুষমা ছড়ায়...

সমর্পিত স্বীকারোক্তি

হতাশায় বিচূর্ণ হওয়ার আগে সখেদে

আজকে আত্মসমালোচনা করি,

হাত দুটো মেলে ধরলে দেখি~

রেখার ভাঁজে ভাঁজে জমে আছে

কত অতৃপ্তি আর অপূর্ণতার খানাখন্দ,

যে কাজগুলো করতে পারা যেত

মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে,

সেসব কোথাও সময়ের জটায় অধরা পড়ে রইল...

কত এতিমের মাথায় স্নেহের হাত যেত বুলানো

কত চারা গাছের শেকড় গাঁথা যেত মাটিতে,

আমার সামান্য শ্রমের বিনিময়ে হয়তো

কারো মুখে ফুটতে পারতো হাসি~

হিসেব-নিকেশের খাতায় লাভ-ক্ষতিই গুনে গেলাম...

মহামহিম দয়ার্দ্র প্রভুর শাহী দরবারে

হাতদুটো ওঠা উচিত ছিল করুণা প্রার্থনায়,

বিধেয় ও উদ্দেশ্যের প্রশ্নাতীত সত্য স্বীকার ক'রে~

অথচ চকচকে রিপুর রক্তরঙিন খামচিতে,

এই হাতই লিখেছে আত্মবিনাশের দগদগে দিনলিপি

মনে হয়েছে যেন শৈশবের মতো

কেউ এক টুকরো সুতো কাড়লেও,

কাঁদত যেমন গলা-ফাটানো চিৎকারে

স্বার্থে ঘুণাক্ষরেও আঘাত লাগলে,

এই হাত কাঁপে না কারো গলা চেপে ধরতে~

মানুষ কি সত্যিই বদলায়?

নাকি শুধু মুখোশ পাল্টে সময় কাটায়?

অকাট্য সত্যি হলো এই~

মানুষ কখনও মানুষ হয়ে জন্মায় না,

শত হোঁচটের বিনিময়ে সহস্র দিনের চেষ্টায়

ভীষণ অনুতাপের আগুনে,

ধীরে ধীরে পুড়ে পুড়ে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

আত্মপীড়িত হাত দুটো এখনও অপেক্ষায়

একদিন নিজেরই ভুলে ভুলে ক্লান্ত হয়ে,

আঙুলের খাঁজে খাঁজে আঙুল ভ'রে

শেষমেশ কোনো উপায় না পেয়ে,

ওরা একত্রিত হবে, সমর্পিত হবে সহসাই...

জ্যোৎস্না শেষের গান

[কিছু কারণে কিছুতেই আর এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে কোথাও চ'লে যেতে ইচ্ছে করে না, একটি চন্দ্রবতী রাত যেন কবি'কে বলে, তুমি একা নও, একা নও... যাকে ভেবেছ 'সে' নেই, সে আদতে রয়েছে তোমার বুকেই]

শেষমেষ জ্যোৎস্না নেমে এলো নদীর বুকজুড়ে
শান্ত সাদা স্বচ্ছ কুয়াশা যেন হাতে মেখে,
কবি হাঁটছে; কী অসামান্য শব্দ বুকে এখন
যেন ভিতরের মেঠোপথটুকু,
সে দারুণ বিগ্রহে বেড়ায় খুঁজে খুঁজে_

চাঁদের দুধস্নানে ভিজে রয়েছে চারপাশ
কলার পাতায় হাওয়ার নরম আদর,
নদীজলের কুন্তলে নিখাঁদ রুপোর জ্যোতি
ফুলের পাপড়িতে কিশোরী লাজুক কাঁপন,
অদ্ভুত এক স্বপ্নভূমি, শব্দের নেই প্রয়োজন
শুধু এই প্রতিবেশে সক্রিয় মূর্ত অনুভূতি_

রাত্রিতে সবাই জাগে না একভাবে
অন্ধকারের সহযোগও সবার কাম্য নয়,
কিন্তু জ্যোৎস্না? তার নগ্নিকা সৌন্দর্য দেখে
কঠিন চোখও নিস্তেজ হয়ে আসে,
পূর্ণ তিথির আহ্লাদি মুক্তোরঙা আলো
মনে মনে চাওয়ায়, এই জীবনটা
মন্দ হতো না বার বার ফিরে পেলে_

কবি হাঁটে, ঘাসের উপর পড়ছে তার ছায়া
তার প্রতীক্ষায় কার কীই বা এসে যায়

সে অমরত্বের আশ্বাস গিয়েছে ভুলে,

কতক্ষণই বা আর থাকবে এই অসামান্য প্রহর

অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনকে সুন্দরই লাগে,

সে প্রিয়তমাকে হারিয়েও একা নেই,

এমন প্রাণদায়িনী বিমুগ্ধ জ্যোৎস্নায়_

কবি হঠাৎ থামে, মনে করতে চায়

কত কোটি বছর আগে সে একা হয়েছিল,

জ্যোৎস্নার ভেজা বাতাসে ভেসে আসে

পুরোনো কোনো স্মৃতির আতর গন্ধ,

কোনো বিকেল তাকে ডেকে ডেকে বলে,

অস্থিরতাও কখনো কখনো আশ্রয় হয়ে ওঠে_

হাঁটতে হাঁটতে কবি নিজেকে প্রশ্ন করে,

জীবন কি এমন জ্যোৎস্না ছাড়া চলে না,

নাকি অন্ধকারেরও কিছু না কিছু শব্দার্থ আছে?

নদী তার দিকে চেয়ে থাকে,

উত্তর না দিয়ে, শুধু ঢেউয়ের ভিতর

কিছু অপাঠযোগ্য স্তবক রেখে চলে যায়_

কবি বুঝে নেয়, এমন একটি জ্যোৎস্না

এ পৃথিবীর মায়া কাটানোর শুভক্ষণে,

সে কতভাবে সত্যিই কী আপ্রাণ চেয়েছিল...

জীবনের জয়গান

[চিনের একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে]

কত ক্ষণপ্রভা দুঃখ আনন্দ,

কত দীর্ঘদিনের কান্না হাসির স্মৃতিময়তা

এই সাধের মানবজন্ম জুড়ে থাকে,

মাঝে মাঝে কেমন নীল আকাশ

ভীষণ কালো মেঘে ছেয়ে যায়,

জানা নেই কেন কখনও কখনও জীবন

এত শিঘ্রিই অতর্কিতে ফুরিয়ে যায়...!

জানা ছিল না পৃথিবীর বাতাস

এত ভারী হতে পারে

যেদিন শুনলাম, মেয়েটা আর বাঁচবে না...

ডাক্তারের শীতল বাক্যে যেন

বুকের ভেতরকার সমস্ত প্রদীপ নিভে গেল

শুধু ভেবেছিলাম, কীভাবে মৃত্যুকে নির্ভার করা যায়...

মাটি খুঁড়েছিলাম তবে শুধু কবরের জন্য নয়

নিজের সাথে সাথে মেয়েটাকেও সান্ত্বনা দিতে

সেই মাটিকে চিনিয়ে দিতে,

যেখানে একদিন ফিরতেই হবে

প্রতিদিন তাকে নিয়ে যেতাম সেখানে,

সে হাসতো, মাটিতে হাত রাখতো,

আর আমি তাকে গল্প শোনাতাম

কবরের মাটিতে থাকতাম শুয়ে

যেন মৃত্যুটা দোলনার মতো আনন্দময় মনে হয়,

বলতাম, মা রে, এই যে আমরা মাটিয়ে শুয়ে আছি

এমন অনাবিল শান্তি আর নেই কিছুতে,

তুমি কখনো একা নও, আমিও রয়েছি সাথে সাথে

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়েছিলাম

হাঁটু গেড়ে বসে মাটির দিকে তাকিয়ে

অশ্রু আটকে রাখতাম বুকের ভিতরে

তার ছোট্ট আঙুলে আমাকে ধরে বলতো

কী হয়েছে বাবা? খেলবে না?

একদিন কবরে শুয়ে থাকা

বাবা মেয়ের ছবিটা বাতাসে উড়তে উড়তে

ইথারে প্রতিফলিত হয়ে সূর্যালোকের মতো

কোটি মানুষের চোখে জ্বেলে দিল প্রাণময় আলো

বিধাতা তাঁর মমতা দেখালেন মানুষের হাত দিয়ে,

মেয়ের শিরায় শিরায় নব জীবনজল উছলে উঠলো

যেন সেই সাথে চৈত্র হয়ে গেল ফুলেল বসন্ত...

ফিরে এলাম সেই কবরটির কাছে

যেখানে মেয়ের সাথে দগ্ধ হৃদয়ে খেলতাম,

সেদিন প্রথমবার কবরটা ভরাট ক'রে দিলাম

ছড়িয়ে দিলাম কিছু সূর্যমুখী বীজের কণা

আজ সেখানে সূর্যমুখী ফুল ফুটে রয়েছে

যে ফুল ভোরে ফুটে সকালেই ঝ'রে যায় না,

সে মৃত্যুকে ভালোবাসে, জীবনের জয়গান গেয়ে,

সে পৃথিবীতে নিশ্বাস ফেলে, প্রদীপ্ত হাসিমুখে...

পথের কবি

[ভেতরের মানুষটা কী সবসময়ই নির্জনতা আর অবসর খোঁজে, তাহলে এ শব্দিতা আপনার জন্যে নয়... মানুষের মধ্যে থেকেই কেউ কেউ অন্তরিক্ষে বিলীন নির্মিলীন নিখোঁজ হয়ে যায়, হয়তো এসব অহেতুক পঙক্তি তাদেরই জন্যে]

মানুষটি হাঁটতেন, হাঁটতেন এমন সহজে,

যেন পৃথিবীর সব পথ, কী পিচের কী কনক্রিট

পায়ের ছাপ তাঁর, চিনে রেখেছে আগেই,

যেখানে তিনি যেতেন মাটির গন্ধ নিয়ে

মাটির গন্ধে ঘুমিয়ে পড়ত ক্লান্ত শহর,

চোখে ছিল তাঁর ভৈরবী নদীর স্বচ্ছ জলরেখা...

মনের কোণে ঘুঘু ডেকে উঠত সন্ধ্যে নামলেই,

অথচ তিনি কখনো শব্দ নিয়ে বাক্য নিয়ে

কোনো তাড়াহুড়ো করেননি, কারণও ছিল না,

শব্দ তাঁর কাছে নিশ্বাস, বুকের বোঝাপড়া;

যিনি শিখেছেন, আকাশী পাখির কাছে বাঁশির সুর,

ঝিল বাউলির তীরে ঘাসফড়িঙের ছন্দিত পাখনায়

কাশবনে বাতাসের ঘ্রাণে মুগ্ধ গানের স্বরলিপি...

কলমে তাঁর শহরের ব্যস্ত মানুষ যেত হারিয়ে

গ্রাম উঠত জেগে, নিরুদ্বেগে অনিঃশেষ

ছড়িয়ে যেত ভোরের আলো আর পাটক্ষেতের ঘ্রাণ,

তিনি এনে দিলেন হেঁটে চলা জীবনের মাধুর্য,

যুবতী পথের বাঁক, কত কী ঘাসফুল

নদীঘাটের জলে ডোবা রমণীয় কলসি

আর কাঁচা রাস্তার ধারে, অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে

দাঁড়িয়ে থাকা মুড়কিওয়ালার মলিন হাসি...

সেইসব মানুষ তাঁর কাছে মর্ত্যের দেবতা

যারা এক টুকরো রুটির মধ্যেও

খুঁজে পেয়েছিল অনুক্ষণ উৎসবের সুগন্ধ,

তিনি জেনেছেন, দারিদ্র্য কিছুতেই অভিশাপ নয়

দারিদ্র্যও কখনো কখনো নিঃসন্দেহে

উৎসবের মতো আনন্দমুখরও হতে জানে,

কাগজ নয়, তিনি লিখেছেন মাটির ওপরে

প্রতিটি বাক্য যেন কচি ঘাসের মতো

মাটিতে শেকড় গেঁথে বেঁচে রয়েছে আজও...

কেউ তো ভাববেই, তিনি পথের কবি

তাঁর চোখে লেগে থাকতো বৈশাখের আনন্দ

ধেয়ানী হৃদয়ে অনুচ্চারিত প্রতীক্ষা,

আর এমন কিছু হাহাকার, যার শব্দ নেই,

যেন তা শুধু হৃদ স্পন্দনের মতোই সাধারণ;

আদিগন্ত নির্জনতার গাঢ় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে

যে দেখেছে পৃথিবীর ক্ষতবিক্ষত চেহারা;

নিরাশ্রিত লোকটির হাত ধরে তিনি বলেননি,

চলো, তোমায় লিখে দেবো এক সমুদ্র চরাচর

সাথে নিয়ে তাকে দেখিয়েছেন বরং

কীভাবে মাঠ চিরে হঠাৎ একটা ট্রেন

জীবনের সব দেনাপাওনা ফেলে চলে যায়, থামে না...

জানো, বর্ষা এলেই নদী তাকে ছুঁয়ে বলত:

এসো, আজ আমার জল তোমার ভাষা হোক,

সে এমনই জলজ বর্ণমালা, যে চারুছন্দে

আজও ঢেউ ওঠে সব নদীতে একই মাত্রায়,

শরৎ তাঁকে দিলে কাশবনের রুপোলি সাদা ফুল,

যা দিয়ে তিনি অতর্কিতেই গেঁথেছেন

ভালোবাসার সবচেয়ে সহজ সুরভিত গীতিমালা,

হেয়ালী হেমন্ত তাঁকে এতটুকুও ক্লান্ত করে না

দীক্ষিত হয়ে যান পথের কবি, জন্মান্ধের কাছে...

শীত এলেই কুয়াশা নেমে বসতো তাঁর বাক্যে,

সেই অবর্ণনীয় অসামান্য কুয়াশায় হারিয়ে যেত

সমস্ত হিসেব, সবটুকু স্বার্থ, সকল ব্যস্ততা।

যেখানে কোনো তারকাঁটার সীমান্ত নেই,

অথচ পথ আছে, কবির সমুখে পথের শেষে পথ

যেখানে নেই কোনো চকিত বিস্ময়,

অথচ অনন্ত মঙ্গলযাত্রা আছে

স্মৃতিময় মাটিতে তিনি ফিরে ফিরে আসেন

কারণ পথের কবি কখনো পথ ছাড়েন না,

পথই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে, পথেই তাঁর অবসর...

প্রহর শেষের বার্তা

প্রিয় তাজমহল,

আমার হৃদয়ের মিহিন যন্ত্রণাও তুমি তুলে নাও

শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে,

তাকে বোলো, আর কোনো প্রতীক্ষার প্রয়োজন নেই,

জীবন এখন প্রস্তর কঠিন হয়ে গিয়েছে।

প্রিয় ফুজিয়ামা,

আমার বুকের জমাট অশ্রুগুলো দগ্ধ করে দাও,

শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে

তাকে বোলো, আর কোনো আকাঙ্ক্ষা বকেয়া নেই,

যা চেয়েছি জীবন তার অধিকাংশই দিয়ে ফেলেছে।

প্রিয় পদ্মা,

আমার পানপাত্রটাকে ঢেউয়ে আছড়ে ভেঙে ফেলো

শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে,

তাকে বোলো, বন্ধুরাও এখন শত্রুর মতো হাসে

জীবনের বিবিধ পথগুলো ভীষণ উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা।

প্রিয় হিমালয়,

আমার গোপন কথাগুলো বরফে জমিয়ে রাখো

শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে,

তাকে বোলো, আমার মুক্তির আর কোনো পথ নেই

জীবন নিজেকে এক টুকরো আলোকচিত্র বানিয়ে ফেলেছে।

প্রিয় আজমের শরিফ,

আমাদের পায়ের চিহ্নগুলো সেখানে রেখে দিও

শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে,

তাকে বোলো, আর কোনো প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন নেই

জীবন আমাদের সব কামনা পূর্ণ করে দিয়েছে।

প্রিয় প্রশান্ত মহাসাগর,

আমার ভারী অশ্রুগুলো গভীর ঢালে ডুবিয়ে রাখো

শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে

তাকে বোলো, আমার আছে একটি নদী, কোনো স্রোত নেই

চোখে কেবলই তিমির রাত্রি, মুখে কোনো হাসি নেই!

প্রিয় সাহারা,

আমার শূন্যতার শুষ্ক বালুকণা মহাশূন্যে উড়িয়ে দাও

শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে

তাকে বোলো, মরীচিকার পিছু দৌড়ানোর আর কিছু নেই

জীবন তৃষ্ণায় ভ'রে রইল, যদিও এত জল দুই চোখে!

প্রিয় মেরু জ্যোতি,

আমার অব্যক্ত দীর্ঘশ্বাসগুলো রঙে রঙে জ্বেলে দাও

শুধু তাকে দেখানোর জন্য, আমার অনন্ত সুন্দর প্রিয়তমাকে

তাকে বোলো, প্রত্যাশার আলো এখন শুধু ক্ষীণ প্রতিফলন

এ জীবন নক্ষত্র ছুঁতে চেয়েছিল, অথচ দিগন্তেই হারিয়ে গেল...

এইসব কথাগুলো এক এক ক'রে উচ্চারণ করার পরে

চিরকুটগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাতাসে বাতাসে ছুড়ে দাও...

উৎস ও গন্তব্যের অস্পষ্টতায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে

আকাশ মর্ত পাতালের ফারাক শূন্য হোক,

আর কিছু যেন আমাকে ব্যতিব্যস্ত না করে

এবার নির্বাণের ঘুম হোক, অগাধ ঘুম অগাধ...

যে কবি আত্মঅতিক্রমী

[নিম্নোক্ত প্রকৃত শ্রেষ্ঠ কবি'র কষ্টিপাথরে কে কে উত্তীর্ণ হবেন, সেটা মূলত কালই নির্ধারণ করবে, সে কর্মে কারোকেই আত্মনিয়োগের প্রয়োজন নেই~ তবুও বিদগ্ধ পাঠক নির্দেশ করতেই পারেন, তাদের নিজ নিজ প্রিয় আত্মঅতিক্রমী কবির সর্বজয়ী নাম... কবি বিশেষ আত্মা, কবি সর্ব্বজনপ্রণম্য, কবি সর্বদাই সমুজ্জ্বল সূর্য]

কবি দূরাতিদূর আলোকবর্ষ পথ

নিজ প্রাণ হতে উৎসারিত অস্থির গন্তব্যে;

আলোকদেহী হওয়ায় কেউ তাকে দেখেনি,

মানুষ আর জীবনযাত্রার নাট্যশালায়

তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন কেবল দর্শকের মতো,

জন সাধারণে তাঁকে পৃথক করা যায় না,

আলোক ধারণ করেন তিনি আপন প্রাণে

প্রেমের অমৃত আনন্দধারা বিলিয়ে যান নিঃশেষে...

যেমন নদী দেয় না নিজ স্রোতপথের ব্যাখ্যা,

তেমনি তিনি নিজের মূর্ত বিমূর্ত সৃষ্টিকে

বাঁধেন না কোনো মানদণ্ডে অথবা উদাহরণে

ভুলেও রাখেন না কোনো দিকনির্দেশ

টেবিলের উপরে, নোটবুকে, কিংবা কোনো প্রবন্ধে।

মানুষের চরিত্র জীবনশৈলী প্রথাগত অভ্যাস

তাঁর কাছে প্রকৃতিরই প্রতিচ্ছবি,

রৌদ্রের মতো স্বচ্ছ, ঝড়ের মতো সত্য

হাসির মতো অনাবিল, আর্তনাদের মতো নগ্ন।

কেউ তাঁকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে,

কেউ বা তাঁকে করেছে নিরন্তর বিশ্লেষণ

কাব্যগ্রন্থের পাতা উলটে উলটে শত শত বছরে,

কিন্তু কবি যে অতলান্তিক সমুদ্রের প্রায়

মুহূর্তের ঢেউ স্পর্শ করা যায়, তল ছোঁয়া যায় না।

অসংখ্য জ্ঞানী, মনীষী প্রাজ্ঞ তত্ত্ববেত্তা

নিজেদের রঙে তাঁকে আঁকেন খুশি মতো

তাঁর দৃষ্টির দীপ্তিই তাঁকে করেছে উজ্জ্বল

নিজেকে তিনি প্রকাশ করেন না নিজের সৃষ্টিতে,

বরং সৃষ্টিকে দেন মুক্ত বাতাসের স্বাধীনতা।

তিনি দেখেন, অনুভব করেন, লিখে যান

তবু কোথাও তাঁর আত্মপরিচয় থাকে না,

যেন সূর্য তিনি আত্মপ্রভাময়, আলো ছড়াবে ঠিকই,

কিন্তু স্বরূপ দেখাবে না কখনও...

অপ্রকাশ্য অবর্ণনীয় চরিত্রই যার চূড়ান্ত বিস্ময়,

সশব্দ অস্তিত্ব আছে, নেই আত্মবাদী উপস্থিতি;

চরিত্রের বর্ণনা আছে, কিন্তু অদৃশ্য স্রষ্টা...!

কবি প্রকৃতই 'বাকসিদ্ধ' মহান আত্মা

তাঁর শেখানো মন্ত্র মাত্র একটাই:

যে 'সত্য'কে ভালোবেসে ধারণ করে আত্মায়

আত্মঅতিক্রমী 'সে' নিজের নাম ভুলে যায়...

মনমিতার নিত্য আরাধনায়

[আমি ঘুমালেও 'সে' ঘুমায় না, 'নির্ঘুম' সে অবিশ্রাম জেগে থাকে... স্বপ্নে তাঁর নিরন্তর যাওয়া আসা, স্বপ্নেই তাঁরে কায়দামত ধরতে পাইনে, জাগরণে তো কথাই নেই... সে হারায়, শুধুই হারিয়ে যায়, আর আমি মহাশূন্যে শুধাই, কোথায়, সে কোথায়...!]

যেখানে মিতার স্নিগ্ধ পরশ

হৈমন্তী হরষে নিকষিত এ প্রাণ,

আমারে দেবে অদৃশ্য স্বর্গের সন্ধান।

গ্রীষ্ম হতে কঠোর ভীষণ চৈত্রে

প্রাণে সে সহসা বসন্ত এনে দেবে,

পথধূলিও আমারে আপন ক'রে নেবে।

থাকবো মিতার আসার আশে

দিন কেটে যাবে দিন গুনে গুনে,

প্রহর কেটে যাবে আসন্ন পদধ্বনি শুনে।

পাতার সবুজে নিখুঁত মানচিত্র

পথ সে দেখাবে প্রভাময়ী একদিন,

পেয়ে বধুয়ারে নিশ্চিন্তে হবো ক্লান্তিহীন।

শুধু তাঁর অনঙ্গ বিরহী আগুন

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে করেছে ছারখার,

জীবন্ত আমারে করেছে সোনালী অঙ্গার।

মরু জীবনে সে আশ্রয় বীথিকা

প্রণয় সুধা তাঁর তৃষ্ণার জল সমান

শর্তহীন সে নিজেরে করেছে সম্প্রদান।

মিতা আমার বুকের মানিক

শত জনমের সে সহস্র সাধনার,

দেখা দিয়ে যাক 'নির্ঘুম' স্বপনে শতবার।

প্রভু আমার দয়াময় দয়া করো

আরজি জানাই দরবারে তোমার,

বিরহের সুদীর্ঘ সাগর শিঘ্রিই করো পার...

অপেক্ষার আমৃত্যু তৃষ্ণায়

[১৯৩৫ সালে ৮ মার্চ, 'হাচিকো' নামক জ্যাপনিজ সারমেয়, তার প্রভু প্রফেসর 'হিদেসেবিউরো ইউয়েনো'র হঠাৎ মৃত্যুতে দীর্ঘ ৯ বছর শিবুইয়া স্টেশনে অপেক্ষাশেষে মৃত্যুবরণ করে। প্রভুভক্তি ও আনুগত্যের এই দৃষ্টান্ত নিয়ে বিশেষ উচ্চারণ]

সূর্যের আলো ধীরে ধীরে সন্ধ্যায় গলে যায়

স্টেশন ছেড়ে যাওয়া শেষ ট্রেনের

ঝিকি ঝিকি শব্দও মিলিয়ে যায় বাতাসে,

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে অপূর্ণ প্রাণ

তার চোখে আছে একটাই দিগন্ত,

প্রিয়তমকে ফিরে পাওয়ার অসীম তৃষ্ণা,

যা কখনো কোনো যুক্তির নিয়ম মানেনি...

সে জানে না, এই পথ চাওয়ার শেষ কোথায়!

অপেক্ষার আনন্দ জ'মে আছে বুকে

অন্তর্তম বিশ্বাস আর সর্বশেষ স্পর্শ

হৃদয়কে বেঁধে রেখেছে একই মোহনায়,

যেন সুদূর থেকে অদৃশ্য কোনো

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনেছে সে,

আরেকটু অপেক্ষা করো, আরও কিছুটা ক্ষণ...

মানুষ আসে, হাসে কাঁদে আর চলে যায়

তার পৃথিবী খুব ছোট হয়ে এসেছে,

একবার মাত্র ফিরে আসার সম্ভাবনায়

বাতাস কখনো মনে করিয়ে দেয় তার উপস্থিতি,

কখনো ধুলোয় উড়িয়ে দেয় দারুণ স্মৃতির কণা,

চোখে তবু জ'মে থাকে একই স্বপ্নের শিশির

বৃষ্টি ঝরে, শীত নামে, কুয়াশায় সব আচ্ছন্ন

শহরের মানুষগুলো থেকে থেকে হারিয়ে যায়

তার হৃদয় তখনও একই প্রতীক্ষায়~

অপেক্ষার ভেতর সে খুঁজে পেয়েছে

একাগ্র ভালোবাসার পরম শান্তি,

মনে থেকে যাওয়া অজস্র স্মৃতির প্রহর

চুপচাপ, নির্ভার, অটল প্রতিজ্ঞায়~

ভালোবাসা কখনো সুন্দরতম প্রতিশ্রুতি,

ভালোবাসা হলো আত্মোৎসর্গ,

একাগ্রতার নিঃশব্দ নিঃশর্ত উপাসনা...

দিন যায়, বার বার ঋতুর বদল হয় ,

মানুষের মুখ বদলায়, পোশাক বদলায়,

কিন্তু তার বিশ্বাসের বদল হয় না

সে এখন আর প্রতীক্ষার নয়,

অনুগত প্রেমের রূপক হয়ে উঠেছে~

প্রত্যাশার ভীষণ খরায় শুকিয়ে

হতদরিদ্র কবি নিজেই কবিতা হয়ে যায়...

প্রতিটি নিশ্বাসে তৈরী হয় প্রার্থনা,

যেখানে বেদনা কেবল ধ্রুব সৌন্দর্য হয়ে ওঠে...

কখনো কখনো মনে হয়,

সে বুঝে গেছে ফিরে না আসার অর্থ,

তবু সে অপেক্ষা ক'রে যায় অক্লান্ত...

কারণ যে হৃদয় ভালোবাসতে জেনেছে,

সে জেনেছে, আর ফিরে না পেলেও

এই বুকের তৃষ্ণা মিটবে না কোনোদিন...

একদিন নিঃশব্দে তার ক্লান্তিরা থেমে যায়

তার অপেক্ষা অমর হয়ে থাকে,

আকাশের স্থির শুকতারাটির মতো বিশেষ~

সে গল্পের সন্ধ্যা সাজায়, স্মৃতির সৌধ গড়ে তোলে,

সে কিছু চায়নি কারো কাছে,

তার চাওয়া ছিল শুধু একটিবার

যেন 'প্রিয়তম মুখ' ফিরে এসে বলে,

এই তবে তোমার অপেক্ষার হলো সমাপন ...

বিরহী পরাণ

আমি কোথায় যেতে কোথা যে যাই

আমার অন্তর্জ্বালার লেখাজোখা নাই...

বিস্মৃত হয়ে পরাণি আমার

রয়েছে কোথায় লুকায়ে,

জলজ্যান্ত প্রাণখানি তাই

ক্রমশ আসছে শুকায়ে।।

হতে পারে এমনও নিঠুর

আমার প্রিয়ার দিল্!

প্রভু তারে দিও না তবুও

অভিশাপ এক তিল।।

আকাশে প্রিয় চাঁদের চোখে

বুকের ভিতর প্রাণময়

মানসী আমার তেমনি নূতন

অমর অসীম অক্ষয়।।

বুকের মধ্যে দিলাম কবর

প্রণয় তোমার আমার

হাজার কবিতা গানের সুরে

রইল প্রেম সম্ভার।।

ফিরে যদি আসো কখনো

আমার এ শূন্য ঘরে

পরাণি ডাক শুনতে পাবে

আমারই করুণ স্বরে।।

আমি কোথায় যেতে কোথা যে যাই

আমার অন্তর্জ্বালার লেখাজোখা নাই...

দুঃখ আনন্দের জর্নাল

খয়েরি সন্ধ্যেটাকে উপলক্ষ্য ক'রে

নির্জন কণ্ঠে কেউ কেউ আসরে মিশেছিল

আবৃত্তিকারগণ করেছিল 'উচ্চারণ'

নীলিমায় মিশে যাওয়া অঢেল শব্দবন্ধ,

তাতে 'আবার ফিরে আসা'র ছিল প্রতিশ্রুতি

হলরুমের প্রতিটি মানব মানবী

সশব্দে ভিজে যাচ্ছিল রূপক উপমা'র বৃষ্টিতে ~

দুঃখিত পাখি, তোমার চোখে ছিল গোধূলি,

তেমনি আজও আছে একইভাবে এই সন্ধ্যায়,

খাটুনির অবসরে দূরের চায়ের টং-এ

ধোঁয়া উড়িয়ে দিচ্ছে তখনও শ্রমিক,

যার কোনো কবিতায় কোনো সুখ নেই...

আলো আঁধারির ভিতরে শব্দগুলো নেচেছিল

বনলতা সেন, ধানসিড়ি নদী, মালয় সাগর

মুদ্রণযন্ত্রে ঘষা খাওয়া কঠিন আঙুল,

বইয়ের পৃষ্ঠায় লেগে থাকে শ্রমের সুরভি

বাঁধাইওয়ালা সেলাই করে দিচ্ছে

কবিতার ক্ষত বিক্ষত বুক,

তার নিজের বুকেও বেজে উঠছে সুঁচের ছন্দ

সে জানে না, আবৃত্তির কী শব্দার্থ,

জানে মাঝ দুপুরের প্রাকৃতিক ক্লান্তি,

আর মাস শেষ হতে এখনও কিছু বাকি...

বই বাজারের ধূলি ধূসর সংকীর্ণ গলি

যেখানে শব্দ জন্ম নেয়, আবার হারিয়েও যায়,

সেখানে দাঁড়িয়ে কবি ভেবেছে বোধ করি,

কবিতা, কী এক অদ্ভুত জোড়াতালি পঙক্তি,

একদিকে কবিতা আর অন্যদিকে ঘাম,

যেন সত্যিকারের বিদর্ভ নগরীর উপাখ্যান...

আবৃত্তি সন্ধ্যায় সজ্জিত মঞ্চের মাঝখানে

হাস্যোজ্জ্বল পদ্মের মৃন্ময় পাত্র,

সবুজ কমলা শাল জড়ানো দুটো বেতের চেয়ারে

উচ্ছ্বসিত দুটো কণ্ঠ এ'তে ও'তে মিশে বিমূর্ত,

বাইরে শির ভেসে ওঠা রিকশাওয়ালার হাত

সে বোঝে না জীবনানন্দের স্মরণসভা কী!

সে জানে সিগনালে আটকে গেলেই অর্থক্ষয়

ট্রাফিক ধরলেই বাজেয়াপ্ত হবে রিকশার সিট ~

বাচিকশিল্পীর নান্দনিক মিঠে উচ্চারণেই,

এই কাদা মাটি ধুলো নদী পাহাড় সাগর কথা বলে

এইখানেই ফোটে অনঙ্গ শালিকের চোখে প্রেম,

আর কৃষক শ্রমিকের ঘামে হয় বাংলার শুদ্ধি স্নান...

আমরা সন্ধ্যায় কৌশলী মোমবাতি জ্বালিয়ে

জীবনানন্দের স্মরণে উত্তর হাওয়ার গানে

উচ্চারণ করি ভ্রাম্যমান জীবনের শব্দাবলী,

ফসলের মাটিতে আর পিচ রাস্তায়

কী সুন্দরতম শিশিরোজ্জ্বল ঘাম লেগে থাকে,

ক্লান্ত পথিকের সবটুকু অবসাদ ধুয়ে

প্রকৃতি সাজে এখনো তেমনি অগাধ সুন্দর...

ঝাঁপর নদীটি হয়তো এখনো বয়ে চলে গেছে,

তীরে দাঁড়িয়ে কেউ আর শোনে না ,

দূরের নৌকো থেকে আসা ভাটিয়ালী সুরমালিকা

ব্যস্ত সবাই অন্তর্জালিক স্ক্রলিং এ,

লাইট হাইলাইটের অবশ্যম্ভাবী হর্‌স রেসে~

তারপরে কেউ থেমে যাবে

একটি গাছের নিচে ধূসর কিছু ছায়া,

হলদে পাতায় দেখবে নিজের প্রতিচ্ছবি...

আবৃত্তির শেষে মুগ্ধ অমোঘ করতালি

আলো নিভে আসে ধীরে,

সবাই ফিরে যায়, কেউ কবিতা বুকে নিয়ে,

হিসেবের খাতা নিয়ে কেউ কেউ~

আর শহরের শেষ প্রান্তে কেউ দাঁড়িয়ে

উৎসব ছেড়ে আসা সত্যিকার জীবনানন্দ,

আজ আর কেউ তাঁর কবিতা শোনেনি~

বোঝে না কেউ, না বুঝলেই বা ক্ষতি কী,

সব কথা তাঁর কখন যেন কবিতা হয়ে গেছে...

একদিন মিলনোৎসব হবে

রোজ রাতেই তোমার আনমোল হাত ছুঁয়ে

শুতে যাই, তোমাকে আমার পাশে মনে করে,

নিদেনপক্ষে তোমার উষ্ণতাটুকু... ফুলেল ওম্...

কিন্তু নির্বাক ভোরে সে উষ্ণতার লেশমাত্রও থাকে না...

আমার কাঁটাতার প্যাচানো বিছানার অসহায় ক্রোধ,

ভেঙে পড়া ঝাঁলরের সগত দীর্ঘ নিঃশ্বাসই শুধু শুনতে পাই...

তোমার চলে যাওয়ার পর থেকেই

আমার অহর্নিশ জলতেষ্টা পায়,

অশ্রুও শুকিয়ে গিয়েছে বুকের মরুভূমির উত্তাপে...

অনস্বীকার্যভাবে তোমাকে এখন প্রয়োজন,

আমিই তোমাকে নির্বাচিত করেছিলাম একটি মাত্র ভোটে,

শুধু শুধুই যুগাধিক সময়ের বর্নিল ঘটনঅঘটন,

মুহূর্তের আবেশসহ স্মৃতির সরু গলি

ক্রমান্বয়ে প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হচ্ছে...

প্রাণান্ত প্রার্থনা এখন একটাই প্রিয়,

তোমার আমার আপাতঃ অসম্ভব মিলন,

কোনোভাবেই আর দুজনকে হারানো চ'লবে না...

একদিন খুব অসতর্কভাবে যেকোনো কিছুর বিনিময়ে,

তোমাকে চেয়ে সহস্রাব্দির পাপ করেছিলাম...

সচেতনচিত্তেই বলছি, এ পাপ আমার বার বার হোক...

তোমাকে এখন প্রয়োজনাতীতভাবে প্রয়োজন,

বিবশভাবে উদ্বিগ্ন হই থেকে থেকে,

প্রিয়ার নেশাদায়ক চোখ কী

আর কোথাও কোনোদিন খুঁজে পাওয়া যাবে?

কামিনীর সন্ধ্যারাগটুকু ছাড়া

সে আর কিছুই রেখে যায়নি...

সবাইকে ব'লে রেখেছি,

তোমাকে তথাপিও ভয়ানকভাবে প্রয়োজন

কেননা সমুদ্রের অসূর্যস্পশ্যা তলদেশের মত নিখোঁজ

এ আমার, ঘোর অন্ধকারে খুব একা লাগে...

একটাই এখন উপরোধ,

তুমি ঠিক যেখানে রয়েছো, যেমনভাবে

তেমন করেই অপেক্ষা করতে থাকো,

একদিন মিলনোৎসব হবে,

একতীলও নড়ো না যেন,

নাহলে আবার সূর্যগ্রহণ হতে পারে...!

বরষার জলমুক্তো বৃষ্টিতে, নগ্ন পায়ে হঠাৎ একদিন,

কোনো এক নাক্ষত্রিক ছবির মত সুন্দর দেশে,

তোমার মায়াময় গাল ছুঁতে পাবো... এই দেখ আমি...

তোমাকে ডাকবো, তোমাকে আলিঙ্গন করবো...

তোমাকে ভালোবাসবো, আর কিছুতেই বিশ্রাম নেবো না...

এ বিশুদ্ধ দৃশ্য অবলোকনে,

যেখানেই হোক, হে পরম দয়াময় বিধাতা,

শত সহস্র মহাকাল যেন তোমার না লেগে যায়...

এ বিরহ যেমন তোমার সৃজন,

এ মিলনের দায়'ও তোমার...

তুমি পরম প্রেমময়, কেউ না জানুক, তুমি তো জানো

প্রিয়তমের বিরহের কী জ্বালা, কেমন পোড়ায়...!

আসামী গ্রেফতার

এটাই এখন মাথায় শুধু ঘুরপাক খেয়ে চলে...

কীভাবে কখন কোথায় জীবনের দিনরাত্রিগুলি

এমন নিশ্চিহ্ন প্রান্তিকতায় ধুসর হয়ে উঠেছে

কেন স্বাধিকারের উঠোন এত এত সংকীর্ণ

অনুভব করতে গিয়ে আমাদের উর্বরতা

আরও হ্রাস করে ফেলছি ক্রমান্বয়ে...!

যেখানে মৃত মৃত্তিকা'ও ঘাতক হয়ে

প্রাণহীণ ফসিলকে বুকে করে রাখে,

আবার সেখানেই পল্লবিত হয়ে ওঠে মানবতার খাদ্যশস্য...

চতুর্মাত্রিক বিতন্ডায় আর রাজসাক্ষীর অপ্রতুলতায়

বিচারের বাণী যখন নিভৃত অরণ্যে কাঁদছে,

বৈষম্যের পীড়নে চোখ তুলে তাকাতে না পারা হা-ভাতেরা

অমিত প্রত্যাশায় পাথুরে জমিতে নবান্নের স্বপ্ন দেখেছে...

মহাকাল কার উঠোনে এসে

কী দায় রেখে যাবে কে বলতে পারে...!

জীবনপক্ষ আমাদের সকলকে, তরলে ও কঠিনে

এক এক সাময়িক মাত্রায়, আকৃতি ও প্রকৃতিতে

বিভিন্ন পর্বে অনন্য সব অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ করে যাচ্ছে,

এর সবটুকুই কী আমাদের আয়ত্ত-বহির্ভূত... প্রশ্নবোধক চিহ্ন

নেতিবাচকতায় উত্তরণের চেয়ে ইতিবাচক স্খলন'ও শ্রেয়

এতে নিদেনপক্ষে কোনো গ্লানি, আক্ষেপ

কিংবা অনুতাপের উৎপাদন ঘটে না;

মাঝে মাঝেই জীবনকে নিয়ে, জীবনাঙ্গন নিয়ে

নতুন করে ভাবতে খুব ইচ্ছে হয়...

সবকিছুর আয়োজনে যেন কেমন 'কিচ্ছু নেই' অনুভূত হয়...

কোথায় কোথায় কী কী ভুল হলো

এর প্রায়শ্চিত্তই বা কী হওয়া উচিৎ...!

সেটা এতদিন না ভাবা'ই

আজ ভাবনার মূল বিষয় হয়ে প্রতিভাত হচ্ছে,

সময়ে বা অসময়ে কিংবা দুঃসময়ে...

আমরা কোথাও কেউই যে

খুব ফুলেল জীবন কাটাই তা'ও কিন্তু নয়,

এ জীবনে দেয়া আর নেয়ার ভারসাম্যে

তারতম্য হলেই বিপুল বিপত্তি ঘটে যায়,

আমরা খুব কমই জ্ঞান রাখি এ সব সম্পর্কে...

মাঝে মাঝে অবাধ্য কষ্ট আর অমোঘ যন্ত্রণার মুহূর্তে

হোমারের কাঁটাটা বুকের এদিক ওদিক খোঁচাতে থাকে,

‘দুঃখ মানুষকে মহৎ করে’... কোনো কথা হবে না...!

বাজে লোকের বাজে কথা থাক পথে পথে পড়ে...

তীব্রভাবে অনিবার্য কোনো এক বা একাধিক

শারিরীক কিংবা মানসিক বৈকল্য,

দুরারোগ্য জীবনকে, নরক-জারিত করার মুহূর্তপূর্বে,

মহাকালের সামনে হাজির করে ফেলি...

এবার তুমিই যা করার করো...

"কবিতা একই সাথে ফুল, ফল ও বীজ হলে সেটাই সফল কবিতা যা পাঠকের চোখকে চমকিত করবে, অন্তরে নবরস আস্বাদিত হবে এবং মননে তেমনি একটি কবিতা সৃষ্টির সাধ জাগবে..."

- পারভেজ শিশির

"If a poem can simultaneously be a flower, fruit, and seed, then that is a successful poem— one that will dazzle the reader's eyes, evoke the aesthetic essence of Nine Moods in the heart, and inspire the mind to create such a poem..."

- Parvez Shishir

ভুল শহরের ইতিকথা

[কে'ই বা মনে রাখে এইসব অপরিণত জীবনধারীর কথা...! কী লাভ তবে এত কাব্য ক'রে...!! ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ বুধবার, তোফাজ্জল নামের একজন ভ্রাম্যমান যুবকের 'নিয়ন্ত্রিত মৃ'ত্যু' আমাদের কী শেখাতে পেরেছে? এ প্রশ্ন সবার কাছে রইল... সর্ব্বপ্রগতির পূর্বে আমাদেরকে মানবিক মানুষ হওয়া জরুরি...]

হতভাগা রে, এই বেলা তোকে বলে রাখি

আমিও তোর মত পাগলই ছিলাম

তোর মত আমারও ক্ষুধা লাগতো,

ক্ষুধাই কেবল মনে করিয়ে দিতো

"আমি এখনও শা'লার এই পেট নিয়ে বেঁচে রয়েছি...!"

এছাড়া এই উলটো মানুষের শহরে

তুই আর আমি কিন্তু বেঁচে নেই,

পাগল হয়ে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই...

এই কঠিন হাড় হা-ভাতে শহরে

গাছের চেয়েও বেশি ইট পাথরের জঙ্গলে

কেন বার বার মরতে আসিস তুই...!

তুই আর আমি আ'গুন ক্ষুধায় জ্বললে

চোখ কান মুখবাঁধা জীবাত্মার শহরে,

লাল চোখা নি'র্দয় অ'মানুষদের

বিশ্বাস কর, কিছুই যায় আসে না...

কা'কে তুই ভালোবেসেছিলি

বল তো একবার দেখি,

কি তার নাম, কেমন ছিল দেখতে?

রোদের তাপে তোর কপালে

ঘাম জমে উঠলে, মায়া ক'রে

সে কি রুমাল দিয়ে কখনো মুছে দিয়েছিল...!

এই শহরের বাতাসে,

তুই কি তার নিশ্বাসের সুরভি পেয়েছিলি?

কারো মুখ কি তোর

প্রিয়ার মত পরিচিত লেগেছিল?

আবারও কি তাকে একই সন্ধ্যায় হারিয়েছিলি?

জীবনের কোন্ মানে খুঁজতে খুঁজতে

তবে তুই এই ভাগাড়ের শহরে এসেছিলি?

আমার মত তুই'ও কি জানতিস না

এই জল্লাদ শহরের রাস্তায়

শত অপরিচিত মুখের ভীড়ভাট্টায়,

পিচের কালোয়, পেট্রোলের বিষে

আমাদের নিশ্বাস এমনিতেই চুরি হয়ে যেতো...!

শুধু তুই কেন,

উচ্চ শিক্ষিত পাষণ্ডপালিত এই কাগজের শহরে

ওদের প্রস্তর সাক্ষরিত অভিধানে

তোর আর আমার মত ছোট'লোকের জন্যে

প্রমিত কোনো শব্দার্থ নেই,

আমাদের চোখের ভাষা ওরা বুঝবে না... .. .

জানিস, এখন আমার আর কিছুতেই

সেই ম'র'ণের ক্ষুধা পায় না,

বুঝেছি তুই'ও ক্ষুধার সীমানা পেরিয়ে গেছিস

আমার মত তুই'ও আর কোনোদিন

এখানে ভুলেও যেন পা ফেলিস না,

এই ক্ষুরধার শানিত শহরের কোলাহলে

তোর আর আমার মত,

অনিবন্ধিত মানুষের কোনো জায়গা নেই...

"যখন কারও ভেতরে

স্পষ্ট ইচ্ছা বা লক্ষ্য থাকে না,

তখন সে সবকিছুই চাইতে শুরু করে,

একরকম অস্থির, দিশেহারা আকাঙ্ক্ষা তৈরি হতে থাকে...

আর এই “সবকিছু চাওয়ার” ভেতরেই

লুকিয়ে থাকে বিপজ্জনক সংকেত

অথবা কিছু কিছু কানফাটা সাইরেন...

হয়তো ভেতরে ভেতরে সে

আসলে কিছুই চাইছে না,

_____ শুধু শূন্যতা ঢাকতে চাইছে ..."

'কন্যাকবি' সম্পাদনার অবসরে...

— পারভেজ শিশির

২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ সোমবার | সন্ধ্যে ৭:৫৭

স্বপ্নবতী শরতের গান

[শরতেই কেন এমন সুদূরপ্রিয়ার কথা মনে পড়তে থাকে? কী আছে এই ঋতুর কাব্যপ্রসবী বাতাসে? এই শরতে চিরআরাধ্যের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক বিশেষ উচ্চারণ]

আপনাকে শিউলি কবি না ব'লে

শিউলি কবিতা ব'লে ডাকতে ইচ্ছে করেছে

শূন্যে ভাসে সেই নাম, চোখে ভোরের সাদা বাষ্পে!

আপনি হারালে কি আবারও মনটা খারাপ হবে?

জানিনা, জানি শুধু হারিয়ে ফেলাই আমার কাজ হয়েছে।

কিভাবে আপনি বড় পুজোয়

এখানে ওখানে গিয়েছেন, কেমন সাজলেন!

আপনার পায়ের আলতা বর্ণ,

চোখে দিলেন কেমন কতটা কাজল?

আপনার হাতে বনগাঁদা ফুলের বালা~

কীভাবে মহামায়া'কে দেখলেন,

আমি কিন্তু তার সবই দেখেছি,

খুব ভালো লেগেছে এই সব দারুণ ক্ষণগুলো

চিত্রকল্পনায় দেখতে, জানেন শিউলি কবিতা?

আপনার উপরে আমার

খুব রাগ করতে ইচ্ছে হয়েছে...!

কেন যে এমন দূরে দূরে চলে যান, জানিনে...

যখনই খুব কিছু জানাতে ইচ্ছে হয়েছে,

আপনাকে আমি আর পেয়ে উঠিনে...

যদি সত্যিই একটু রাগ ক'রতে পারতাম,

বেশ হতো তবে...

যখন একটু দুটো লাইন কোনোভাবে লিখেছি

খুব জানাতে ইচ্ছে করেছে, কেমন হলো?

পাইনি আপনাকে, আর কিছুতেই পাওয়া যায় না!

এ কারণে মনের মধ্যে যেন কেমন,

এক ধরণের সুবর্ণরেণু উপলব্ধ হয়েছে...

আমি যশোরে আসার পর থেকে

আর কোনো কবিতা লিখিনি,

এমন আমার মাঝে মাঝেই হয়েছে...

আমি যে আসলেই কাব্য ক'রতে পারি,

এ কথা ভুলে যেতে পারা পর্যন্ত

আমার আর কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয় না...

আমাকে কেউ ভালোবাসেনি,

আমাকে সবাই পেয়েছে ~

বরং আমিই কাউকে হয়তো পেতে চাইনি...

একেবারে নিস্তব্ধ রাতের

গহীন প্রচ্ছায়ার মতই আমাকে

আবিষ্কার ক'রে ফেলি প্রায়শই...

আপনাদের উঠোন যদি আমি হতে পারতাম...!

স্বপ্নবতী কবিতা কথাটা শুনে খুব ভালো লাগলো,

একেবারে প্রাণে মনে দেহে ছেয়ে গেলো সবটাই...

আমার সমস্ত কথা জানতে,

আমাকে প্রশ্রয় দিতে আপনার খুবই ভালো লাগে জেনে

আবারও অনেকদিন পরে চমকে উঠেছি...

আমার কি আর সেই অবসর হবে, জানিনে ভাই...!

হারিয়ে যেতে চাইনে তবুও মনে হয়

আরও অজস্র সময় আগে কেন,

আপনার সাথে আমার দেখা হলো না...!

শেষ গন্তব্যের আর হয়তো বেশি দূর বাকি নেই,

তবে মাঝে মাঝেই এই পৃথিবীর

মায়ামুগ্ধ রজনীগন্ধা আমার পথ,

অহেতুক রোধ ক'রে দেয়...

কেন যে এত মায়ার জন্ম হয়েছে

এই ক্ষুদ্র মনে, খুব খুব যন্ত্রণা দেয়~

এই অপূর্ব অনিরাময়যোগ্য বিষের ব্যথায়,

তার পরে'ও ভালোবেসেছি...

আপনাকে সুনিশ্চিতভাবে

কয়েকটা নিস্তব্ধ রাতের কবিতা লিখে দেবো...

যে রাতগুলো কখনও এই পৃথিবীতে এসে এসে

আমাদের কথা বাতাসের শিসে,

কোনো অধীরচিত্ত প্রেমীবৃন্দকে শোনাবে

ভাবাবে যে এভাবে এত দূরে থেকেও

তবে মন তোলপাড় ভালোবাসা যায়...!

মুক্ত প্রাণের সংগীতে

[অসমীয় সংগীতপ্রাণ 'জীবন বরঠাকুর' (জুবিন গার্গ) এর অবিস্মরণীয় প্রয়াণে বিশেষ উচ্চারণ]

শত কোটি কণ্ঠের একক মুখপাত্র
স্থলপদ্ম, নশ্বর এই দুনিয়ার খেলাঘরে,
মেঘের দেশ হতে এসেছিলে মেঘালয়ে~
গানের সুরে ভাসিয়ে নভ পাতাল মর্ত্য
ফিরে গেলে ফের অনিবার্য সরোবরে...

সুরের দেউলে উজ্জ্বল প্রেম প্রদীপ
দুঃখ সরব ব্যথিত মোহিনী গানে,
গানের কবি, হঠাৎ সুদূরে বিলীন~
কণ্ঠে নিঝর স্রোত অবিরত বহমান
কিছু মৃত্যু তবে এভাবেও হার মানে!

চোখে ভোরের আলোর মতো দীপ্তি
জেগেছিল সংগীতে পর্বত প্রেমসুধা,
কাঞ্চনজঙ্ঘা, স্থির চোখে অমলিন~
প্রণয় প্রতিধ্বনি ছড়ানো চারপাশে
অটল অক্ষয় সে সুরে মাতে বসুধা...

মঞ্চের আলো সে ছড়ালো সংসারে
সবার হৃদয়ে বিনয়মুগ্ধ আপনজন,
বাতাসের ঢেউয়ে তাঁর সুরের নূপুর~
বেজেছে আজ বাজবে আগামীকাল
সুন্দরপ্রাণ, গীতিময় অনন্যসাধারণ...

সুরে ছিল তাঁর প্রভাতের মতো মায়া
দুঃখিত বুকে তাঁর হাসিমুখ অবিচল,
সুরময় গীতল কণ্ঠ বেয়ে আসে স্বর্গ~
সূর্যকণ্ঠ, মানব মনে দিয়েছ ছন্দসুর
শতকোটি চোখে কেন ঝরে অশ্রুজল!

শেখালে অভয় প্রেমের সহজ ভাষা
মমতায় পরিপূর্ণ ভুবন মোহন সুরে,
প্রেমরঙ রসে কবিতা হয়েছে রচিত~
মনে মনে বেজেছে নবীন পূর্বরাগ
প্রেমসুন্দর, জেগে থাকো মনমুকুরে...

চোখে চোখে আজ ভেসেছে অশ্রুমেঘ
বিদায় জানাই ওগো, সুরের রাজকুমার,
স্মরণে থাকো অনন্ত সংগীত আকাশে~
ভালোবেসে পেয়েছো অমর ভালোবাসা
মুক্তি মিলেছে শেষে সরায়ে অন্ধকার...

'জীবন' নামে শোনাতে মহাজীবনের বার্তা
নেয়ার চেয়ে বেশি দিয়ে সাঙ্গ করেছো যাত্রা,
অমৃত সুরের টানে, এসো ফিরে বারে বারে
প্রেম বেঁচে থাক প্রাণে শত জন্মের অভিসারে...

নিঝুম শব্দিতার রাত্রি

[কিছু নিশীথ এমনি এমনি কাটে না; জানি এসব প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই, না থাকুক... এভাবেই কিছু কথা না হয় অনর্থক বলা হোক, তাতেই ঘুচুক না হয় কিছু শোক]

সমুদ্রও কি তবে মানুষের মতো স্বপ্ন দেখে

রাতের কালোয় সমুদ্র কি সত্যিই ঘুমোয়?

যখন শ্রান্ত ঢেউয়ের গহ্বর অন্ধকারে ঢাকে,

কখনও তার সৈকতের স্মৃতি সে কি ভুলে যায়?

দূরের কোনো জাহাজের এক রত্তি আলোয়

তাকে কখনও কি হঠাৎ দেয় না চমকে ?

বনবীথির ঘাসেরাও কি নিস্তব্ধ হয়ে যায়

হরিণেরা যখন মধুর তন্দ্রায় চোখ জুড়োয়!

বনভূমি কি কখনও রাতের গান শোনে?

পাতার ওপর জমে থাকা মেঘের বাতাস

অতীতের মতোই কি তখনও অশ্রু ঝরায়,

গোপনে পাখিদের স্বপ্নেও বাজে কি বাঁশি?

পাহাড় কি অবশেষে চোখ মুদে থাকে

তার কপালের ওপর নক্ষত্রের ভারে?

পাহাড়ি সেগুন গাছেরা কি ঘুমোয় অঘোরে,

গহিন গুহায় কি তখনও প্রতিধ্বনি কোনো

অস্থির হৃদস্পন্দন হয়ে জেগে ওঠে?

পাহাড় কি নিশ্বাস ফেলে আকাশের কানে?

নারকেল গাছেরা কি ঘোমটা টেনে পড়ে ঘুমিয়ে

তারার তরঙ্গেরা চিকন ঢেউ খেলে কি তখনও?

কোনো এক শাশ্বতী উল্কা ছুঁয়ে গেলে পৃথিবীকে

কিছু রুপালী বাতাস কি তার পাতায় যায় না বয়ে,

আলতো আলো কি ছুঁয়ে যায় অদেখা কোনো স্বপ্ন?

চাঁদের কাছে জ্যোৎস্নার মূল্য বা আর কতটুকু!

ঝিলপুকুরের জলে কি সত্যিই নীরবতা নামে

সে কি হয় না অধির কাঠালচাঁপার গন্ধে?

শুধুই অলসতা ভাঙে তার আদুরী ঢেউয়ে

নাকি কোনো তরুণীর লতানো চুল মনে পড়ে

অপেক্ষা করে যায় তাঁর শেষ অশ্রুবিন্দু হয়ে?

নদী কি রাতের নিকষ অন্ধকারে শুয়ে থাকে

ঝিরিঝিরি নরম ঘুমের মত শিষ্ট শান্তটি হয়ে?

কেউ কি কারো অপেক্ষায় ছিল তার বাঁকে,

নাকি তার বুকে দূরের কোনো ঢেউ ভেসে আসে

ব্যথামগ্ন কোনো মনের অলক্তসুর গানটি হয়ে?

প্রাণময় এক দ্বীপের উপকথা

[১৯৬২ সালে ব্রিটিশ সাংবাদিক ব্রেন্ডন গ্রিমশো, সেশেলস বা সিসিলিতে অবস্থিত 'মোয়েন' নামে একটি দ্বীপ ক্রয় করেন, দ্বীপটির প্রাকৃতিক উৎকর্ষ সাধন করেন এবং মৃত্যু অবধি সেই দ্বীপেই অবস্থান করেন। তাঁর সম্মানে এই শব্দিতার উচ্চারণ]

শুয়ে ছিল সমুদ্রের মাঝখানে কুহুদ্বীপ
নীলাভ জল-ভাঙনের শব্দ আর
সৈকতী বাতাসের নিঃসঙ্গ হাহাকারে,
মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি সেখানে
ছিল না আশীর্বাদী কোনো প্রগতিশীল ধোঁয়া,
গতিময় যান্ত্রিকতার উৎকট আস্ফালন~
সেই বেলাভূমি যেন অক্লান্ত আগ্রহে,
অপেক্ষা ক'রে ছিল বিস্মৃতির অন্ধকারে।

তখনই জাগ্রত মানুষ এক...!
ঘোষণা করলো, মৃত্যুর মুখ থেকেও
শোনা যেতে পারে জীবনের জয়গান~
উপায়প্রসবী ইচ্ছেরা যেমন সর্বজয়ী
দুই হাতের কারুকার্যে অবিনাশী ঘর্মাক্ত স্বপ্ন,
এভাবেই সূচিত হয় কুহুদ্বীপের নবজন্ম।

বছরের পর বছর, দশকের পর দশক
হাড়ভাঙা শ্রমে প্রাণদীপ্ত মানুষ এক,
যেন ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো অরণ্য
গাছেরা জন্ম নিলো হাজারে হাজারে,
দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো সবুজ স্বপ্ন~
শ্মশান থেকে যেন শুরু জীবনের পথরেখা।

আকাশ ভ'রে গেল পাখিদের উড়ানে,

শত পাখায় আঁকলো তারা নতুন ভোর

নির্বাসিত কচ্ছপেরা ফিরে এলো,

শতাব্দীর অলিখিত গল্প নিয়ে~

দ্বীপটি আর নিঃসঙ্গ রইলো না,

এখানে সেখানে তার সমবেত সঙ্গীত,

সবুজ শাখায় জীবনের কথকতা

প্রতিটি বালুকণায় প্রতিবিম্বিত সূর্য...

অজস্র অর্থবিত্তের ইশারা আর

আর সভ্যতার সোনালি প্রলোভনে,

সাগরের বুকে জীবনবাদী সবুজ সন্তান

বিক্রিত হলো না আর কোনোদিনও~

কারণ এ দ্বীপ কোনো ধনী মানুষের খেলাঘর নয়,

এ দ্বীপ হলো মুক্ত প্রাণের স্বাধীন রাজ্য,

জাতীয় উদ্যান এক, জীবনের অকৃত্রিম চিত্রপট

যেখানে সহস্র প্রাণ উদযাপন করে নিজস্ব মহিমা।

অবশেষে, সে মানুষ এক একা...!

সবার অলক্ষ্যে ঝরাপাতার মতো নীরব,

তার গড়া সবুজ প্রাণের মেলা

অমর উজ্জ্বল হয়ে উঠল প্রকৃতির বুকে।

তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে গেলো একদিন,

দ্বীপটিতে এখনও শুনতে পাবে তুমি কুহুসুর

আসন্ন সন্ধ্যেবেলায় নীড় ফিরতি পাখিদের~

প্রকৃতি কেমন আজও জীবনের ছবি আঁকে

মানবিক হাতের ছোঁয়ায় নির্মিত স্বর্গের...

এই দ্বীপ শিখিয়েছে, তবে অর্থের হিসাব নয়,

জীবনের চেয়ে দামী আর কিছু নেই।

মানুষের সত্যিকারের উত্তরাধিকার কী?

অবিকৃত প্রকৃতির নিখুঁত স্বাধীনতা,

বৃক্ষের ছায়া ও প্রাণদায়ী সুধা, পাখির ডানার ছন্দ,

কচ্ছপের ধীর পদক্ষেপ, এক চোখ সমুদ্র চরাচর

একটি স্বপ্নময় নীলগ্রহের নিরাপদ মাতৃসদন

আর দয়া করুণা সহমর্মিতায় দৃষ্টান্তমূলক মানবতা...

জেগেছে প্রাণ প্রার্থনায়

[অভিভাবক কি বাবা মা ছাড়া আর সত্যিকার অর্থে কেউ হতে পারে? যে অমৃত সুধা তাঁরা সন্তানের দেহে মনে মননে ভ'রে দেন, এ ভূমণ্ডলে তার উপমেয় আর কী আছে!, জানা নেই জানা নেই]

বুঝিনি আগে ভাবিনি এভাবে কখনও

কঠিন হাতটি এগিয়ে দিয়েছে সম্মুখে,

জীবন যুদ্ধে যে হাত শিখিয়েছে ধ্রুবমন্ত্র

কোমল হাতটি টেনে নিয়েছে বুকের ভেতরে,

অশ্রু হাসিতে রাত্রিদিন এমনই চলে আনন্দসঙ্গ

প্রিয় বাবা মা, আমি তোমাদের সন্তান স্নেহধন্য~

কিছু দূরেই দাঁড়ানো একটি দেয়াল দেহ

তাকিয়ে দেখে গিয়েছে তোমার চলাচল,

ক্লান্তি ক্লেশের যাতনায় সে ভীষণ অবষন্ন

ভেবে পাও না, পাবে কোথায় কীভাবে গন্তব্য,

অথচ যে নিশ্বাসে মিশে থেকেছে সুরভিত প্রার্থনা

প্রিয় বাবা মা, ভাঙনের কালেও তোমরাই প্রেরণা~

একটি চোখে জেগে থেকেছে দৃঢ় অনুশাসন

অন্যটির দৃষ্টিতে ভেসে এসেছে স্নিগ্ধ শিশির,

নেই কেউ চিরকাল তোমার সমগ্র জীবনে তাঁরা

রাতের আঁধার নিকষে তবু জ্বলে থাকে প্রদীপেরা,

অদৃশ্য ভরসা হয়ে থাকে পাশে পাশে দু'টি প্রচ্ছায়া

প্রিয় বাবা মা, ভুবনে চলুক তোমাদের আসা যাওয়া~

ঝড়ের ভিতর তরীখানি ভেসে চলে অটল,

তোমাদের প্রার্থনাই ছিল তাঁর একক সম্বল,

অন্ধকার সড়কে আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়িয়ে

দেখিয়েছো পথ দিশেহারা ঘর ফিরতি যাত্রীরে

রাত্রির গহিনে নক্ষত্র হয়ে দিয়েছো দিকদর্শন

প্রিয় বাবা মা, তোমরাই এই জীবনের সুধীজন~

নীরব ত্যাগের আলোয় উজ্জ্বল প্রতি ভোর,

দেখিয়েছে সুবর্ণ স্বপ্নের দূর আকাশ দিগন্ত,

মাটির ঘ্রাণে যেই প্রাণ শিখিয়েছে বিনম্রতা

জীবন নামের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্রের চারুশিল্পীরা,

দিয়ে গিয়েছ পৃথিবীর রূপ রস গন্ধের উত্তরাধিকার

প্রিয় বাবা মা স্বতঃস্মরণীয়, তোমরা আমার অহংকার~

অলক্ত বাঁশির সুরে

[একদিন 'সে' জন্মের প্রেমরেণু ছড়িয়ে দিতে এসেছিল, দিয়েছি তাঁরে ফিরায়ে - আজ তাঁকে পাওয়া হয়ে ওঠে না ব'লেই হয়তো এই অমোঘ আকর্ষণ... এত পুড়িয়ে চলেছে]

কেউ একদিন চেয়েছিল অলক্ষ্যে

মন ভেঙে চলে যেতে হাজার ছলনায়,

কখনো সাঁঝের কালোয়, কখনো সংগীতে

অবিচল হৃদয়মতি ফিরেও তাকায়নি,

বুকের কাছে ময়না পাখির কুঞ্জন,

তাঁর নির্বাসিত আঁখি ছিল চেয়ে দিগন্তে...

অনিবন্ধিত প্রণয়ের যুগান্তর পেরিয়ে

শেষে আবির্ভূত অপরূপ সে বাঁশি,

স্বর্ণ হীরের দীপ্তিময়ী নকশায় ~

বেজে উঠল যখন সম্মিলনী সুর,

আহা বনকিশোরী, এমন উতলা কেন?

- “কে বাজায় এমন সুর?

আমার শরীর অস্থির হয়ে ওঠে,

মন ভেসে যায় চূর্ণী নদীর জলে

হাতের কাজও যে ভুলে যাই,

চোখ অশ্রুবতী ওঠে মিলন তৃষ্ণায়”

আগুন যখন বনে জ্বলে, দেখে সবাই,

কিন্তু অন্তরের যে অগ্নিবীণা,

কুমোরের চুল্লির মতো গোপনে জ্বালায়,

কারো চোখে সে উত্তাপের আঁচ লাগে না...

সুর থামে না, নিঃশেষ হয়নি রাত্রিও

বাতাসে মিশে থাকে অনুচ্চারিত আহ্বান,

চোখ বুঁজলেই নীল নীল অন্তরীক্ষ,

যেখানে যুগে যুগে প্রেমীবৃন্দের মিলনমেলা

বাঁশির ধ্বনিতে সময় সীমা ভেঙে ভেঙে,

মন ফিরে যায় তারই চিরন্তন উৎসে...

ওগো অদৃশ্য নিষ্ঠুর বাঁশিওয়ালা

হৃদয় শুকিয়ে যায়, শ্বাসও ভারী হয়ে আসে,

'যে' অপ্রণত অস্বীকার করেছিল প্রেম একদিন~

আজ সে-ই পরম প্রণয় আকাঙ্ক্ষায়,

ঐ চরণপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছে...

জন্ম যদি তব বঙ্গে

[আন্তর্জাতিক হতে গেলে বিদেশি বাক্যালাপে স্বপ্ন দেখতে হবে, এমন অর্বাচীন কেউ হলে, সে মহাপাতক...! বাংলা ভাষায় স্বপ্ন দেখুন, বাংলা সাহিত্য ভালোবাসুন, বাংলায় জেগে থাকুন]

অচলায়তনী বাংলা শব্দ বাক্যের প্রতিভাসে

চলো আগুন জ্বেলে দিই অক্ষরের ভিতর...!

শব্দবন্ধে জেগে উঠুক আজকের মাঠ নদী

পান করি মেঘের রঙ বৃষ্টির ক্ষারকীয় জল,

ভাষায় শিশুর হাসি শ্রমিকের ঘাম ঝরুক

উচ্চারণে জাগ্রত হোক জাতীয় সত্ত্বাধিকার...

স্মরণে রেখেছি মহাপ্রাণ মনীষীর বেদবাক্য

চণ্ডীদাসের প্রেমাঞ্জন বিদ্যাপতির ব্যাকুলতা,

কৃত্তিবাসী রামায়ণ আলাওলের রমণীয় প্রশস্তি

লালনের দেহধেয়ানী গান বাতাসে এখনো শুনি,

মানুষকে নির্জলা যা শিখিয়েছে মাঙ্গলিক প্রার্থনা...!

মধুসূদনী আত্মপরিচয়ের সনদ হাতে নিয়ে

বঙ্কিমে জেগে উঠুক দেশীয় মনন মজ্জা,

রবীন্দ্রনাথী জীবনবোধে সমুজ্জ্বল আদিগন্তে

নজরুলী রণতূর্যের সুরে উদিত 'বিদ্রোহী সূর্য',

জীবনানন্দে ফিরে আসুক বাংলার ধানসিড়িতে...

সুকান্তের নিশ্বাসে জেগেছে নতুন সকাল

শিশুর জন্যে সুন্দরতম পৃথিবীর অঙ্গীকার,

শক্তি সমীর মলয় দেবীর যন্ত্রণাবিধুর সশব্দে

প্রতিপালিত জীবনের উৎকর্ষিত ইশতেহার~

এখন তথ্য প্রযুক্তির বোকা পাটাতনে ক্লান্ত

ইমোজির অট্টহাসিতে মলিন কাব্যের আবৃত্তি,

তবুও নদীর মতো বয়ে চলে তাঁর সুখছন্দ~

গভীরে গহিনে এখনো ধ্বনিত হয় শতরঙ স্বপ্ন...

বাংলার শব্দে বর্ণে রক্তঋণের উষ্ণতা মিশে মিশে

যুগ থেকে যুগে আত্মসংস্কৃতি হয়েছে প্রবাহিত,

এ জীবন এ নিজস্বতা, এসব ভালোবাসার প্রতিধ্বনি~

প্রতিটি শব্দ হোক শ্রদ্ধায় প্রীতিমুগ্ধতায় স্বতঃপ্রণত

বাংলা বিন্যাসে প্রকাশিত হোক সহস্র যুগের পাণ্ডুলিপি

ধরা পড়ুক ঘ্রাণে বাংলা মাটি আর মানুষের সুরভি,

অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবী প্রতিরোধের ভেতরে ভেতরে

অতন্দ্র জেগে থাকুক শিব সুন্দরের আগমনী আশ্বাস...

চেনা শহরের নিঃসঙ্গ প্রেম, বিরহ ও বেকারত্বে

আরও আরও মধ্যবিত্ত জীবনের মহাকাব্য,

দ্রোহী প্রেমিক জনতার চোখ আর অশ্রুতে

জ্বলে থাকুক অনন্ত অপরাজেয় শিখা অনির্বাণ~

একই সাথে আন্তর্জাতিক মানবিক ও চির অমর হোক

ধ্বনিত হতে থাকুক কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে,

আজকের এবং আগামীর বাংলা মাটির জয়গান...

অনন্ত নীলের অনুরণন

[এক জীবনের যাত্রায় সব কিছু বুঝে নেয়া গেলো না, কিছু হয়তো অনন্তের জন্যে তোলা রইল...! এমনও এক জীবন অপেক্ষা ক'রে আছে, যখন হয়তো আর কিছু বোঝার বাকি নেই, ব'লে খুব আক্ষেপ হবে]

কোথায় কবে যেন কেউ বলেছিল,

‘আমার প্রাণে এই যে এমন

নিরন্তর জলপতন শুনতে পাই

তা কী সত্য না শব্দ?’

তুমি কোনো প্রতুত্তর করো না,

ভেবে পাইনে কিছু ব্যাখ্যা, তবু শুনে যাই অক্লান্ত...!

বধির জানালার পাশে বসে শুনেছি,

ঝিঁঝিঁ পোকার একঘেয়ে সংগীত,

যেন এক আশ্চর্য সুরের মায়াজাল,

যা বুনে চলে প্রতিদিন প্রতিবেশে, প্রতিরাত্রি....

তোমার ছায়ার মতো আরেকটি ছায়া,

আমার পাশে হেঁটে চলে~

সে কি আমারই ভাবনা,

না কি মহাকাশের প্রান্ত ছুঁয়ে আসা

কোনো ভিন্ন জগতের অপাঠযোগ্য বার্তা?

আমার হাতে জমে থাকা

অযত্নে গড়া একান্ত সাময়িক রূপকথা,

বারবার আমাকে বলে যায়~

সব গল্পের শেষ নেই,

কিছু গল্প চলতে থাকে, ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা হয়ে...

পাহাড়ের নিচে নিঃসঙ্গ নদীর মতো

আমার ভেতরের ব্যথা বয়ে চলে~

কী অসামান্য তার অ'শ্রুত সুর

তবু আশ্চর্য এই যে,

নিরর্থক আশ্লেষ বিশ্লেষের অহমিকায়~

তুমি ছাড়া কেউ তা শুনতে পায়নি...

আকাশের তারাগুলো আজও

আমার দিকে তাকিয়ে হাসে একই ঔজ্জ্বল্যে,

তারা কি জেনে গেছে অবশেষে~

তোমার অনুপস্থিতির দীর্ঘতর দিনগুলো,

আমাকে কী ধুসর অশ্রাব্য পাঠ শিখিয়েছে?

আমি দেখি, অরণ্যের গহিন ছায়ায়

একটি নামহীন ফুলের প্রস্ফুটন~

সে কি জানে, তার সৌন্দর্যও ক্ষণস্থায়ী?

তবু আমি লিখে যাই,

বুকের ক্যানভাসে রঙ তুলি দিয়ে

একটি আলোকিত দিনের ছবি~

যেখানে তোমার ছোঁয়ায় সব কিছু নূতনতর হয়ে ওঠে...

তোমার নাম আর আমার নিরবতা, আমার অন্ধত্ব

মিলে গড়ে তোলে, এক অদ্ভুত সুর~

যা শুধু রাতের বাতাসে ভেসে আসে,

একই ঐকান্তিক মাত্রাবৃত্তে...

হয়তো এভাবেই এমন শূন্য বেঁচে থাকা,

হয়তো এটাই অনন্তের সংলাপ,

নিরন্তর জলপতনের মাঝে

তোমার উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যাবে~

প্রতিবিম্বিত অবয়বে, অচিহ্নিত সমান্তরাল জগতে...

শারদ উত্তরীয়

[কারো সঙ্গে এই শরতে দেখা হয়ে যদি এক জীবনের পথ পরিক্রমা শেষে আবার এই শরতেই বিদায় নিতে হয়, কিছু তো প্রাণ পুড়বেই...! চলে যেতে হবে জেনেও মন কেঁদে উঠবেই...]

চির অন্তরতম হে, কাঙ্ক্ষিত অবয়বে

দৃশ্যমান হয়ে ওঠো আমার চোখের আগে,

অপেক্ষিত প্রহরে তৃষিত নয়ন নীরে

সহস্র শরতের পারিজাত প্রণয়পুষ্প জাগে...

মায়ের মুখে শুনেছিলেম,

কোনো এক শারদ যামিনীতে

আমি এই আশ্চর্য নীল গ্রহে

মায়াবী বাতাসবাহী প্রজাপতির ডানায়

ভর ক'রে এসেছিলেম~

ফি বছর আশ্বিন এসে পড়লেই

যেন পুরোটা বিকেলে,

ঋতুবতী কোনো পদ্মকিশোরীর

এই মাত্র পাশ কেটে চলে যাওয়া,

সুরভি বাতাসে থৈ থৈ ক'রতে থ্াকে...

চোখে তোমার কিছু শরতের স্মৃতি থাক মেখে

এই প্রাণ যদি সহসা উধাও হয় কখনও,

শিউলি পাতার পরে শিশির অশ্রু নিও দেখে

ভালোবেসেই না হয় কিছু অভিশাপ দিও

জানিনে, আজও শরৎ এসে পড়লেই

আমার চোখের আগে শহরও

গ্রামের মতো মোলায়েম আহ্লাদিত হয়ে যায়

কেমন সে আদুরে কুসুম বাতাসে,

আমার প্রাণ-বরণীকে

স্নায়ু-শিরায় মনে করিয়ে দেয়...!

মনে করিয়ে দিতে থাকে,

সর্বাঙ্গনে মনে করিয়ে দিয়ে যায়~

দেহ-মন-প্রাণ চেয়েছে,

পরাণমতী'র প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে

যেন এই শরতেই তাঁর শেষের যাত্রা শুরু হয়...

অসীম অমরসঙ্গী হে, ব্যথা সবি ফুল হোক

ফুলরেণু প্রিয়া এ জনমে বুঝি আর,

কিছু নেই বাকি অনন্তে হারাবার

আনন্দিত শারদ প্রহরে ধুয়ে যাক সব শোক...

তোমার সান্নিধ্যের সময়

এই হয়ে এলো শেষ হয়তো,

তুলতুলে গোধূলি সূর্যে আরও একটু জেগে আছি

প্রিয়তম, তোমার নামে শত মঙ্গলপ্রদীপ জ্বেলেছি,

ঝরে যাওয়া শিউলির ঘ্রাণে

ভিজে উঠেছে আমার প্রার্থনা~

মাঠের বুক জুড়ে তখনও সোনালি ধানক্ষেত

তোমার হাসি মেখে হয়তো

এপাশ ওপাশ দুলে গিয়েছে শস্যদানা,

বিদায়ী শরৎ বেলায় ক্ষণিকের করস্পর্শে

যেন সমস্ত দিগন্ত তোমার চোখের আলোয় হেসেছে...

আরজ হ্যায়,

কৌন হো তুম হামারে, বোলো কিউ তুম মারতে হো হাম পে?

তুমসে মিলা নাহি, পার জ্বলন কিউ হোতা হ্যায় এ দাম পে?

শবনম, কারু তো কিয়্যা কারু!

দিন গুজারতি হ্যায়, ইয়ে জ্বলন ঔর বাড়তি যাতি হ্যায়...

বলা হলো,

তুমি আমার কে, বলো আমার জন্যে এত মমতা কেন?

দেখা হয়নি কখনো, তবু তোমার জন্যে মন পোড়ে কেন?

শিশির, আমি কি যে করি! যত দিন যাচ্ছে, মন পোড়ানিও বেড়ে যাচ্ছে...

রুহকথা | পারভেজ শিশির

বোধ

[মানুষ যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই মোক্ষ লাভ করে, অন্ধকারের মানে বোঝে আলোর অনুপস্থিতিতে। আত্মশূন্যতা এমন একটি 'বোধ', যেখানে পৌঁছে মানুষ বুঝে ফেলে, সমস্ত সুখ-দুঃখ, প্রেম-প্রতিশোধ, সত্য-মিথ্যার কার্যকারণ। এসবই কেবল আপেক্ষিক, স্থির কোনো সত্য নয়, এটাই সান্ত্বনা]

আমি দেখেছি কীভাবে রাত্রি হয়েছে ভোর
কীভাবে শুখনো চোখে কেঁদেছে হৃদয়
বুকের ভেতর থেকে উঠে আসে নীরবতা,
মৃতেরা থাকে তার নিজস্ব শোকে মগ্ন_

কৃষ্ণ বিবরে হ'লে আলোর প্রতিফলন
হয়তো মুছে যাবে পৃথিবী থেকে দ্বন্দ্ব
কান্না শুকিয়ে ঠিক জন্ম নেবে স্বপ্ন,
অদৃশ্যেরও জ্যোতি বহমান বিমূর্ত _!

বিষের জলে মানুষকে ধুতে দেখেছি ক্ষত
সান্ত্বনার বদলে বিষাদ কীভাবে জন্মে
যে ভালোবাসা ছিল একদিন পরম আশ্রয়,
সে দাঁড়িয়ে এখন প্রতিশোধ সীমান্তে
সোনার শেকলে বাঁধা মানুষ খোঁজে মুক্তি,
শান্তি খুঁজেছে নিজেকে ক'রে ধ্বংস _

কেমন আপন আরাধ্য হয়েছে সাতপর,

মুখে প্রশান্তি অথচ বুকে দিঘল শ্বাস

বুঝেছি বিশ্বাস কেবল মেটায় প্রয়োজন

বরষা জলে সে কীভাবে হয়েছে দগ্ধ _

কীভাবে কীসের অভাবে হয়েছে শ্মশান

হাসি আনন্দ গানে ভ'রে থাকা সংসার,

ঘর মানেই কি কেবল দেয়াল আর ছাদ!

মানুষের কাছে মানুষ অবিরত বিপন্ন _

দেখেছি কীভাবে মাঝপথে ডোবে তরী

মাঝির দুচোখে কতটা তীরের মায়া

ঝরা পাতাদের দেখেছি ঝড়ের ভেতর,

কে খুঁজে দেখে কার বুকে কত দুঃখ!

নদী জানে তার তলানিতে কত অমৃত,

তীর থাকে তবে ফেরার সুযোগ শূন্য _

একাকী মনের মানুষই সবচেয়ে অসহায়

চারিদিকে তার কত কাকলী কোলাহল!

নিজেরে নিজে পোড়ায় কীভাবে আগুন

সুবোধ হারিয়েও জিতে যায় প্রতিপক্ষ _

দেখেছি মিথ্যে হ'তে পারে কত সুন্দর

কীভাবে দলিত পায়ের নিচে প্রণয়,

সূর্য কেমন ঢেকে যায় মেঘ আড়ালে
জন্মের ঋণ শোধে কীভাবে মৃত্যু _

শুনেছি নির্বাকের ভাষা থাকে সুস্পষ্ট
যেখানে শব্দ নয়, বড় হয়ে ওঠে সত্য
মানুষ যখন নিজেকে দেখে আয়নায়,
বুঝে যায় তার জগত কতটা বিচ্ছিন্ন...
জীবনে আসলে নেই কোনো গন্তব্য
বুঝেছে পথিক পরম ক্লান্ত, এ কেবল
পথ থেকে পথে হারিয়ে যাওয়ার শিল্প _

রক্তপদ্ম ফোটা সিড়ি

ভোর হয়নি তখনও, বৃষ্টি হয়তো ঝরেছিল কিছু
জানালার ধারে কালো কালো ছায়ার আনাগোনা
চিলের ডানা ছুঁয়ে এসেছে গুলির গন্ধ,
শূন্য উঠোনে কুকুরের অনির্বচনীয় ঘেউ ঘেউ,
রক্তে ভিজে যাচ্ছিল ইতিহাসের মাঠ প্রান্তর...

আকাশ ধূসরিত হয়ে আসছিল~
বাতাসেও নিঃশব্দ কারো হাহাকার,
কেউ কতখানি অন্যায় করলে
একটি কথাতেই উন্মাতাল হয়ে যায় দেশ!
বুকের ভেতর ধ্বনিত হচ্ছিল একই মাত্রায়~

"ও আমার দেশ, ও আমার বাংলাদেশ"

উচ্চারণেই সবুজের মধ্যে লাল হয়ে গেল পতাকা।

বন্ধ দরজাগুলো কেঁপে উঠেছিল হঠাৎ,

সিঁড়ি বেয়ে উঠেছিল কয়েক জোড়া অন্ধ শ্বাপদ,

চোখে শূন্যতা, হাতের আঙুলে শীতল নখর,

অথচ তারা মানুষের মতই ছিল দেখতে ...

সামান্য কিছু কথোপথন, আদেশ, হুমকি শেষে

বেশ কয়েকবার অতর্কিতে কানফাটা আওয়াজ,

একটি মাত্র কণ্ঠস্বর চিরতরে থামিয়ে দিয়ে

হিংস্র শ্বাপদেরা কার কী মঙ্গল করেছিল!

দেয়ালের ওপাশে শিশুর করুণ কান্না,

বুকের ওপরে ইতিহাসের শেষ কয়েকটা নিশ্বাস।

সিড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ছিল যেন

একটি মাত্র জাতীয় সংগীতের স্বরলিপি,

আর উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা স্বাধীন স্বপ্নের সংবিধান...

ভোর হলো ঠিকই অথচ আঁধার গেল না

আকাশে যেন পাখি উড়ল না আর,

কেবল গাছের পাতায়, ছাদের নিঃসঙ্গ কার্নিশে

বৃষ্টির বদলে ঝরছিল অনাঘ্রাতা নির্লজ্জ স্মৃতি।

সিঁড়ির ধাপে ধাপে এখনো

অনিঃশেষ ফুটে রয়েছে ভীষণ রক্তপদ্ম

যার প্রতিটি পাপড়িতে লেখা আছে

সার্বভৌমত্বের প্রতিটি ইচ্ছেপত্র...

আজ আর কেউ পালাবদলের স্মৃতি মনে রাখেনি~

জীবনের জটাজালে সবাই হাত পা ছুড়ছে

প্রতিনিয়ত নিক্ষিপ্ত বুলেটের মত আহত সব প্রাণ...

এখন আর মাইকে দেশাত্মবোধক গান বাজে না

"প্রথম বাংলাদেশ, আমার শেষ বাংলাদেশ

জীবন বাংলাদেশ, আমার মরণ বাংলাদেশ"

কিছু লাল গোলাপ, একটি স্তব্ধ নির্বাক সিঁড়ি,

পাহাড় থেকে সমতল হয়ে পাতালে চলে গেছে

বুকের গভীরতম ক্ষতের রক্তক্ষরণ হয়ে...

স্মৃতিরা পোহায় রোদ্দুর

সেদিন খুব ইচ্ছে হয়েছিল তুরাগের জলে

আমার ঘরের জানালা দরজার পর্দা, থাল বাটি বাসন সব কিছু

এক যুগ ধরে রেখে দেয়া খাটের নীচে

তোমার পায়ের ধুলো, মাথার কিছু এলোমেলো চুল

আলমারিতে তোমার শেষ ভাজে রাখা শাড়ি

ড্রয়ারে রাখা এটা ওটা খুঁটিনাটি, হাবিজাবি...

.

দেয়ালে টাঙানো ফটো, সাত বছর আগের ক্যালেন্ডার

পুরোনো সালের ডায়েরি ও খবরের কাগজ, জঙ ধরা ছুরি

আয়নায় লেগে থাকা টিপ, বাকশে রাখা পুরোনো জুতো

এসব কিছু অঞ্জলি দিয়ে আসি...

মরা তেলাপোকা, অনড় আরো কিছু ফুল মাকড়শা

মাঝে মাঝে বাতাসে খানিক এপাশ ওপাশ

শুষ্ক অমসৃণ গোটানো কমলাপেঁড়ে শীতল-পাটি

দমবন্ধ আলমারির পেছনে ঠাঁই দাড়িয়ে

কি এক তোমার সুবাস এই ঘরখানায় ম' ম' করে

শানের মেঝেতে তোমার নুপুরের ক্ষীণ আওয়াজ...

জানালা দিয়ে বাইরে থেকে বাতাস আসে

এখানে ওখানে খানিক উড়ে উড়ে অদৃশ্য কোলাজ করে

কিছু কথোপকথন না হতেই মেঝেতে

সেই পরিযায়ী বাতাসের ঝাঁলর ভেঙে পড়ে...

.

পোরসেলিনের সাদা কাপে চা পাতার খয়েরি মানচিত্র

থেকে থেকে আরো অমোচনীয় হয়ে ওঠে

মসুর মুগের কাঁচ বয়ামে কিছু অত্যানুবীক্ষণিক কীট

আমার ভ্রু কুঁচকে দেয়

খেয়ে ফ্যাল, তোরা আমাকেও খেয়ে ফ্যাল...

আবারও সব কিছু ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়

রাগ হয়... কিন্তু কি এক মায়ায় বুকের কোথায় চিন চিন করে ওঠে

রান্নাঘরের কৌটা-কুটি, টেবিলের জগটা, গ্লাসটা ও চায়ের কাপটা

তোমার হঠাৎ অনুপস্থিতি তীব্র না ক'রে

আমার কাজে আসবে বলে কেমন প্রস্তুত দাড়িয়ে থাকে...!

প্রায়শই শিলপাটায় মশলা বাটি, শব্দটা তোমাকে মনে করিয়ে দেয়

চুলায় তরকারি নেড়ে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে
খুন্তিটা কড়াইয়ের পাড়ে ঠন ঠন করি~

এ শব্দটাও তোমাকে মনে করিয়ে দেয়

তোমার আইসক্রিমের বাকশোতে
সুতোর কাটিমে সূঁচ তেমনি লাগিয়ে রাখি,

অসতর্কে হাতাহাতি করলে রক্তারক্তি হবে জেনেও...

সবকিছুই কিছু না কিছু কথা বলে, এভাবে না ওভাবে করো

মশারির কোণা, দরজার হাতল অথবা চাবির ছড়া

শুধু ইজি চেয়ারটা আমাকে বলে, একটু এসে হেলান দিয়ে বসো

তুমি মেঘের উপর মেঘ হয়ে একরকম ভালোই আছো...

নির্ঘুম আততায়ী

আমার শতেক বারোয়ারী হাত

আর নির্বিকল্প আরও সহস্রাধিক চোখ

যেন গভীর গিরিখাতের মতন পাথুরে নির্জন

আমাকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যায়,

গোলাপ আর কুল কাঁটার আংটায়

ছিঁড়ে খুঁড়ে খুবলে নিয়ে চলে...

কৈকেয়ী বনের পেলব চোরাবালির বুকে

যেখানে কিলবিল করে বিষকুম্ভ সাপ,

প্যাঁচপেঁচে কামাক্ষী আর্দ্রতায়

কত কি প্রকারে আমাকে

শূন্যগর্ভ ক'রে, শিরায় উপশিরায় কায়ায় মায়ায়

কলঙ্কিত করা যাবে এরা জানে...

এ জেনেও যে আমি কিছুতেই নীলকণ্ঠ হব না

কিছুতেই তাদের সরল অঙ্কে শায়িত হব না...

আত্মার বিরুদ্ধে যেন এক তীব্র প্রতিবাদ

না চাইতেও পাওয়া কোনো বিষাদিত অনুভব

সীমা লঙ্ঘনের প্রয়োজনাতীত পাপ

আর কেন, বার বার কেন আমাকে নীলক্ত করে!

সূর্য দ্রোহের গান

জোর ক'রে আমার অধিকার চেয়েছি ব'লে,

তুমি কি আমাকে ভুল বুঝলে?

তবে আমার অধিকারের গল্প শোনো ~

যে জন্মভূমি রক্তান্তরে আমার বাপ দাদার

তা বেঁচে খায়, এত বড় দুঃসাহস কোন শালার!

পরের পা অথবা শরীর চেটে

যে রাখে নিজের জিহ্বে ফর্সা,

স্বাজাত্যবোধের প্রশ্নে কীভাবে

তার উপর রাখা যায় ভরসা...!

এ মাতৃভূমি তাদের জন্যে নয়

তাদের কপালে আছে ক্রমাগত দূর্বিনীত ক্ষয়...

আমার ভালো লাগে দুধমাখা ভাত,

অবশ্যই সাথে মা'র মধুমাখা হাত;

আমার প্রাণের পরে যার স্নেহ বর্ষে

সদা আমার দেহ জাগে তার স্পর্শে...

অনধিকার চর্চা মিথ্যাচারে বাঁধ সেধেছি ব'লে,

তুমি কি আমাকে ভুল বুঝলে?

তবে তোমার সীমা কতটুকু সেটা শোনো—

ইতিহাস বইয়ের পাতায় নয়, বরং

মানুষের রক্তবীজে মুদ্রিত লাল রঙ

আকাশের নীলে প্রকৃতির সবুজে,

কী যায় আসে, কী বললো অর্বাচীন অবুঝে...!

কিছু কিছু আছে ঋণ, শোধ হবার নয়

তবু কেন কেউ কেউ অতি আগ্রহী হয়,

নিজের ঘরে সাজায় পসরা সাত পর

যে যা ভাবুক, অনেকের জন্যে এটা শাপে বর...

আকাশ কুসুম ভাবতে নিষেধ করেছি ব'লে,

তুমি কি আমাকে ভুল বুঝলে?

তুমি তো জানো না, কেটেছে বেলা মেঘে মেঘে

জীবন এখানে অরঙিন শঙ্কায় আর উদ্বেগে,

কালে কালে কখন যেন সময় পাল্টায়

মাঝে মাঝে চড় পড়ে আপন গালটায়,

স্মৃতিভ্রষ্ট মস্তিষ্ক কেবল ক্ষমতা চেনে

চিরকালের দামে ক্ষণিকের সুখ কেনে...

হিসেব-নিকেশ থাক কেবল কাগুজে অংকে

মমতার মূল্য হয় না দরে, কে বুঝাবে 'সঙ'কে!

শিকড় ভুলে গাছ যদিবা কখনও উঁচুতে যায়,

ঝড় এলে ভেঙে প'ড়ে মাটিতে নিমেষে লুটায়...

গাছ যতই বাড়ুক, তার শিকড় থাকে মাটিতে,

মানুষকেও ফিরতে হয় শেষ আশ্রয় বাটিতে;

'যে' কুটির ছেড়ে গড়েছে দালান, প্রাসাদ, নগর,,

সেই ঘরেই জ্ব'লে থাকে মায়ের প্রদীপ অজর...

দলের চেয়ে দেশ বড় বলেছি ব'লে,

তুমি কি আমাকে ভুল বুঝলে?

আর কিছু হোক না হোক, মানবতা বেঁচে থাক

তন্ত্র মন্ত্র বাদ দিয়ে প্রাণে ভালোবাসা ভ'রে থাক...

নির্ঘুম বিরহ

রুমু, আমার শহরেই আছি, একা...

একেবারে কালো অন্ধকারের মতো...

নিজেকেও দেখতে পাইনা...

রুমু, আপন পর, রক্তের সম্পর্ক আমি এখনো বুঝিনা,

আমি যা বুঝেছিলাম তা হলো প্রেম,

যার জন্যে মানুষ খুন পর্যন্ত করা যায়...

সহানুভূতিশীলতা, কর্মক্লান্তির পর একটু আশ্রয়,

একে অনেকেই প্রেম বলে না...

একজন কবির প্রেম কি শুধুই বাতুলতা?!

শুধুই কি কাব্য-ভঙ্গি মাত্র!

আমারো কি অতলান্তিক প্রেম ছিলনা আমার প্রিয়ার জন্যে?

ছিল, হাজার বার ছিল,

এখনো সেই চিরচেনা প্রেমের পরশ প্রাণে, তার জন্যে...

কিন্তু কেন আমি আমার একমাত্র কাছের মানুষকে

সেই শুধু একমাত্রিক প্রেম, তাকে মন ভরে জানাতে অপারগ হলাম!

কেনো এমন অসময়ে বেলা শেষ হয়ে যায়, রুমু বলতে পারেন?

একটি বছর পার হয়ে গেলো তাকে হারিয়েছি,

কেউ কেউ জানে, আর না জানার দলে আপনি...

আজকের মতো অনেককেই এভাবে জানাতে হয়েছে,

সে সত্য মেনে নিয়েছি বললেও মিথ্যে মনে হয়...

আমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে,

এই পৃথিবীতে, হারিয়ে ফেলেছি...

আমার বহুদিনের সাথি, যার সাথে পথচলা রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে...

আমার জীবনসঙ্গিনীকে আমি হারিয়ে ফেলেছি,

সমাধিস্থ করার পূর্ব মুহূর্তেও আমার কাছেই যে ছিল...

শেষ স্পর্শ যে কত মন ভাঁঙানিয়া হয়, তা কেমনে বলি!

আমার চোখের আঁড়াল হয়ে গিয়েছে আমার একমাত্র স্ত্রী,

যাকে আমি প্রায় হারাতে হারাতে আবার ফিরে পেয়েছিলাম...

সবকিছু ছেড়ে যে একদিন আমার জীবনে এসেছিলো

চিরদিন আমার হয়ে থাকবে এই আশা বুকে ক'রে...

কিন্তু আমার মৃত্যু অবধিও যদি,

আমি তাকে এই পৃথিবীর জনারণ্যে খুঁজি

তবুও আর কোনোদিন তাকে ফিরে পাওয়া...

নিদারুণ অসম্ভবতায় পর্যবসিত আজ!

এতদিন চুপ করে ছিলাম, নিজের মধ্যে নিজে হারিয়ে ছিলাম...

তবু আপনি আমার এমন একজন বন্ধু,

যাকে দুঃখের অর্থ বোঝাতে হয়না...

কিছু মুহূর্তের জন্যে আকাশে ছড়িয়ে দিলাম

আবার আমার ব্যথার জলকণা...

রুমু, কথা শুধু একটাই, আমি একটুও ভালো নেই,

আমার অর্ধাঙ্গিনীকে হারিয়ে,

আমার ভালো থাকার কোনো কারণ থাকতে পারে না...

তবে, আমার প্রত্যাশার আলো আমি জ্বেলে রাখবো আমৃত্যু....

যদি কোনোদিন আবার দেখাশোনা হয়,

আকাশের কোনো নক্ষত্রে, কিংবা নীহারিকায়...

আপনিই বলেন না, শুধু এই একটা জীবন কি যথেষ্ঠ হতে পারে!

প্রাণপ্রিয়কে ভালোবেসে তৃপ্ত হওয়া কি কোনদিনও সম্ভব!

অন্য কোনো কালেও...!

উত্তরীয়ঃ

এ চিঠির অবতারনা শুধু মন তোলপাড় করা প্রশ্নের জন্যে, 'সে কেমন আছে?' হঠাৎ হারানোর যন্ত্রণায় নীলাদ্র প্রেম যে এমন চিরকালীন হয়ে উঠবে তা বোধ করি নিজের জীবনে না ঘটলে অনুভূতির বাইরেই থেকে যায় আমরণ...! কত কোথায় যে এমন জীবন বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে বা যাচ্ছে, প্রাণপ্রিয় জীবনসাথিরা তাদের একমাত্র কাছের মানুষগুলোকে রেখে আগে পরে চলে যাচ্ছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপে... আমৃত্যু সেই আশায়, আশংকায় কারো কারো জীবন কেটে চলেছে, সেই মানুষের সাথে তার আবার কোথায় কবে দেখা হবে, আদৌ আর দেখা হবে কিনা...!

প্রণয় কাহন

"বিরহী বনতল বিহারিনী রাধিকা আমার

প্রতি যুগে নৈকট্যে ফিরে এসে এসে,

তোমারে আলিঙ্গনে উতলা ক'রে যাবো বারে বার...

ত্রিভঙ্গে কৃষ্ণকুমার,

জন্মান্তরে কেবল যেচেছে তোমার প্রণয়

যে প্রেমরেণু তুমি ছড়িয়ে গিয়েছো অরণ্যে,

কেউ কীভাবে কুড়িয়ে নিয়েছে অন্তর ভ'রে,

দেখেছো কী তাঁর রূপ আদল, কেমন আকার...!

প্রণয়স্নিগ্ধা, তুমি শ্যামকিশোর প্রাণে

যে কিরণসুধা ঢেলেছো অনুক্ষণে

কোনো এক বিস্মৃত জনমে হৃদিপদ্মে তোমার,

তোমার নয়ন-সরসিতে সেই প্রেম যেচেছিলে..!

যে সত্যপ্রেম আমরা সকৃতজ্ঞ করেছি বিনিময়,

যেন আমাদের সেই নৈবদ্য উপহার

শুধু আমাদেরকে লক্ষ্য ক'রে নয়,

এ যেন জগত অধীশ্বরের দানের প্রতিদানে

অবিনিময়যোগ্য উপঢৌকন সদৃশ, যিনি পরম প্রেমময়..."

দুর্বিনীত দ্রোহের গান

বাংলার সর্বসমতল পাহাড় টিলা চরাঞ্চল জুড়ে

কত সাধারণ মানুষের করুণ নিদাঘ আর্তি ~

শোষন পীড়ন বঞ্চনার প্রতিধ্বনি বুকে নিয়ে

বয়ে গেছে সুবর্ণ সভ্যতার রূপালি নদী,

মহাস্থানগড়ের ইটচাপা অত্যুজ্জ্বল স্বপ্ন

আর ময়নামতির বিস্মৃত শিলালিপি,

শোনায় আজও হাজার বছরের পালা পুঁথি...

পাল আর সেনের প্রদীপ নিভে গেছে বহু আগে,

সুলতানী আমলের অহং ঐতিহ্য গেছে মিলিয়ে

নব নব ভোরের পরিমার্জিত মানস সংস্করণে,

নবাবী তুখোড় অশ্বারোহীরা'ও ছুটে গেছে

অস্তমিত কুসুমবর্ণ গোধূলি সূর্যরাগে~

তবু এই মৃত্তিকা ছিল জাগ্রত,

শিশির স্নাত পুইমাঁচায় প্রতিবিম্বিত দিবারাত্রি

জেগেছিল ধানক্ষেত, জেগেছিল পদ্মা মেঘনা যমুনা...

তারপর দুঃসহ শৃঙ্খল, নির্মিত হলো কপট কারাগার

অবমাননার বিষণ্ন কালো মেঘ ছেয়ে গেল

ঔপনিবেশিক জটাজালে গ্রন্থিত হলো সীমান্ত,

কৃষকের জঠর শুকিয়ে গেলো বিষনীল অভিশাপে,

ভেতরে জমলো আগুনরঙা নীরব অসন্তোষ

প্রতিবাদের বুকফাটা জ্বালা, অনিবার্য মুক্তির অঙ্গীকার...

একুশে ফেব্রুয়ারি, চারিদিকে শত শত জ্বালামুখ,

রক্তের বিনিময়ে জ্বলে ওঠা অতন্দ্র দীপশিখা।

সেই তপ্ত আলো ছড়িয়ে দিল মুক্তির পথচিহ্ন

একাত্তরের রক্তপ্লাবিত মোহনায়,

কোটি বুকে জ্ব'লে উঠলো স্বাধীনতার সূর্য-মশাল...

সরল শব্দে দলিত আজও বাংলাদেশ

তবু হাজারো পাঁজরভাঙা যন্ত্রণা বুকে,

তিল তিল ক'রে নিজের মানচিত্র আঁকতে শিখেছে

নারীর পদচিহ্ন ছাপ কাটছে বিবিধ কর্মক্ষেত্রে,

তারুণ্যের চোখে জ্বলছে প্রযুক্তির তীব্র আলোকশিখা,

অথচ তেমনই অবাক অন্ধকার, কী অবাক...!

কেন কেউ জানে না, 'সে' বাঁধা প'ড়ে আছে

বৈষম্য, দুর্নীতি, ষড়যন্ত্রের অকাট্য শেকলে

বাংলাদেশ থেমে যায় না, রক্তেই যে ভাটা নেই,

ইতিহাস তুমি চিৎকার ক'রে ওঠো,

এই নদীমাতৃক ভূখণ্ড, কারো শাপ শাপান্ত করে না,

কেবল প্রতিবার অগ্নিপরীক্ষা পেরিয়ে, মশাল হাতে

প্রতি ফাল্গুনেই চতুর্গুণ হয়ে ওঠে বজ্রনিনাদী সৈনিকেরা...

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, বিদ্রোহী আগুন চোখে

আমি দেখি আবার, আমার সুবর্ণ শ্যামল মানচিত্র,

যেখানে সবুজ ধানক্ষেত, আকাশে রক্ততীক্ষ্ণ সূর্য

বুকের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, প্রস্তরিত দুহাতের আলিঙ্গনে,

সুঠাম সুদৃঢ় অশঙ্কিত সীমান্তে, প্রতিষ্ঠিত গৌরবে

আমাদের প্রিয় একটি বাংলাদেশ,

একই প্রজ্জ্বলিত আভায় সুস্থির নির্ভার দাঁড়িয়ে আছে...

অনিশ্চিহ্ন সন্ধ্যের ইতিবৃত্ত

তুমি একদিন এমনই ছিলে,

ব্যথা, অশনি আর আনন্দে মেশা,

আমার চোখের সুখস্পর্শে —

কত কত সকালে প্রথম তোমার স্মরণ…

দিনের বিবরে তোমার শান্ত চেহারা,

বাতাসে ওড়া তোমার চুলের ঝর্ণা,

গোলাপের পেলব পাপড়ি হাসি–

রিকশার পা-দানিতে দুজোড়া পা কাছাকছি

আমাদের কাছে আসা দারুণ কিছুক্ষণ,

সন্ধ্যায় হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা…

দু সাদা কাগজে শোয়া কলম,

লিখেছে কত কত দিন ভালোবাসি ভালোবাসি–

থেমে যাওয়া সময়ের পল্কা সুখ দোল,

অথচ দিনগুলো যেন শিশিরের মত শুকিয়ে গেল…

আজ এতকাল পরেও মনের মধ্যে

তোমার নামের মিহিন সুর,

তোমার কানে আমার নামের প্রতিধ্বনি–

আমরা যে কোথাও হারাইনি,

তুমি থেকে গিয়েছো এখনো ভোরের

নিরলস পাখিদের কাকলিতে…

ভাবনা প্রার্থনার নিরাকার অবয়বে

যে মুখখানি এখনও অস্পষ্ট স্বরে আমার নাম

মন্ত্রের মত জঁপে, সে কাছে নেই কাছে নেই–

যে কুসুম মখমলি মন আমার আলিঙ্গনে,

সে চ’ লে গেলেও হারায় না হারায় না···

তবু রাত্রির পথে অবশিষ্ট আলোর মুগ্ধমেলা,

নদীর কিনারে জ'মে থাকা নিশ্বাস,

তোমার হাসি যেন ভৈরব বাঁশির সুর,

বুকের ভিতর অলক্ষ্যে খুঁজে ফেরে বাসা...

দিনের শেষে সন্ধ্যা পাখির ডানায়,

লেগে আছে তোমার তিতলি ছোঁয়া,

সময়ের ধুলো মুছতে গিয়ে,

আবার ফিরে ফিরে আসে অমলিন মুখচ্ছবি,

যে মুখ আমার স্মৃতি দেউলের জ্বলজ্বলে প্রদীপ...

তোমার না থাকা মানে আসলে

আমার না ফুরানো অপেক্ষা,

প্রত্যেক গোধূলি যেন নতুন শুরু,

আর প্রত্যেক ভোর পুরনো প্রেমের প্রতিশ্রুতি...

হয়তো এভাবেই যুগ যুগান্তর পেরিয়ে,

তুমি আর আমি, অদৃশ্য এক মহাজাগতিক আবর্তে

থেকে যাবো কবিতার পৃষ্ঠায়,

কিছু শব্দ, আর কিছু আতরদুঃখী স্মৃতি হয়ে...

চমক জ্বরা বইছে গায়

[সাঁইজি লালন নন্দিনী বাউল জননী 'ফরিদা পারভীন' এর মহাপ্রয়াণে সাশ্রু উচ্চারণ]

উড়ে যাবি পাখি কখন না জানি

না শুনলাম কত হলো কানাকানি,

পারের কড়ি কিছু হলো না নেয়া

নগদ জীবনে রইল বহুত বকেয়া...

জন্ম থেকে মরণ নয়, মহাজীবনে

আদি থেকে অন্ত নয়, নিঃসীমে

দুঃখ থেকে হরষে নয়, মহানন্দে

প্রাণপাখি, তুই কোথা থেকে এসে এসে,

কোথায় উড়ে যাস হাওয়ায় ভেসে ভেসে?

স্বপ্ন থেকে উত্থান নয়, মহাজাগরণে

অন্ধকার থেকে আলো নয়, মহালোকে

অশ্রু থেকে হাসি নয়, বিনোদ বিহারে

প্রাণপাখি, তুই কেন এভাবে গান গেয়ে গেয়ে,

কোথায় কারে খুঁজিস ক্লান্ত ডানা মেলে মেলে?

মুহূর্ত থেকে যুগান্তর নয়, মহাকালে

বেদনা থেকে উচ্ছ্বাস নয়, মাহেন্দ্রক্ষণে

তৃষ্ণা থেকে জলপ্রপাত নয়, সরোবরে

প্রাণপাখি, তুই কেন ডেকে যাস থেমে থেমে,

কোথায় কিসের ধ্বনি শুনিস থেকে থেকে?

প্রেম থেকে বিরহ নয়, মহাপ্রণয়ে

রাত্রি থেকে দিবালোক নয়, চির প্রভাতে

মৃত্যু থেকে পুনর্জন্ম নয়, আদিগন্তে

প্রাণপাখি, তুই কেন কাঁদিস নিশ্বাস ফেলে ফেলে,

কোথায় মিশিস আকাশের নীল রঙ মেখে মেখে

মৃত্তিকা থেকে অসীমে নয়, গন্তব্যে

স্মৃতি থেকে বিভ্রান্তি নয়, বিস্মরণে

ধূলি থেকে তারকা নয়, অন্তরীক্ষে

প্রাণপাখি, তুই কেন মরিস তাঁরে খুঁজে খুঁজে,

কোথায় কীভাবে গড়িস নীড় মনে মনে?

শূন্য থেকে অঢেল নয়, মহাভান্ডে

মায়া থেকে ঘৃণা নয়, আশুমুক্তিতে

ক্ষুধা থেকে চিরতৃপ্তি নয়, চিরবসন্তে

প্রাণপাখি, তুই কেন হাসিস লুকিয়ে লুকিয়ে

কী খুঁজিস কাঙাল ফিরতি স্রোতে বয়ে বয়ে?

বিচ্ছেদ থেকে মোহনা নয়, মহামিলনে,

তরঙ্গ থেকে সাগর নয়, মহাসমুদ্রে

ফুলকি থেকে প্রদীপ নয়, নক্ষত্রে

প্রাণপাখি, তুই কেন বেড়াস ঘুরে ঘুরে

কী বলতে চাস বীণার তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে?

পথ ফুরাইলো অহরহ বিপথে গিয়ে

ফ্যাসাদ যত বেঈমান পাখিরে নিয়ে,

আমার আমি'রে আর হলো না চেনা

তারে এত দিলাম, রইলাম তবু দেনা...

জীয়ন সুরতহাল

প্রহর শেষের আনন্দময়ী

তুমি ভালো থেকো,

সন্ধ্যা তারার আলোয় তুমি

এ চোখে চোখ রেখো...

আকাশ পটে হোক অঙ্কিত

মুখের আদল তোমার,

তারায় তারায় হোক লিখিত

প্রিয় নাম অনিবার

যা কিছু সুখ ক্লেশ যন্ত্রণা

তোমায় আমি দিলাম,

ভেবো তার সম ভাগীদার

এই আমিও ছিলাম...

উজ্জ্বলতর মোহিনী ভোরের

স্বপ্ন দেখেছি রাতে,

যাপিত জীবন যতই কাটুক

ব্যথা আর সংঘাতে...

জীয়ন তোমার প্রদেয় পাওনা

আঁচল ভরে দিক,

আমি ছিলাম এমনই থাকবো

পৃথিবীর চারিদিক...

আমাকে ঘিরে থাকুক

তোমার আঁচল সারাক্ষণ,

পথের ধারের ঘাস গালিচা

নিরিবিলি মায়াবন...

এমন একটা মহাকাল থাক

রাগে আর অনুরাগে,

উদিত হোক প্রেয়সীর মুখ

দিঘল সূর্যের আগে...

এমনি ক'রেই বেঁচে থাক

প্রিয় অভিমানী সুখ,

জীয়নের দিনরাত্রি না হয়

দ্বন্দ্ব দ্বিধায় কাটুক...

ভুলিনি আমি তোমাকে প্রিয়

ভুলবো না কোনদিন,

তোমার প্রেমে বকেয়া থাকুক

আমার সকল ঋণ...

ইতি

তোমার শিশির

একদিন যখন অপরাজিতা আমার কাছে ছিল

তখন মনের কথা লিখতে গেলেই,

চিঠিতে বা চিরকুটে, পলকেই কবিতা হয়ে যেত ~

আজ আর কিছু লিখলেই কবিতা হয় না,

প্রয়োজনের পৃথিবীতে কবিতা কোনো কাজে লাগে না...

আমি ওর সাথে দেখা করতেই পারি

ইচ্ছা যদি করি, ইচ্ছে হতেই পারে,

আবার, ওর সাথে ইচ্ছা করলেই দেখা করতে পারিনা ~

আমি সেই ওর জন্য 'চারণ কবি' আর নেই...

না জানি ওর বর্তমান ঠিকানা,

না চিনি এমন কাউকে, যে ওকে চেনে

আজ আর আমার প্রাণ পোড়ানি হলেই

বুকটা খালি খালি হয়ে উঠলেই

তাঁকে কিছুতেই আর কিছু বলার

কোনরকম উপায় অবশিষ্ট নেই

সেই প্রচন্ড অস্থির হৃদয়ে ~

কলেজ জীবনের দিন গুলোর মত

পাখাল মন আজ আর নেই,

আর কতদিন, পঁচিশ বছর তো হলো!

আর কতদিন, একটা মানুষকে চোখের আড়ালে রেখে,

আর কতদিন এর বেশি মনে রাখা যায়?

তারপরেও প্রায় প্রায়ই

এতদিন পরেও ওকে হঠাৎ হঠাৎ

মন তোলপাড় ক'রে মনে পড়ে ~

সেই ওর প্রথম মৃত্যুর পরের দিনগুলোর মত...!

আর তো পারি না প্রভু -

এতোটুকু হৃদয়ে এত বেশি ব্যথার ভার

আর সওয়া খুব কষ্টকর হয়ে পড়ছে দিন দিন

দিনে দিনে সে ভার আরো বেশি ভারী হয়ে উঠছে!

শোনো, আমাকে তুমি আশীর্বাদ করো না

তোমাকে ভুলে যাওয়ার জন্য,

এ যাবৎকাল তোমার এই ধরনের আশীর্বাদ

আমার জন্য শুধু অভিশাপেই পরিণত হয়েছে

তুমি যতবার বলেছো - তোমাকে ভুলে যেতে,

ততবার তোমাকে খুব বেশি ক'রে মনে পড়েছে...

সব কথা, সব চোখ চাওয়া, সব অভিমান

সব চিঠি আর কবিতার অধির পঙক্তি

আমার প্রাণে নতুনতর হয়ে,

হাজার মন্দিরা হয়ে বেজে উঠেছে...

জানিনা অপরাজিতাকে আর কতদিন

অনিবার্যভাবে মনে ক'রে চলতে হবে

সত্যিই জানি না... তুমি কি জানো?

হয়তো একদিন আর এইসব ~

তোমার জন্য এই রাত জাগা

খাতা ভ'রে কবিতা লেখা,

হাজার হাজার আঁচড় কেটে ছবি আঁকা

বুকের বাতাস দিয়ে হু হু ক'রে বাঁশি বাজানো

চোখের জলে ভেসে গান গাওয়া

রাস্তায় জলপাই রঙের গাড়িতে

তোমাকে অস্থির চোখে খুঁজতে থাকা

এসব আর কিছুই করা হয়ে উঠবে না...

আফসোস, যখন আমি একদিন

ওকে দেখতে চাইবো নিজের থেকে

তখন জানি ও খুব খুশি হবে,

এত বেশি খুশি আর কিছুতে হতে চায় না,

অথচ সেই মানুষটাই চেয়েছে

তাকে কোনোদিনই আমার কণ্ঠ না শোনাই

আমি যেন কোনোদিন ওর সামনে গিয়ে না দাঁড়াই...!

ওর প্রতিটি আচরণ, প্রায় সব কথাই

আমার এত পরিচিত আর এত অপরিচিত

আমি সন্দিহান হই দ্বিধাবিভক্ত হই

স্ববিরোধী হয়ে পড়ি খুব -

আমার মাঝের অবচেতনা অপার্থিবতা অস্বাভাবিকতা

এসব দোষ গুণগুলো -

অপরাজিতার দেয়া অমূল্য সব উপহার

আমি জানি না কিভাবে

প্রদত্ত উপহারগুলো ফিরিয়ে দিতে হয়,

কী হয়েছিল আমার প্রেমের?

জানবো না, শিখবো না কোনদিনও ~

আমায় কি অপরাজিতা ভুলে গিয়েছে

পঁচিশ বছর আগের দিনগুলোর মতন?

অনেক কিছুই জানে না,

ও বোঝেও না হয়তো, বুঝবেই বা কী ক'রে

'সে' তো আর আমি না,

আমরা দুজন আলাদা দুটো মানুষ

আলাদা দুটো পৃথিবী,

আর এখন আলাদা দুটো সংসারে...

তবুও জেনো, এই অন্তহীন দূরত্বে থেকেও

ভালোবাসা হারিয়ে যায়নি কোথাও,

কেন জানি না, ভালোবাসারা হারায় না ~

জমতে থাকে খনিজ সোনার মত,

রয়ে যায় নক্ষত্রের আলোয়, বৃষ্টির ফোঁটায়,

হৃদয়ের নিঃশব্দ কান্নায়,

এক আকাশের নিচে, একই পৃথিবীতে...

সূর্যাস্তের পদাবলী

নিভৃত নিশ্বাসে জমে আছে দীর্ঘ কুয়াশা

কোনো অদৃশ্য ব্যথার মায়ায় ভিজে থাকে মনাঞ্চল

বুকের গভীর অন্তরালে জমাট নক্ষত্রেরা ~

অপূর্ব অন্ধকারের গোপন সংগীতে জ্বলে ওঠে,

অমানিশায় যেন এক কৃষ্ণ-ঝাঁলর

নৈর্ব্যক্তিক ছায়া হয়ে,

আমার যন্ত্রণারা সারারাত নৃত্য করে...

কখনো চন্দ্রমনির রুপোলি প্রলেপে

প্রতিবিম্বিত হয়েছে আমার বিবর্ণ বেদনারা,

কি বিষের ব্যাধি হয়েছিল এই অনামিকা জীবনের...!

এই চিত্রকল্পনায় যেন

কত কত দিনের নীলাভ অভিমান জমে রয়েছে...

কি জানি কেন এই শীতল হাওয়ার সাথে

উষ্ণ অশ্রুর দরবার বসেছে...

জানিনে, জানা নেই...

দেখো শুভক্ষণ কিছু এসে আবেশে বাঁধে মন

করি জীবন স্রোতে ভেসে শত মুগ্ধ আয়োজন,

তার রূপ সুধা পাই প্রাণে সুগন্ধা মাধুরী লগ্ন

রহি আজিও তার ঘ্রাণে একই প্রকারে মগ্ন...

জানিনে কেন কোনো খবর আসেনি তাঁর

যেন তাই দিনে দিনে মনে বেড়েছে অন্ধকার,

শীতে সে প্রতিবারই তবুও একই রকম

জড়িয়ে ধ'রে মহামায়ায় আত্মায় দেয় ওম...

তোমায় কি খুঁজে পাবো রইল তেমনি উষ্ণ অশ্রুজল !

এসো প্রিয় 'স্মৃতি ভৈরব' তেমনি পরাণ বিরহে টলমল

এই সমস্ত শব্দের ঘ্রাণে যেন

মিহিন ধুলো হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়···!

মাঝে মাঝে এ'ও খুব জানতে ইচ্ছে হয়েছে,

কোথায় আমার কাব্যসাথী

যাকে খুব প্রাণে প্রাণে চেয়েছি

যাকে অন্তরাত্মায় আরাধনা ক'রে

দেউলিয়া হ'তে ইচ্ছে হয়েছিল...!

হয়তো কোনো এক অবসরে

অবাক বিস্ময়ে ভেবে নিতে হবে,

কেমন সেই দূর্লভ কাব্য-সমীকরণ

যার উন্মাতাল নেশায়,

কাব্য থেকে কেবলই কাব্যের

অনির্বচনীয় অনুরণন হতে থাকে, হতে থাকে...

সেই নীহারিকার মতো গহিন চোখের মেঘারণ্যে

কত প্রবল সুন্দরতম সেই দৃষ্টির বাইরের প্রণয়রেণু...!

কুর্নিশ প্রিয় জীবন... কুর্নিশ...

খুব খুব মন খারাপ ক'রে সত্যিই একদিন

চূর্ণী নদীর তীরে আমি ব'সে থাকতে থাকতে

যেন আমার সামান্য বেলাটুকু'ও ধীরে

ফুরিয়ে আসে, এভাবেই ফুরিয়ে আসে···

অশনি আঘাতে ছিন্ন হয়েছে হৃদয়বীনা'র তার

প্রিয় নামের প্রতিধ্বনি কেবল বাড়িয়েছে হাহাকার,

ফিরে আসেনি প্রিয়তম আর প্রবল আক্ষেপেও

আমার দুঃখ কিছুতে ছুঁতে পারেনি কেউ...

না চাইতে কেউ যদি খোলে মন দুয়ার

করে এতটুকুও প্রীতি কামনা,

আমিও ভালোবাসবো চিরতরে

কভুও তারে ছেড়ে যাবো না,

সে যদিও কভু আনে আলোর বিপ্রতীপে

এক জীবনে অনন্ত অন্ধকার

আমার কোনো আক্ষেপ নেই আর…

আমি’ও কখনো চূর্ণী নদী দেখিনি

তবে মনে হয় যদি সত্যিই কোনোদিন

এমন মন খারাপ হয়

তবে সেই যন্ত্রণানাশিনী

অলৌকিক স্বর্গাদপী চূর্ণী নদীর তীরে

পৌছে যাবো কোনো না কোনো ভাবে…

সে এইখানে, এইখানে এসে

সে এসে এসে দারুন পেলব আঘাত করে গেল

আর ব’লে ব’লে গেল,

প্রিয়তম আমি ভালোবাসি ভালোবাসি…

এই একটু চোখের সামনেই যেন… … …

আজ তাঁর অভিশাপের খেলা শেষের ক্ষণে…

আমার কয়েক মুহূর্তের অশ্রু থেকে যাক এইখানে

অজানা জনের সাজে যেন কিছুতে

চরণের ধ্বনি চেনা মানুষকে একটুও মানায় না…

মানায় না কিছুতেই, মানায় না …

দেখেছো দর্শক সবাই আমাকে কেমন

আঁধারের নির্বাসন দিয়ে রোদপাখি হয়ে যায়…

এজন্যেই তোমাকে বলেছিলাম,

আমি কেন 'তাঁর' প্রেম ইথারে ইথারে খুঁজে বেড়াই…!

কোমল পাখায় ভাসছে হৃদয় করুণ প্রজাপতি

অমৃত বিহারে ভূবন ব্যাপিয়া প্রাপ্তি শুধু ক্ষতি…

যেভাবে আমরা বেঁচে আছি তাকেই জীবন বলি

দেয়ার চেয়ে’ ও নিয়েছে বেশি জীবনের চোরাগলি

কিছু কিছু অত্যন্ত সাধারণ

অথচ বিমূর্ত চিত্রশিল্প যেমন

সহস্র কৌণিক মনোল্যগ

অথবা মুহূর্তের জার্নাল তৈরি করে,

তেমনি কারো কারো কাব্যকথনে

অপ্রতিম অসামান্য মানসকল্পচিত্র তৈরি হতে থাকে

আর এটা হয় নিরবচ্ছিন্নভাবে,

অনৈচ্ছিক মন্দ্রমেঘের প্রতিশিল্পে…

এমন জমাট বেদনার মেঘ কি

কখনও চুমকি-বৃষ্টি হয়ে,

এই আমার চতুর্দিক ঝিলমিল ক’ রে তুলবে?

কি এক শুভ্র আশায়, এক চোখ আকাশ নিয়ে

কৃষ্ণকুমারীর আঁচল ছূঁয়ে আমার জীবনদীর্ঘ বসবাস…!

কে কোথাও যেন অলক্ষ্যে

আমার হাতে রচনা ক’ রে চলেছে,

আমারই মনোস্তাপের ছন্দিত পদাবলী…

শিউলি’ র সুরভি আমি কখনও দেখিনি,

কিন্তু হৃদয়ে মেখেছি,

চোখেও যে তার প্রলেপ রয়েছে…

সত্যিই… আর ক’ টা দিবারাত্রি,

কয়েক'টা আরও সুবাসিত বিকেল

তারপরে যেন আমার,

আবার সন্ধ্যের সূর্যকুসুম দেখা শুরু হয়…

যা কিছু দুঃখ, যা কিছু স্মৃতির রঙিন দহন

সব মিলেমিশে রূপ নেয় নির্জন গোধূলির রঙে,

আমি শুধু কুর্নিশ করি এই ব্যথার অনন্ত রশ্মিরে

অতএব এই যন্ত্রণার অরুণ আলোয়,

আমি নিজেকে সঁপে দিই অশেষ কবিতার কাছে...

যেখানে অভিশাপও পরিণত হয়েছে প্রার্থনায়,

যেখানে প্রেম পরিচিত 'পরম আশ্রয়' শিরোনামে

নিঝুম শব্দিতার রাত্রি

[কিছু নিশিথ এমনি এমনি কাটে না; জানি এসব প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই, না থাকুক... এভাবেই কিছু কথা না হয় অনর্থক বলা হোক, তাতেই ঘুচুক না হয় কিছু শোক]

সমুদ্রও কি তবে মানুষের মতো স্বপ্ন দেখে

রাতের কালোয় সমুদ্র কি সত্যিই ঘুমোয়?

যখন শ্রান্ত ঢেউয়ের গহ্বর অন্ধকারে ঢাকে,

কখনও তার সৈকতের স্মৃতি সে কি ভুলে যায়?

দূরের কোনো জাহাজের এক রত্তি আলোয়

তাকে কখনও কি হঠাৎ দেয় না চমকে ?

বনবীথির ঘাসেরাও কি নিস্তব্ধ হয়ে যায়

হরিণেরা যখন মধুর তন্দ্রায় চোখ জুড়োয়!

বনভূমি কি কখনও রাতের গান শোনে?

পাতার ওপর জমে থাকা মেঘের বাতাস

অতীতের মতোই কি তখনও অশ্রু ঝরায়,

গোপনে পাখিদের স্বপ্নেও বাজে কি বাঁশি?

পাহাড় কি অবশেষে চোখ মুদে থাকে

তার কপালের ওপর নক্ষত্রের ভারে?

পাহাড়ি সেগুন গাছেরা কি ঘুমোয় অঘোরে,

গহিন গুহায় কি তখনও প্রতিধ্বনি কোনো

অস্থির হৃদস্পন্দন হয়ে জেগে ওঠে?

পাহাড় কি নিশ্বাস ফেলে আকাশের কানে?

নারকেল গাছেরা কি ঘোমটা টেনে পড়ে ঘুমিয়ে

তারার তরঙ্গেরা চিকন ঢেউ খেলে কি তখনও?

কোনো এক শাশ্বতী উল্কা ছুঁয়ে গেলে পৃথিবীকে

কিছু রুপালী বাতাস কি তার পাতায় যায় না বয়ে,

আলতো আলো কি ছুঁয়ে যায় অদেখা কোনো স্বপ্ন?

চাঁদের কাছে জ্যোৎস্নার মূল্য বা আর কতটুকু!

ঝিলপুকুরের জলে কি সত্যিই নীরবতা নামে

সে কি হয় না অধির কাঠালচাঁপার গন্ধে?

শুধুই অলসতা ভাঙে তার আদুরী ঢেউয়ে

নাকি কোনো তরুণীর লতানো চুল মনে পড়ে

অপেক্ষা করে যায় তাঁর শেষ অশ্রুবিন্দু হয়ে?

নদী কি রাতের নিকষ অন্ধকারে শুয়ে থাকে

ঝিরিঝিরি নরম ঘুমের মত শিষ্ট শান্তটি হয়ে?

কেউ কি কারো অপেক্ষায় ছিল তার বাঁকে,

নাকি তার বুকে দূরের কোনো ঢেউ ভেসে আসে

ব্যথামগ্ন কোনো মনের অলক্তসুর গানটি হয়ে?

মুক্ত প্রাণের সংগীতে

[অসমীয় সংগীতপ্রাণ 'জীবন বরঠাকুর' (জুবিন গার্গ) এর অবিস্মরণীয় প্রয়াণে বিশেষ উচ্চারণ]

শত কোটি কণ্ঠের একক মুখপাত্র

স্থলপদ্ম, নশ্বর এই দুনিয়ার খেলাঘরে,

মেঘের দেশ হতে এসেছিলে মেঘালয়ে~

গানের সুরে ভাসিয়ে নভ পাতাল মর্ত্য

ফিরে গেলে ফের অনিবার্য সরোবরে...

সুরের দেউলে উজ্জ্বল প্রেম প্রদীপ
দুঃখ সরব ব্যথিত মোহিনী গানে,
গানের কবি, হঠাৎ সুদূরে বিলীন~
কণ্ঠে নিঝর স্রোত অবিরত বহমান
কিছু মৃত্যু তবে এভাবেও হার মানে!

চোখে ভোরের আলোর মতো দীপ্তি
জেগেছিল সংগীতে পর্‌বত প্রেমসুধা,
কাঞ্চনজঙ্ঘা, স্থির চোখে অমলিন~
প্রণয় প্রতিধ্বনি ছড়ানো চারপাশে
অটল অক্ষয় সে সুরে মাতে বসুধা...

মঞ্চের আলো সে ছড়ালো সংসারে
সবার হৃদয়ে বিনয়মুগ্ধ আপনজন,
বাতাসের ঢেউয়ে তাঁর সুরের নূপুর~
বেজেছে আজ বাজবে আগামীকাল
সুন্দরপ্রাণ, গীতিময় অনন্যসাধারণ...

সুরে ছিল তাঁর প্রভাতের মতো মায়া
দুঃখিত বুকে তাঁর হাসিমুখ অবিচল,
সুরময় গীতল কণ্ঠ বেয়ে আসে স্বর্গ~
সূর্যকণ্ঠ, মানব মনে দিয়েছ ছন্দসুর
শতকোটি চোখে কেন ঝরে অশ্রুজল!

শেখালে অভয় প্রেমের সহজ ভাষা

মমতায় পরিপূর্ণ ভুবন মোহন সুরে,

প্রেমরঙ রসে কবিতা হয়েছে রচিত~

মনে মনে বেজেছে নবীন পূর্বরাগ

প্রেমসুন্দর, জেগে থাকো মনমুকুরে...

চোখে চোখে আজ ভেসেছে অশ্রুমেঘ

বিদায় জানাই ওগো, সুরের রাজকুমার,

স্মরণে থাকো অনন্ত সংগীত আকাশে~

ভালোবেসে পেয়েছো অমর ভালোবাসা

মুক্তি মিলেছে শেষে সরায়ে অন্ধকার...

'জীবন' নামে শোনাতে মহাজীবনের বার্তা

নেয়ার চেয়ে বেশি দিয়ে সাঙ্গ করেছো যাত্রা,

অমৃত সুরের টানে, এসো ফিরে বারে বারে

প্রেম বেঁচে থাক প্রাণে শত জন্মের অভিসারে...

একটি শিশিরের শব্দিতা প্রযোজনা © ২০২৫

স্বপ্নবতী শরতের গান

[শরতেই কেন এমন সুদূরপ্রিয়ার কথা মনে পড়তে থাকে? কী আছে এই ঋতুর কাব্যপ্রসবী বাতাসে? এই শরতে চিরআরাধ্যের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক বিশেষ উচ্চারণ]

আপনাকে শিউলি কবি না ব'লে

শিউলি কবিতা ব'লে ডাকতে ইচ্ছে করেছে

শূন্যে ভাসে সেই নাম, চোখে ভোরের সাদা বাষ্পে!

আপনি হারালে কি আবারও মনটা খারাপ হবে?

জানিনা, জানি শুধু হারিয়ে ফেলাই আমার কাজ হয়েছে।

কিভাবে আপনি বড় পুজোয়

এখানে ওখানে গিয়েছেন, কেমন সাজলেন!

আপনার পায়ের আলতা বর্ণ,

চোখে দিলেন কেমন কতটা কাজল?

আপনার হাতে বনগাঁদা ফুলের বালা~

কীভাবে মহামায়া'কে দেখলেন,

আমি কিন্তু তার সবই দেখেছি,

খুব ভালো লেগেছে এই সব দারুণ ক্ষণগুলো

চিত্রকল্পনায় দেখতে, জানেন শিউলি কবিতা?

আপনার উপরে আমার

খুব রাগ করতে ইচ্ছে হয়েছে...!

কেন যে এমন দূরে দূরে চলে যান, জানিনে...

যখনই খুব কিছু জানাতে ইচ্ছে হয়েছে,

আপনাকে আমি আর পেয়ে উঠিনে...

যদি সত্যিই একটু রাগ ক'রতে পারতাম,

বেশ হতো তবে...

যখন একটু দুটো লাইন কোনোভাবে লিখেছি

খুব জানাতে ইচ্ছে করেছে, কেমন হলো?

পাইনি আপনাকে, আর কিছুতেই পাওয়া যায় না!

এ কারণে মনের মধ্যে যেন কেমন,

এক ধরণের সুবর্ণরেণু উপলব্ধ হয়েছে...

আমি যশোরে আসার পর থেকে

আর কোনো কবিতা লিখিনি,

এমন আমার মাঝে মাঝেই হয়েছে...

আমি যে আসলেই কাব্য ক'রতে পারি,

এ কথা ভুলে যেতে পারা পর্যন্ত

আমার আর কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয় না...

আমাকে কেউ ভালোবাসেনি,

আমাকে সবাই পেয়েছে ~

বরং আমিই কাউকে হয়তো পেতে চাইনি...

একেবারে নিস্তব্ধ রাতের

গহীন প্রচ্ছায়ার মতই আমাকে

আবিষ্কার ক'রে ফেলি প্রায়শই...

আপনাদের উঠোন যদি আমি হতে পারতাম...!

স্বপ্নবতী কবিতা কথাটা শুনে খুব ভালো লাগলো,

একেবারে প্রাণে মনে দেহে ছেয়ে গেলো সবটাই...

আমার সমস্ত কথা জানতে,

আমাকে প্রশ্রয় দিতে আপনার খুবই ভালো লাগে জেনে

আবারও অনেকদিন পরে চমকে উঠেছি...

আমার কি আর সেই অবসর হবে, জানিনে ভাই...!

হারিয়ে যেতে চাইনে তবুও মনে হয়

আরও অজস্র সময় আগে কেন,

আপনার সাথে আমার দেখা হলো না...!

শেষ গন্তব্যের আর হয়তো বেশি দূর বাকি নেই,

তবে মাঝে মাঝেই এই পৃথিবীর

মায়ামুগ্ধ রজনীগন্ধা আমার পথ,

অহেতুক রোধ ক'রে দেয়...

কেন যে এত মায়ার জন্ম হয়েছে

এই ক্ষুদ্র মনে, খুব খুব যন্ত্রণা দেয়~

এই অপূর্ব অনিরাময়যোগ্য বিষের ব্যথায়,

তার পরে'ও ভালোবেসেছি...

আপনাকে সুনিশ্চিতভাবে

কয়েকটা নিস্তব্ধ রাতের কবিতা লিখে দেবো...

যে রাতগুলো কখনও এই পৃথিবীতে এসে এসে

আমাদের কথা বাতাসের শিসে,

কোনো অধীরচিত্ত প্রেমীবৃন্দকে শোনাবে

ভাবাবে যে এভাবে এত দূরে থেকেও

তবে মন তোলপাড় ভালোবাসা যায়...!

প্রাত্যহিক প্রতিশিল্প

এইখানে এইবার তারে ক'ষে ধরো,

“চুক্তি-মেয়াদ শেষ হলে দাবি ছেড়ে দিতে হবে

কেবল আমি’ র কারণে এত উল্লাস ক’ রো না,

নিশির তারা সুস্থির থাকে দিবালোকের বাস্তবে,

খাল কেটে কুমির আনে, উভমৌখিক তাড়না...!”

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে উন্মুল উদ্বাস্তুর

জীবনের সাথে সুরম্য সংসার,

কত যুগ আগে পৃথিবীর সামান্য বাতাসে,

বিধুর বেদনার ঋতু কৃদন্ত প্রতিবেশ গড়েছিল ?

কোনো রকমে সবকিছু পাবার আশ্বাসে,

নাভিঃশ্বাস হৃদয় ধীরে ধীরে অস্থির হয়ে উঠেছিল ?

যখন ইমারত নির্মাণবিদ্যা শিল্পকলায় পর্যবসিত,

অর্থশক্তি পূজারী, সন্তানের সাথে রক্ত প্রসব করে,

"আরও উষ্ণতর হয়না কেন পেয়ালার শেষ চুমুক !"

আবাহন ও বিসর্জনের এক সুতো সিদ্ধান্তে,

আকণ্ঠ প্রতিনিয়ত সুরাপান ও আত্মহনন

একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ জেনেও

মহাকবির কণ্ঠনালি গুরুচন্ডালী ছুরিকাঘাত এড়াতে চায় ...

নিজের চিরাচরিত সত্তা থেকে অনেক দূরে

রজনীগন্ধা ব্যথায় সে ভাসমান….

অজানা এক অন্য রূপে

অন্য কোনো লোক-লোকান্তরে,

"আমার পথের উপর এসে পড়েছে

নীলাভ ধুসর ছায়া, থেকে থেকে

তবু কোকিলের শিসে মনে পড়েছে

বহুদিনের পুরোনো অথচ জ্বলজ্বলে হীরে বিকেলে…"

হাতের উপর নিঃসঙ্গ হাত

আর দারুন চোখের মরীচিকা মায়া

মিশে আছে বাতাসে রজনীগন্ধার শেষ সুরভি

বিদায়ী বিকেলের শেষ নিঃশ্বাসে…

সে এই আছে, আতশ বিজলিতে এই নেই

তাঁর অনুক্ষণ প্রাত্যহিক জীবনের পলক্ষয়,

সর্বজয়ীর স্রাবিত নিষিদ্ধ প্রলয়োল্লাস

জলোত্থিত কোমল প্রাণের নিতম্বঢেউ নৃত্যে,

কিন্তু যেদিকে চোখ তোলে, হা-মুখ হয়ে যায়

"আকাশ'কে বলেছিলাম

একটু কম কাছে আসতে,

যেন ওকে ভালো ক'রে দেখতে পারি

অথচ কি এক অর্বাচীন লোভে,

আমিই ওর অলিন্দে বসবাস ক'রতে শুরু করেছি..."

দুর্নিবার্য দেহঘাতী মেডুসার কাল চাহুনিতে,

নির্বাণকালের মরণোন্মুখ মোমের দুঃখিত রৌশনাই,

দুলে দুলে অন্তিমে শুধু শেষ হতে থাকে,

কারিগরী স্বপ্নবাজ আদমের পাথর-প্রতিম অবয়ব…

ফিনিক্সদেহী আত্মঘাতীর অসীম পৌনঃপুনিক

আরও আরও পঙ্গপাল ফিনিক্স,

তার মৃদঙ্গকান্তি' রে সৌম্য গম্ভীর পাষাণ দেবতার অভিশাপে,

পূর্ব থেকে পশ্চিমে সভ্যে ও অসভ্যে পৃথক করে দেয়;

জান্তে কিংবা অজান্তে জয় পরাজয়ের আশা ছেড়ে,

শুধু সে আত্মযুদ্ধে উদ্ভিন্ন উদ্দাম স্বক্রিয়,

মহাসমুদ্রের অন্ধকার তলদেশে ঠাই শুয়ে সে ভাবে,

"প্রস্তরদেবতার, প্রেমের অবারিত প্রান্তরে জাগে,

বাসন্তী শাড়ির সহস্রতম কুঁচি,

ক্ষীর চুমুতে সিঁথির একাকীত্ব গেলে ঘুচে,

নিরর্থক আত্ম-প্রতিকৃতির অনাকাঙ্ক্ষিত দাগ মুছি…”

বরষা মোহন ব্যঞ্জনে

পাতে খিচুড়ি, সাথে ইলিশ,

আর বাইরে বৃষ্টিমাধুরী সিঞ্চন

বাঙালির নির্ভার নিরুপম এই তো জীবন!

বর্ষা নেমেছে, মাটিতে নূপুরের জলছন্দ

জলের লেখনীতে আকাশ লিখেছে প্রেমকাব্য

জানালার গ্রিলে মুক্তো মুক্তো জলবিন্দু

বৃষ্টিফোটা গায়ে বসে আছে দম্পতি চড়ুই,

পাতে ভেসে আছে দারুণ সুগন্ধি ধোঁয়া

সোনালি চালে ডালে আলু মাখা খিচুড়ি,

সাথে লাল কালো সর্ষে ভাজা মরিচ মনোহর

পাতে এ কী অতুলনীয় খিচুড়ির আয়োজন,

স্মৃতির রন্ধনশালায় কত ছন্দিত শব্দ কল্লোল
মায়ের হাতে ব্যঞ্জনের কত কত অনুপম ঘ্রাণ !
বৃষ্টির সঙ্গে সমানে ভাগ করে নেওয়া সহস্র দুপুর,
অথবা নির্জন চোখে ভেসে ওঠা এক মুঠো আনন্দ।

বেগুন ভাজির সবুজ পাড়ের হলুদ সুবর্ণ দিনে,
কোনো একজন কিশোরমনস্ক কেউ
খিচুড়ি সামনে বসে থাকে নির্লিপ্ত ক্ষুৎপিপাসিত,
স্বাদে আর গন্ধে বেগুন ভাজি খিচুড়ি বলে দেয়,
"ভাবছো কেন, পৌড়ত্বের দিন ভুলে যাও
বৃষ্টির দিন মানেই আমি ছিলাম, আমি থাকবো"

তারপর আসে সুগন্ধী ভাজা ইলিশ কুমারী,
বৃষ্টির জলে নেচে ওঠা নদীর বুক ঘুরে ঘুরে,
আজকের এই দারুণ বরষামোহিনী ক্ষণে
ভাজা অথবা পাতুরির সাজ সজ্জায়,
বাঙালির নিরন্তর রসনাচুম্বিত আয়োজনে

পিয়াজ আর কাঁচা মরিচে অমলেট
সে তো আত্মার সহজ আকাঙ্ক্ষিত রূপধারা
তরুণ জীবনের মতোই বর্ণিল আনন্দে,
কখনো হয়ত ঘিয়ে মেখে ওঠে পুরোটা
করলার তিক্ততায় কেউ খোঁজে জীবনের নির্যাস,
খিচুড়ির সাথে তার সামান্য প্রেম মিশ্রণ,

আর পটল-আলুর চচ্চড়ি ! সে তো নিত্য সহচর,

এ তো একটু বাড়ির ঘ্রাণ,

এখানেই তো একটু সংসারের ঘরোয়া উপাখ্যান

চাটনি, আচার, স্বাদবাহারী - টক, ঝাল, মিষ্টি,

যেন আবেগী জিহ্বায় বিবিধ ব্যঞ্জনী স্বরলিপি;

কখনো অকারণে আনন্দিত হাসির হিল্লোল,

কখনো জলজ মেঘশব্দে একটু সর্ষে কাসুন্দী

অপূর্ব মোচার ঘন্ট আসে কখনো গোপনে,

বৃদ্ধ মাতামহীর মুখে পুরনো সুস্বাদু গল্প হয়ে,

শহর আর গ্রাম, সবখানেই খিচুড়ির জয়গান

গ্রামে মেটে হাঁড়িতে সে একটু বেশি সুরেলা সরস,

জলের সোদা গন্ধ, মাটির উনুন আর কাঠের আগুনে

সে যেন বর্ষার নিজস্ব কবিতার ব্যঞ্জন রেঁধে ফেলে

বৃষ্টি নামে ছাদে, পাতে, গানের অনুরাগে,

খিচুড়ি হয়ে ওঠে রসনার প্রার্থিত পরিতৃপ্তি

সাথে একেকটি ব্যঞ্জন যেন বর্ণিল রঙ,

আর খিচুড়ি সেই সাজোয়া ক্যানভাস

যেখানে বর্ষার চিত্রকলা আঁকা হয় রোজ।

বরষার খিচুড়ি মানেই যেন সাহিত্য

হাতের কাছে অনাবিল একতারা আর করতাল

একটু জসিমউদ্দিন, একটু লালন,

একটু হুমায়ূন আর অসামান্য বর্ষা বিলাস,

একটু তোমার আমার যৌথ ব্যঞ্জনগ্রন্থের দুপুর,

যেখানে চাল মসুরি মুগের সংলাপে লেখা থাকে

কত অপ্রকাশ্য প্রেম, কত গৃহি সন্নাসের রূপকথা

খিচুড়ি মানেই আমাদের বাঙালিয়ানা বোধ

চোখে মুখে অলস দিনের নির্মল মৃদু হাসি,

এই মনভেজানো অসুর্যস্পর্শা দিনে,

বৃষ্টির শব্দে ছন্দিত হয়ে ওঠে রন্ধনকাব্য গীতিকা

বর্ষা মানেই খিচুড়ি, খিচুড়ি মানেই কিছু না কিছু স্মৃতি,

স্মৃতি মানেই জীবনের অলিগলি

আর জীবনের অর্থই নিরর্থক বিষণ্ন দিনে

এক পাতে তুমি আর অন্য পাতে আমি,

সবার উপরে খিচুড়ির সুগন্ধ-স্নাত প্রেম

এমন বরষা আসুক বার বার,

আমাদের দেহে ছুঁয়ে স্নিগ্ধ জলের অসীম রূপশৈলী

নক্ষত্র আলোর প্রেম

কেন তুমি আর

প্রতিদিন আসো না

ভেবেছ কি তুমি

হয়ে গেছ অচেনা?

পথ চেয়ে চেয়ে

দেখো আমার কি হাল

দৃষ্টিসীমা রুদ্ধ করেছে

জনারণ্য দেয়াল...

প্রেম আজ এক

পলাতক শহরের জল্পনা

তুমি নেই তবু

মিনতির আক্ষেপ মেটে না

অসহ জীবনে

'যায় দিন ভালো'র বিস্মরণ

তোমার সাথে হতে থাকে

অবিরত অবাক সহমরণ...

বিরাট বিস্ময়ে জাগি

কেবল তোমার অপেক্ষায়

একের পর এক

ঋতু পালটানো দিনে,

হয়ত মনের ভুলে

দুঃখ এনেছি কিনে

নিঃসীম আঁধারে

ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে যায়

বাতাসের ঢেউয়ে

রজনীগন্ধা ভেসে আসে

দেহমন অস্থির হয়

অজানা অলীক সর্বনাশে...

কখনো কখনো

আশপাশ কালো ক'রে

মদির মেঘের

রূপোলি বৃষ্টি ঝরে

তখনই প্রিয়

তোমাকে প্রাণে পাই

ফিরে ফিরে আসি

স্মরণ পারের জানালায়...

তোমাকে ডাকি

ডেকে যাই সারাক্ষণ

রাত্রি আঁধারে

সহসাই বোকা মন

বোঝে না তার

ফেরার আশা নেই

মিনতি তবু বাঁচে,

প্রবল আক্ষেপেই...

মাঝে মাঝেই

হঠাৎ মনের দরজায়

তোমার আঙ্গুলের

করাঘাত শোনা যায়

মনের আগেই

চোখ চলে যায় প্রিয়

দেখতে তোমার

চাহনি অতুলনীয়...

"আমায় তুমি কেন

শুধু শুধু ডাকো?

তুমি তো আমার

হৃদয় জুড়েই থাকো...!

এ পৃথিবীর

সীমানা ছাড়িয়ে আবার

মিলন হবেই

দেখবে তোমার আমার..."

মহুয়া প্রণয় মাধুরী

তোমাদের মিলনে জেগেছে অরণ্য

অম্বরতলে মিশেছে ভ্রমর পদ্মফুলে,

বিষণ্ণ আঁচলের বাতাসে দিঘল রৌদ্ররশ্মি

উৎসবধ্বনিতে বিগলিত সৃষ্টির যত গানে

যেন অন্তরীক্ষ-মাটি-জল-অগ্নি

সব মিলেমিশে প্রণয় আনন্দে সিক্ত,

তোমাদের প্রেমের রস মদিরায়

এই জগতে হৃদয়ে হৃদয়ে অমর কথাকাব্য।

বিরহী বনতল বিহারিনী রাধিকা আমার

প্রতি যুগে নৈকট্যে ফিরে এসে এসে,

তোমারে আলিঙ্গনে উতলা ক'রে যাবো বারে বার...

ত্রিভঙ্গে কৃষ্ণকুমার,

জন্মান্তরে কেবল যেচেছে তোমার প্রণয়

যে প্রেমরেণু তুমি ছড়িয়ে গিয়েছো অরণ্যে,

কেউ কীভাবে কুড়িয়ে নিয়েছে অন্তর ভ'রে,

দেখেছো কী তাঁর রূপ আদল, কেমন আকার...!

প্রণয়স্নিগ্ধা, তুমি শ্যামকিশোর প্রাণে

যে কিরণসুধা ঢেলেছো অনুক্ষণে

কোনো এক বিস্মৃত জনমে হৃদিপদ্মে তোমার,

তোমার নয়ন-সরসিতে

সেই প্রেম যেচেছিলে..!

যে সত্যপ্রেম আমরা সকৃতজ্ঞ করেছি বিনিময়,

যেন আমাদের সেই নৈবদ্য উপহার

শুধু আমাদেরকে লক্ষ্য ক'রে নয়,

এ যেন জগত অধীশ্বরের দানের প্রতিদানে

অবিনিময়যোগ্য উপঢৌকন সদৃশ,

যিনি পরম প্রেমময়..."

প্রাণে লহ প্রেমাঞ্জলি

তুমি কিছু বোঝো?

তুমি কিচ্ছু বোঝো না

বুকের ভেতর বাজো, পাজর-ভাঙা বাজনা...

আসো শুধু স্বপনে,

আসো চির আপন হয়ে,

শুধু ক্ষণিকের তরে, কত কথা যাও ক'য়ে...

রোদপাখি এসো চোখে

আলোকিত ক'রে দাও প্রাণ,

আমি কিছুই দেখিনা, আমারে দৃষ্টি করো দান...

সমগ্র জীবনে প্রিয়,

তুমি সমস্ত অন্তর আত্মায়,

সমস্ত ক্ষতির লাভ তুমি, যা চেয়েছি, তুমি তাই...

আলো হয়ে জ্বলো,

মেঘকুমারী তুমি ছায়া দাও,

কখনো তুমি বৃষ্টি, কখনো বা রোদ হয়ে যাও...

সমুখে এসে দাঁড়ালে,

সময় আমার থমকে যায়,

তুমি ফিরে গেলে, এ পৃথিবীও মহাশূন্যে হারায়...

আমার নিশ্বাসে মেশা,

নীরব বিরহ কান্না অবিশ্রান্ত ,

পেয়েও হারাতে হবে, এ কথা কে জানতো !

স্মৃতির দুঃখিত প্রান্তরে,

কিছু কবিতা সংগীত অরক্ষিত,

তেমনই কিছু অশ্রু অঞ্জলি দিয়ে যাই অনন্ত...

তোমাকে ফিরে পাবো,

তোমাকে ফিরে পেতে চাই

অথবা ঠিকানা দাও, খুঁজে খুঁজে পৌছে যাই...

অন্তরতম

তুমি এসো সোনার রথে

এসো প্রাণের কিনারে

তুমি রেখো প্রাণে ধ'রে

প্রাণ দিয়েছো যারে...

কামনা মোহে তোমায় ভুলি

আনন্দ ধরা'র জানালা খুলি,

গায়ে মাখি পথের ধুলি

ভুল বুঝি তাঁরে বারে বারে...

তুমি অন্তরে আছো গোপনে,

জাগাও প্রীতি প্রেম সুক্ষণে,

কাল রাত্রির গহন ভুবনে

তুমি দাও আলোর ইশারা...

পথ ভোলা মন ফিরে আসে,

তোমার পরশ ভোলে না সে ,

দুঃখ সুখের দিন অবকাশে

হয়েছি তোমায় ভেবে সারা...

প্রায়শই সব অলীক লাগে,

প্রাণের মাঝে পিপাসা জাগে,

জনম কাটে রাগ অনুরাগে

আপনাতে হই আপনহারা...

তুমি আমায় করেছো ত্রাণ

রেখেছো সদা পাপীর মান,

আমি বেসুরে গেয়েছি গান

প'ড়ে আছি পথের ধারে...

পাপ তাপ মোহ মায়াজাল

আমায় করে ভীষণ উত্তাল,

এমনি যাবে আর কতকাল

প্রাণের পরে সই পাবো তাঁরে...

জীবন যখন ধ'রে আসে

পেয়েছি তোমায় আমার পাশে,

তুমি ত্রাতা কাল সর্বনাশে

ত'রিয়ে এবার নাও গো পারে...

তরুলতার প্রতিধ্বনি

['বাংলার কিটস' কাব্যনন্দিনী "তরুলতা দত্ত" এর ১৬৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ উচ্চারণ]

কেউ কি জেনেছে, অতীতের পৃষ্ঠা ওল্টালে

কীভাবে শোনা যায় মহাকাব্যের সুরনিনাদ...!

কড়ি ও কোমলে সেই সুরে যেন ভেসে ওঠে

তরুলতার মৃদু বিস্মৃত অজেয় প্রতিধ্বনি।

একুশ বছরের পরিক্রমায় কত স্মৃতির নূপুর

রুনুঝুনু করে বেজেছে পিয়ালের প্রশাখায়,

স্বাক্ষরিত প্রণয়মুগ্ধ স্বরলিপিতে

যেন ঝরে যাওয়া বিশুদ্ধ প্রভাতী শিশির,

রয়ে গেছে অনন্ত মেঘমায়ায়...

পুষ্পিত গাছের ডালে, পাখির বৈকালিক কূজনে

বাঁধা রয়েছে এখনও তাঁর সুরভিত নিশ্বাস,

পাতায় পাতায় অনুরণিত যেন আজও

প্রেম ও ব্যথার গোপন মৌন সংগীত...

দূরপথের শীতল অনুভবের ভিন্ন আকাশে

মুদ্রিত তাঁর প্রাণময় অগ্নিস্নিগ্ধ কাব্য,

কেউ কি দেখেনি, বুকের কথা কখনও কখনও

কালো হরফে খুলেছে হৃদয়ের জানালা...!

সে পান করেছে প্রেমার্দ্র ফুল বসন্ত,

এভাবেই বুঝি প্রকৃতির কাছে ফেরা যায়,

দিগন্ত ছুঁয়ে এসেছে তার মুগ্ধ উচ্চারণ

মাঝে মাঝে এখনও যেন সম্পূর্ণ আকাশ জুড়ে,

কবিতাকুমারীর আবৃত্তি শুনতে পাওয়া যায়!

ব্যথিত অনুবাদ তার সুতীব্র হাহাকার হয়ে বিস্তৃত,

ক্ষণস্থায়ী জীবনের দহন যাপনে

আর তনুময় অসহনীয় ব্যথার সংক্রমনে...

সঙ্গহীন রাধিকার মতো একাকী

সে হেঁটে হেঁটে পার হয়েছে অসূর্যম্পশ্যা বনভূমি,

যেন সে কৃষ্ণ বিরহী পিপাসিত কবিপ্রাণ

আজ তাঁর নাম, তাঁর প্রশস্তি হয়তো

অন্ধকারে ডুবে গেছে,

অনাহুত অশ্রুত প'ড়ে আছে কোলাহলে,

তবুও তাঁর কণ্ঠস্বর এখনো জেগে আছে

ধ্রুব সাহিত্যের গহিন অন্তঃপুরে...

আজও বাতাসের ঢেউয়ে ঝেপে আসে

ঝরা পাতার মর্মর ছন্দ হিল্লোল,

তাতে জেগে ওঠে তরুলতার প্রতিধ্বনি

অমর কালকাব্যে, অনন্ত প্রেমসিক্ত অভিমানে...

নীলিমার কৃষ্ণকূপ

তুমি নিজে'ও জানো

আমি দূরে চলে যাইনি, সে আমি পারবো না...

আমার ভাঙাড়ি জীবন'কে

অন্যের সমান্তরালে শূন্য মাঠে ব'সে

আকাশের স্ক্রিনে প্রজেক্ট ক'রে

আমি যা দেখি

সেটাই আমার শব্দিতায় আকঁতে চাই

এবং প্রতিবারই আত্মসন্তুষ্টি ব্যতিরেকে...

কোনো গল্পকার তাঁর খসড়ায়

অযাচিত ইন্সিডেন্টে

কিংবা পারম্পার্যের প্রবাহ রোবাস্ট রাখতে

এত এত কাটাকাটি করেছে কিনা

আমার সন্দেহ রয়েছে

যতটা আমি করেছি এবং করছি

তোমাকে একটা চিঠি লিখতে গিয়ে...!

শুরুটা ঠিক হয়নি অথবা এখনও শেষ হলো না,

এই ভেবে বার বারই সেন্ড করে'ও আন্ডু করে'ই যাচ্ছি...

আমার চুক্তি দেয়া

ঘুনপোকা বন্ধুদের থেকে

তোমাকে এক্সক্লিউ্যড ক'রে

আমি আমি কোনো ভুল করিনি

প্রিয়তম 'অতলান্তিক'...!

আমি ভালোবেসে দেউলিয়া হওয়া মানুষ,

তোমাকে একবার পেয়ে

আমার আর হারানোর কোনো অভিপ্রায় নেই।

আমি ভুল বুঝিনি এবং তুমিও...

এটাই আমার দৃঢ় প্রতীতি...

অপরাজিতা'কে কখনও কি লাল

অথবা গোলাপী হতে দেখেছো...!

হয় সে সাদা নয়তো অবশ্যম্ভাবিভাবে নীল...

অপরাজিতা'কে আমি লাল,

গোলাপি, হলুদ, কমলা ইত্যাদি কখনো দেখিনি

অপরাজিতা তো খুব স্বপ্নিল,

তবে নীল না হওয়া সত্যেও

একটি অপরাজিতা আমি দেখেছি,

শান্ত লেকের জলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উর্মি

গোধূলির রঙ লেপটে থাকা ঢেউতে মেঘালো শ্যামলী ...!

আকাশলীনার কবি ওটাকেই হয়তো

বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন,

"সেখানে গোপন জল ম্লান হ'য়ে হীরে হয় ফের,."***

আমি তোমার কোনো অভিযোগে

লাল না হয়ে বরং আরো নীল হতে থাকি,

তখন কেবল মনে হয়,

সবাই যে বলে,

"আমি সবাইকে পাই

কিন্তু কেউ আমাকে পায় না"

একথা শ্রেফ মিথ্যে...

আসলে সবাই আমাকে পায়

কিন্তু আমিই কাউকে পাইনে...

এই অপ্রাপ্তি'র যে আক্ষেপ

তার বোধ হয় কোনো শেষ নেই,

যেন হাতের কাছে মেঘনা থাকতে'ও

না মেটা এই পিপাসা,

এর পোটেনিশিয়্যাল ফ্রম হিয়্যের টু ইটার্নিটি রে ভাই...

অতলান্তিক প্রিয়তম,

আমি যশোর থেকে গতকাল ঢাকায় এসেছি...

ঢাকা থেকে হয়তো নিউ ইয়র্ক

সেখান থেকে হয়তো গার্ডেন অব ইডেন

অনবরত আকাশগঙ্গা এক্সপ্রেস চলমান

কোথায় কোথায় চলে এই অর্গ্যানিক কংকাল !

আমি আর হাপিত্যেশ এখন পৃথক স্যিনোন্যিম

আলোকবর্ষের পথ এক নিমিষে

পার হওয়ার চেষ্টা ক'রতে

আর এই মাঝাধিক বয়সে

আমাদের কে'ইবা বাঁধা দিতে আসছে বলো... চলো...

প্রেম কিঞ্জল

আমার চোখের ছানির তলে

ভালোবাসা ছিল তোমার জন্যে

ধীরে চলার বোলে কিছু

মায়ার অবকাশ ছিল

তুমি যখন এলেই না

তবে কাচস্বচ্ছ চোখ নিয়ে

আমার আর কি হবে বলো···!

মেঘের উপর ছোট্ট বাড়ি

তোমায় দেয়ার কথা ছিল

কথা ছিল দুহাত ভ' রে

মেঘের শিশির হাতে মেখে

তোমার দুটো গাল ছোঁয়ার,

যখন আমার হ’ লেই না

তবে এই হাতে গোলাপ ছুঁয়ে

আমার আর কি হবে বলো…!

ভোরের মটরশুঁটির ক্ষেতে

তোমায় নিয়ে যাবার কথা ছিল

আর্দ্র ধুলোর মেঠো পথে

তোমার প্রতি পায়ের ছাপে

আমার পা মেলানোর কথা ছিল

তুমি যখন অন্য নীহারিকায়

তবে মলিন শিশির ভোরে

একটু একটু ক’ রে ওঠা

বেকার সূর্যের হাসি দেখে

আমার আর কি হবে !

শিরোনামহীন সভ্যতা

ইতিহাসের পাতায় পাতায় উপমার শেষ নেই

রাজমুকুটে জমে আছে অব্যক্ত আর্তনাদ,

কখনো প্রতিশ্রুতি সর্বস্ব হয়ে আসে তারা,

সময়ের স্রোতে মনে তাদের বিপরীত বাতাস।

ক্ষমতা কেন উভ্রান্ত ক'রে দেয় মস্তিষ্ক

মানুষের বিশ্বাসকে করে বাজারী পণ্য,

আদর্শ ন্যায়সঙ্গত কারণ আর ব্যাকরণ মানে না

শুরু হয় অপেক্ষা, ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতীক্ষা...

বাতাস আজ যেন ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে

কোথাও যেন অদৃশ্য মাতমের মেঘ জমে আছে।

নগরের পথে পথে মানুষের ঢল,

দারিদ্র জরা দৈন্য আজ আর জয়ী নয়

সর্বজয়ী হয়েছে মানুষের হিংসা অহংকার দম্ভ -

অসংবিধিবদ্ধ অধিকারে ঝড়ের মতো ছুটছে তারা,

চোখে সবার অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা, বন্যতা

সহনশীলতা আর ক্ষমা, অভিধান থেকে উধাও

যেন প্রতিহিংসার নব প্রভাতে রক্তিম সূর্যোদয়।

প্রদর্শনী নেই তবু মঞ্চ সাজানো হয়েছে,

না, কোনো অভিনয়ের আয়োজন চলছে না

মঞ্চের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে স্বৈরাচার,

শিশুর হাসি কল্লোল, স্বাধীন পতাকার দুলুনি,

অজস্র বিস্মিত চোখে সে আজ একমাত্র আসামী!

অথচ একদিন এই অভিযুক্তের সাথী ছিল অনেকেই,

পৃথিবীর পথমঞ্চে বার বার একই দৃশ্যের অবতারণা...

কখনো আলোকিত প্রদীপশিখা হয়ে

চতুর্দিকে জীবনের রঙ ছড়িয়ে কেউ কেউ,

শূন্য ক'রে দিয়েছে নিজেকে অনায়াসে

আজ সেই মঙ্গল প্রার্থিত চোখে প্রশ্ন,

কেন জনতার কাছে সুহৃদ বন্ধু

সময় যেতে না যেতেই স্বৈরাচার হয়ে যায়!

মানুষের কণ্ঠে মেঘমন্থিত গর্জন,

“যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, বাঁচার মত বাঁচতে চাই”

কিন্তু ন্যায়পরায়নতা কোথায়? এ চর্চা কার?

শুধুই শাসকের, নাকি জনতার?

অনেক বিপদ ঘ'টে যায় একটি দুটি ভুলে,

জনতার উত্তাল প্রতিশোধের দাবানলে...

শেষে মঞ্চের আলো নিভে গেলে,

শূন্য চত্বরে পড়ে থাকে পতাকা, নির্বাপিত স্লোগান,

এবং ইতিহাসের ধুলোর নিচে চাপা কিছু অশ্রু।

জনতার আদালত রায় দিয়েছে,

"হটাও স্বৈরাচার বাঁচাও দেশমাতৃকা

দিকে দিকে ওড়াও স্বাধীন পতাকা"

কেউই চিরকাল রাজার আসনে থাকে না,

যে হাত একদিন আশীর্বাদের নৈবদ্যে ছিল পূর্ণ

সেই হাত নিজেই ছুড়ে ফেলে দেয় রাজমুকুট,

সবাইকে মানায় না ব'লে উৎখাতও হয় কেউ কেউ।

রাত গভীর হলে বাতাসে ভেসে আসে দীর্ঘশ্বাস,

এবার কি সত্যিই জেগে উঠবে সভ্যতা

মঙ্গলময়তা আর কল্যাণের বাণী শুনিয়ে!

কিছু হোক না হোক, জেগে থাকে প্রতীক্ষা...

মানুষের মহাকাব্য

[নড়াইলের লাল মিয়া, মাটি ও মানুষের চিত্রশিল্পী, চিত্রাপাড়ের চিত্রগুরু 'এস এম সুলতান' এর ব্রাশস্ট্রোক এখনও আমাদের শোনায় মেঠেল মানুষের গান, দেখায় মানুষের অপরিমেয় সম্ভাবনাময় শক্তি, আর শেখায়- শিল্প যদি মানুষের জন্যে না হয়, তবে তা কখনো প্রকৃত শিল্প হতে পারে না...]

কীভাবে তোমরা মানুষ হয়ে উঠেছো?

কখনও কি নিজের শেকড় চেনা যায়,

মানুষের কাছাকাছি না হলে?

মানুষের জন্যে মানুষ হয়ে ওঠো~

যদি তুমি ঘুমিয়ে থাকো,

চোখ খোলো, জেগে ওঠো...

কী এক অপ্রতিম দৃষ্টিতে, কেমন মমতায়,

মাটির বুক চিরে উঠে এসেছে!

বলিষ্ঠ বাহু যুগল, রোদে পোড়া তামাটে মুখ,

শুধু গ্রীষ্মের রোদ কেন,

দারিদ্রের আগুনও তাদের থামাতে পারে না

তাদের কপালে পবিত্র ঘামের চিকচিক,

আর সেই ঘামের প্রতিবিম্বে

আকাশের নীল জমে থাকে।

তুলি ছুঁয়েছে গরুর সুঠাম দেহ,

ফসলে ফসলে ভরপুর ক্ষেত খামার

আর মানুষের শিরা-উপশিরায়

পেটানো পেশীতে লুকিয়ে থাকা

অদম্য অলৌকিক শক্তির রেখাচিত্র।

প্রকৃতির সবুজ, হলুদ বাদামী ফসলের মাঠ!

প্রকৃতির সবুজ আসলে কি কোনো রঙ!

বরং এ মাটির গর্ভে জন্ম নেওয়া

প্রাচীন আত্মবিশ্বাসের সিলমোহর।

কৃষককে, 'রঙচিত্রী' এঁকেছেন মহাকাব্যের নায়ক,

গরু'কে জীবন-যুদ্ধের বাহন,

লাঙ্গল আর কাস্তেকে অস্ত্র ~

কিন্তু ফসলের ক্ষেতকে যুদ্ধক্ষেত্র নয়

বরং জন্মক্ষেত্র, যেখানে বীজ মানে ভবিষ্যৎ।

শিল্প তাঁর কাছে কেবল প্রদর্শনী উৎসব নয়,

এ জীবনদর্শন, যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি~

কবি ও কবিতার মত কাছাকাছি, হাতে হাত

যেখানে গতরখাটা ঘাম,

চিত্রশিল্পের রঙের চেয়েও গাঢ়,

আর দু'মুঠো ভাত, স্বাধীনতার স্বপ্ন

ক্যানভাসে লেপ্টে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

শিশুর হাতে 'চিত্রকবি' তুলি তুলে দিলেন,

বললেন, “তুমি বাসগৃহ আঁকো,

যেন আকাশগঙ্গায় এ পৃথিবী গ্রহ,

দেখায় আরও নীল আরও নীল”

তিনি জানতেন, আগামী প্রজন্ম একদিন

এই বাংলার ধুলো মাটির গান গাইবে,

ওরা মানুষের ছবি আঁকবে,

আর সেই ছবিতে আবারও

ফুটে উঠবে মানুষের মহাকাব্য...

এ মরণ আমাকে ছোঁবে না

[প্রবাসী অগ্রজ কবি ও কথাসাহিত্যিক বন্ধুর প্রয়াণে একান্ত শোকগাথা]

সে আর নেই..!

দিয়েছিল যে মহাপ্রাণ

এই ক্ষুদ্র শব্দগন্ধী মনে মহাকাশের সন্ধান,

এবার সে পাখি উধাও হলো,

আর সে ফিরবে না কোনো অজুহাতেই...

কীভাবে কত উৎকণ্ঠায়

এই পঁচিশটি দিন কাটিয়েছি, সেটা আর কাকেই বা বলবো...!

আজকে খানিক আগেই, টুং ক'রে

একটা চিরকুট আসলো, টলেডো থেকে, বজ্রপাতের মত...

একটা চিরকুটেই যেন গৃহ আমার অন্ধকার হয়ে গেল...

শুধুমাত্র ওর কণ্ঠটি শোনা ব্যতীত,

আমার প্রিয়তম অসমবয়স্ক মানুষটিকে,

আমি কোনোদিন চোখের সামনে দেখিনি,

আর কোনোদিন দেখতে পাওয়ার আশাটাও

আজকে শেষ হলো...!

সেই সাথে, বাংলাদেশ থেকে মার্কিন মুলুকে অভিবাসী,

একটি দীর্ঘ উপন্যাসের সমাপ্তি হলো..

তাঁকে নিয়ে হয়তো অনেক অনেক স্মৃতিকথা রয়েছে,

অনেক অনেক কবিসাহিত্যিক বন্ধুর,

সেগুলো হয়তো অনেকেই প্রকাশ করবেন,

হয়তো করবেন না...

কিন্তু তাঁর লেখা কবিতা,

সবার সাথে একইভাবে কথা ব'লে যাবে...

বহু বছর আগে কোথাও, ওর লেখা পড়ে,

মন্তব্যে শুধু "অতলান্তিক" শব্দটা লিখেছিলাম,

সেই থেকে সে আমায় ভালোবেসেছিল...

তারপর অজস্র অনুভব বিনিময়,

প্রশ্নোত্তর, গান ও কবিতা,

এতদিন বাংলাদেশে অবস্থান ক'রেও

যেন আমি টলেডোর এই মহাপ্রাণ মানুষটির

পায়ের কাছে ব'সে সহস্রাব্দীর পাঠ নিয়েছি...&

সেই পাঠশালা আজ বন্ধ হলো...

মুক্তমঞ্চে একদিন সে

আমাকে নিয়ে এসেছিল,

আমার সামান্য লেখা, মানুষটা বড্ড ভালোবেসেছিল...

কবি ও পাঠকের প্রেম প্রাচুর্যের যেন এ মহাকাব্য,

আজ হাজার হাজার জোনাকি স্মৃতি

মনের মধ্যে নিভছে জ্ব'লছে...

"কবির সমাধি'ও যেন এক

বেদনাময় কাব্যের সৌধ

যেখানে কখনও না কখনও

দেখা যাবে কোনো,

মহাকালের আবর্তে হৃতসর্বস্ব

তার মানস-প্রিয়া এসে,

অশ্রুর অঞ্জলি দিয়ে হারিয়ে

যায় কালের গহীন অতলান্তিকে...

শুধু কারো দীর্ঘ নিশ্বাস রয়ে যায়...

রয়ে যায় কারো একটি খোঁপার ফুল,

কিংবা মৃদুল পায়ের একটু উষ্ণতায়

জেগে ওঠে হলুদ সবুজ পাতাবাহার..."

ওর প্রিয় গানটি আজ সত্যিই

খুব চোখের জলে ভেসে, কান পেতে শুনছি —

"সাসোঁ কি্য মালা প্যে সিমরু ম্যে, পিঁ কা নাম...."

যতদিন এই দেহে প্রাণের সঞ্চার থাকবে,

তেমনই সে আমার সাথে সাথেই স্পন্দিত হয়ে চলবে... ...

সে কবিপ্রাণ,

জীবন মন্থন ক'রে এই অকৃতিরে দিয়েছে যে সত্যাসত্য অভিজ্ঞান...

মানসী মহুয়া

যেন কয়েকটি মুহূর্ত কেবল

তুমি আমার কাছে ছিলে না,

অথচ কেমন রক্তহীন নির্জীব

সাদা শিমুল তুলো হয়ে গিয়েছি ~

তাহলে কি নিরর্থক হলো সকল প্রার্থনা!

রাত্রির স্মরণিতে তাঁর নিক্কন পদধ্বনি

যেন কোন সুদূর স্বপ্নদেশি সংগীত,

সে তখনও আসেনি নয়ন ঘিরে

আমি শব্দে শব্দে গড়েছি তাঁর প্রতিমা...

তুমি এখন আমার হয়েছো

আর কোনো বিদ্রোহ হয় না,

যে দ্রোহে প্রতি নিষ্কাম বসন্ত

গোলাপ সুরভিতে হতো দগ্ধ,

রক্তাক্ত হতো সুদৃশ্যমান

হাজার উড্ডীন বলাকা…

যা কিছু প্রবল তীক্ষ্ণ কাঁটাতার
ছিল আমাদের মধ্যেখানে,
কারো কারো মনের নিপাট জ্বলুনিতে
সীমা ছাড়াতো আমাদের প্রণয়সন্ধ্যা,
সব আবিলতা আর ধ্বংস পার ক'রে…

উচ্চকিত হে মানসী মহুয়া,
তোমায় তবে এবার পেতে চলেছি…
এখন সমান্তরালে হেঁটেছি আমরা
জানি নিশ্চিত একদিন অনন্তে,
আকাশের একটি অদৃশ্য সীমানায়
আমরা তারায় তারায় মিলবো একেবারে…

উত্তরী বাতাসে আজ ভেসে এলে মহুয়া,
স্মৃতির নকশি কাঁথা জড়িয়ে তুমি অনন্ত স্পর্শ,
প্রতিটি নিশ্বাসে একটিই নাম ধ্বনিত
মানসী মহুয়া, চিরকাল তুমি কেবলই স্থিরচিত্র...

তোমার স্পর্শ মেদুর অঙ্গুরীয় চোখ
আমার ঝাপসা চোখে চেয়ে
কয়েক ফোটা ঝরায় পান্না অশ্রু,
অথচ মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত

তুমি আমার কাছে ছিলে না…!

উত্তরীয়:

প্রেমিকা 'মানসী মহুয়া' কোনো বাস্তব নারী নয় — সে হয়ে উঠেছে কালজয়ী প্রণয় প্রতিমা, যাকে ছুঁতে গেলে বাতাসের মত শূন্য মনে হয়। প্রেমিকের ক্ষেদবাক্যে চিত্রিত হতে থাকে সময়োত্তীর্ণ প্রণয়ের প্রতিচ্ছবি, যেখানে বিদ্রোহ নীরব, বসন্ত দগ্ধ, আর প্রেমযাত্রা, সমান্তরাল গতিতে অনন্তের দিকে ধাবমান। মহুয়া মানসী, ফুলের মতো পেলব হালকা গন্ধস্নাত সর্বোত প্রাণময় অথচ রক্তশূন্য নিঃসারতায় স্মৃতির নকশি কাঁথায় মোড়ানো এক চিরস্থায়ী স্থিরচিত্র — এই দুই বিপরীত বোধে গাঁথা হৃদয়ালেখ্য ধীরে ধীরে প্রকাশ করে প্রেম ও বিরহের এক মায়াবী দ্বন্দ্ব, যেখানে প্রণয়ীর প্রাণপোড়ানী অসীম ও অমিমাংসিত।

অহর্নিশ ভালোবাসি

জীবনের হিসেবগুলো কাগজে কলমে

কখনও ঠিকঠাক মেলে না,

কতটা পেয়েছি আর কতটাই বা হারিয়েছি,

তা শুধু হৃদয়ের নীলে লেখা রয়েছে /

ভালোবাসার অক্ষরে, নিঃশব্দে, গভীরে,

যেখানে তুমি আছো, তুমি আছো

আমার সমস্ত প্রাপ্তির শব্দার্থ হয়ে... /

যেটুকু সময় ছিল আমার হাতে, নির্নিমেষে /

আমি ভালোবেসে বেসে তার সবটুকু,

দারুণ সদ্ব্যবহার করেছি, অলসতা করিনি

আমায় কেউ এমন দন্ডে তাই কিছুতেই

দন্ডিত করতে পারে না,

আমি কিছুই করিনি এ জীবনে… /

সূর্য উঠেছে তোমায় ভালোবেসে,

ডুবেছেও একইভাবে,

সমুদ্র ও আগ্নেয়গিরির গভীর গোপনে

গাছের পাতায় ও পথের ধুলোয়, নির্জন কাশবনে, /

জ্যোৎস্না রুপোলী রাতের নির্জন কার্নিশে

আমার ভালোবাসার অনু পরমানু

স্থল থেকে জলে, থেকে যাবে, থেকে যাবে… /

আমার হাতে এখন অফুরন্ত সময়

আমি তাই তোমাকে নিয়ে বাঁসর সাজাই, তুমি কি দেখনি /

প্রতিদিনের প্রতিটি ক্ষণে, অহর্নিশ প্রিয়তম,

শিউলি ফুলে মেখে থাকা পেলব মিহিন শিশিরে

অতলান্তিক সাগরের নীলে, বলেছি না,

তোমাকে এখনও ভালোবাসি, ভালোবাসি…! /

যা কিছু পেয়েছি, না পাওয়ার চেয়ে তা ঢের বেশি

যা পেয়েছি, তার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না/

তোমাকে ভালোবেসে একদিন দেউলিয়া হতে চেয়েছিলাম,

অথচ এই এক জীবনের ভালোবাসায় বুঝলাম

ভালোবেসে কেউ কোনদিন দেউলিয়া হয়না… /

যত কাঙালই সে হোক, সে যে প্রণয়মুগ্ধ প্রাণ

কিছু না কিছু তার কপালে জুটবেই,

যেমন আমার জুটেছে এক মহাকাল ‘তুমি’

আমার হাতের সমস্ত অলস সময়ে তোমাকে,

আদিগন্ত ভালোবেসে যাবো, ভালোবেসে যাবো

কিছুতেই এ ভালোবাসার শেষ হবেনা, শেষ হবে না /

শেষ হওয়ার মত কোনো ফুরসতই যে হবে না, হবে না··· /

এই জীবনের শেষ শূন্য বিকেলে

যদি কোনো কবিতার খাতা খোলা হয়, /

তাতে থাকবে না কোনো বিরহের পঙক্তি,

শুধু স্পর্শের কিছু স্মৃতি, প্রণয় আনন্দিত

তোমাকে ভালোবেসে খুব যত্নে যা রেখেছিলাম

তা অনন্ত মেঘের পালকিতে তুলে দিয়েছি;

আমার কবিতায় অহরহ লেখা রয়েছে, দেখে নিও

"সে ভালোবেসেছিল··· অহর্নিশ অসীম পূর্ণতায়।" /

তিনটি প্রশ্ন

[নিঝুম জানে এ রাত্রি, কিভাবে জেগে রয়

পীড়িত আত্মা, কোন্ গহীনের কথা কয়

শান্ত দীঘল মোহিনী সুবাতাস এসে এসে

নিয়ে যায় তাঁরে না দেখা অজানা দেশে]

বিমূর্ত অর্থই কি দূর্বোধ্য···?! বিচ্ছিন্ন শ্বেত কৃষ্ণ স্বপ্নে মাঝে মাঝে দীর্ঘান্ধোকার টানেলের শেষ মাথা থেকে ভেসে আসে কিছু চিত্রনির্ভর নূরানী হায়্যারোগ্লিফিক্স··· এসে পৌছতেই এগুলো অনুবাদিত হয়ে যায় প্রায়-বোধগম্য কোনো অত্যাধুনিক ভাষায়··· যে যার মতো বুঝে নেয় এর জৈব-গাণিতিক সারাংশ··· এর পর আবারও হায়্যারোগ্লিফিক্স, আরও এবং আবারও···

[ইন্সটলেশ্যন স্টার্টস]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ⇒

প্রত্যেকের হৃদপিন্ডের দুই নিলয়ে

দুজন রক্তখেকো কবির বসতি আছে

একজন কামার কবি, কুমার কবি অন্যজন

একজন গড়ার জন্যে ভাঙে,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

অন্যজন গড়ে ভাঙার জন্যে…

বুঝতে পারলে ব্যাপারটা দ্বিপাক্ষিক, না পারলে ঐকিক।

তুই কোন্ কবির দলে – কোন্ কবি তোর রক্ত বেশি টানে?

দীর্ঘ দুষিত নীল নাকি হ্রস্ব লাল বিশুদ্ধ…!

এ হলো প্রথম প্রশ্ন।

দুজনই কবি। পরস্পর আত্মমনোযোগী, পরস্পুরক।

কে কাকে অবহেলা করবে? আদৌ করবে কিনা?

তারা কী একে অপরের কাছে দায়বদ্ধ…!

এ হলো দ্বিতীয় প্রশ্ন।

মনে কর্, এ প্রশ্ন তোকে যে করেছে, সে কেউ না!

তুই কাকে উত্তর দিবি? আদৌ দিবি কিনা?

অসীম বিলীনে’ ও সত্তা কি থাকে দ্বিধাবিভক্ত…!

এ হলো তৃতীয় এবং শেষ প্রশ্ন।

এ হলো কবি যুগের আদি প্রশ্ন। উত্তরাতীত প্রশ্ন।

যে গুলো প্রশ্নই না, তার উত্তরের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

নির্মুক্ত প্রহসন। মহাকালের। ও গুলো প্রশ্ন না…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ⇐ ⌈ইন্সটলেশ্যন রোল্স ব্যাক⌋

⌈প্রাচীর প্রবাহি তেলাকুচা ফল লতা

আরও আরও বেশি স্রোতবাহি হয়ে ওঠে
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

জানিনে কোথায় পায় এত কথকতা

স্বপ্নেরা প্রায়ই মুক্তিতে মাথা কোটে···⌋

⌈শূন্য দিঘল রাত্রি / সূর্যাস্তের পদাবলী⌋

স্থানান্তর

একটা দিনের অপেক্ষায় মাসের ২৯ তারিখ···

মেয়েটা পোষা বিড়ালটা ফেলে যেতে চাইছে না,

শোকেইসের সব জিনিষ কার্টনে বাঁধা হয়ে গিয়েছে

চিনামাটির প্লেট বাটি, চায়ের কাপ, জলের গ্লাস !

জলে ডোবা কাচের গোলকে সাহেবি বর-বউ

শ্বেতপাথরের স্যুভেনিয়্যের্ তাজমহল,

ফাঁকা শোকেইসটা এখন শুধুই কাঠের কংকাল !

জানালার শার্শিতে সকাল রোদের কুসুমি আলো

বকুল গাছটার পাতাগুলো কেমন ছুঁয়ে থাকে,

বিছানার চাদরে ‘রোদের মেঘ’ সরে সরে যায় !

'আমাদের মনে হওয়া' ঘরের চিনে ওঠা ঘুলঘুলি

কালো খয়েরি পালকের তিরতিরে চড়ুই,

এখনও একভাবে তাকিয়ে থাকা বেসিনের আয়না !

অফ-হোয়াইট দেয়ালের একটা পেরেক

মনের মধ্যে বার বার খোঁচা দিয়ে যাচ্ছে,

সিরামিক টাইল্সের মেঝেও কেমন ঠান্ডা !

পর্দাহীন শূন্য জানালা দিয়ে আর কিছুতেই

নরম রোদের আলো এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে না,

শখের খেলনা আর মেঝেতে ছড়িয়ে নেই…

বুকের মাঝখানে সেই একই ব্যথার সাইরেন,

কত কতদিন আজ এই পরগৃহে বসবাস…

চলে যাওয়া কত সহজ, অথচ ফিরে আসা !

মেয়েটি ছোট কিন্তু তার ব্যথা অনেক বড়

চলে যেতেই হবে, এতটুকুই শেষ সত্যি,

এ পৃথিবীটাই যে একটা বিশাল ভাড়া-বাড়ি !

কোনো কোনো জানালায় মন বসে যায়

বিকেল ফুরিয়ে গেলে মন কেমনের আলো,

সব ছেড়ে গেলেও রেখে যায় একটু যন্ত্রণার রঙ

ঘরের মেঝেতেও তবে এত আদর মেখে থাকে !

একটা দিনের অপেক্ষায় মাসের ২৯ তারিখ

পোষা বেড়ালটা ফিরেছে প্রতিদিন একই নিয়মে,

শোকেইসের সব জিনিষ কার্টনে বাঁধা হয়ে গিয়েছে

চিনামাটির প্লেট বাটি, চায়ের কাপ, জলের গ্লাস !

পৌনঃপুনিক স্খলন

[মাতৃভূমির স্নেহার্দ্র প্রচ্ছায়ায় অনিবার্য মমতাময় টানে, গভীর যন্ত্রণার অভিমানে প্রহর-প্রহরান্ত বসে থাকে কেউ কেউ, যেন তাঁর অপেক্ষা স্বাধীনতার, স্বীকৃতির অথবা নির্ভুল অনতিক্রম্য শোকের... যা কিছু বিব্রতকর রূপকের অবতারনা হলো, সবই অন্তর্দ্বন্দ্বময় দেশপ্রেমে হয়তো অচিহ্নিত আত্মবলি... সত্যিই নিরর্থক হয়ে যায় এভাবেই কিছু বৈভবী প্রাণ...]

আশায়, আশঙ্কায় নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকি

কখন নীরবে দিনশেষে প্রিয় রাতের অন্ধকার নামবে,

আর তুমি, আমার পূর্বপ্রিয়া থামবে একটু !

জানি, রাত ছাড়া আমায় স্মরণ করো না...

রাতের গা' র কালো পোষাক দেখে

আমার অবয়ব মনে পড়ে,

"আমি কৃষ্ণ এটা আমার সৌভাগ্য,

না হলে এ জন্মে তোমার প্রেম পেতাম না…"

তোমাকে চিঠি না লিখে কবিতা দিতাম রোজ;

সত্যিই কবি হতে চেয়েছিলাম

নাকি শুধুই সেজেছি, মনে পড়ে না।

তবে আজ দেশ ও কালজয়ী হয়ে উঠতে

ভারি ইচ্ছে হয়, জানো!?

তুমি তবে একটু অবসর ক'রে

ছুটে আসতেই তোমার কবি' র কাছে…

সে তাহলে এক ভীষন পাওয়া হতো, তুমি কি বোঝো!

আজ বুঝি, তখন বুঝিনি

চিঠির চেয়ে কবিতা বেশি ভারী হয়!

তাই বুঝি ওগুলো ফেলে দিয়েছো ?

নাকি চন্দন কাঠের বাক্সে আজও তেমনই আছে !

নীলাভ ধুসর সর্পিল ধোঁয়া দেখে যদি,

তোমার ভাবনায় যতিচিহ্নের অকাল ব্যবহার ঘটে,

তাই আলো নিভিয়ে সিগারেট ফুঁকি একটার পর একটা…

আজও এ কথা মনে করি আর হাসি,

ঝড়ের বেগে হেসে

বুকের ভেতর ঝুলবারান্দায় যে ইজি চেয়ারে,

তুমি হেলান দিয়ে বসে থাকতে, সেটা উড়িয়ে দিই…

তোমার মৌমাছি ভালোবাসাগুলো আমার মৌচাক বুক

মধুপূর্ণ করেছিল এক সময়,

নিরেট অকৃতজ্ঞ তো আর হতে পারিনে,

তাই সহস্র ষড়ভূজ শূন্য ফোকর হয়ে

শুধু সুলভ বাতাস খাচ্ছি…

দিনের আলোয় ভরাট মারণাস্ত্রের সামনে অভিনয়ে,

বানিজ্যিক অভিনেতা আমি,

কীভাবে এত অকথ্য জীবনযাপন করছি বুঝিনা !?

বাস্তবিক আবেগে নাকি আবেগী বাস্তবে??

কিন্তু রাতের কালোয় ?!

তোমার ভাবনায় এমন স্বেচ্ছাচারী

গোঁয়ার সম্রাট আর কে হতে পেরেছে?

প্রতিদিন রাতে আমার ছাদ মেঝে হয় আর মেঝে ছাদ,

অনবরত ছাদ মেঝে, মেঝে ছাদ…

তখন ছাদে উপুড় শুয়ে শুয়ে

মেঝেতে বৈদ্যুতিক পাখার লাট্টু ঘোরা দেখি,

একটু একটু করে সেটা মাটির গভীরে প্রোথিত হতে থাকে,

সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হওয়া পর্যন্ত আমি চেয়ে থাকি

স্থীর, দ্বিধাহীন, শঙ্কাবিহীন…

স্বপ্ন ঋতুর শহরে

জন্ম আমার ১ রোদ বৃষ্টির শহরে,

যেখানে রোদ গ'লে পড়ে জল-কাদায়,

আর আকাশের রঙ মিশে যায় আমার চোখে~

স্বপ্নের সোনামাছেরা ঝাঁক বেঁধে আসে যে শহরে...

শিহরিত শৈশবটা বেশি দূরে নয়,

নিষ্প্রাণ খেলার মাঠে অঙ্কুরহীন ঘাসে,

চিলেকোঠায় অচেনা স্বপ্ন,

খাঁ খাঁ দুপুরের বুক জুড়ে ছেঁড়া স্কুল ব্যাগ,

আরো আছে রাবারের জুতো,

ফেটে যাওয়া, ঢিলে হয়ে যাওয়া মোজা,

যেন এই শহরের মতো, আমিও পুরনো হয়ে গেছি...

২ টাকার টিফিন ~

একটা শুকনো পাউরুটি,

বা কোনোদিন ১ ঠোঙা ঝালমুড়ি ~

সিলভার বাকশের ভীড়ে,

ছেঁড়া স্কুল ব্যাগ নিভৃতে আড়াল খোঁজে,

আকাশ জেতার অলীক স্বপ্নে মাথা ধ'রে আসে ~

সে স্বপ্ন আজও সেদিনের মতই মলিন...

নিউজপ্রিন্ট কাগজের মতই

জীবনটা কুঁচকে গেছে,

মায়ের ভ্রুতে জমেছে গভীর কুঞ্চন,

যখন বকেয়া বেতন পিছু নেয়,

অভিমানী পেন্সিল, সস্তা রাফখাতা

নিয়ে ফিরি নিঃসঙ্গ গলির মাথায়,

এখানে কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া গেল না...

প্রায়ই অকৃতকার্য ঘুমপাড়ানী গানের শব্দবাহুল্য রাত,

অবিচল বাড়ন্ত চালের সংসার ~

আক্ষেপের দিনগুলোতে আকাশ ভারী হয়,

আমাদের দিঘল স্বপ্নের মতো...

এ শহর জানে না, কেমন ক'রে শাসন করে ক্ষিদে,

ওই ১ই অসভ্য ক্ষিদে ~

যা আমার পেটের ভেতর

দাঙ্গা বাঁধিয়েছে প্রতিদিন...

স্বভাব নষ্টের প্রহর গুনে গুনে বয়ে যায় বছর,

নিষিদ্ধ শব্দেরা শহরের দেয়ালে নির্লজ্জ লেপ্টে থাকে,

সাথে সাথে আমার কৈশোরও অশ্রাব্য ~

অভিশাপ আর বঞ্চনার মিছিল ডাকে,

তবুও আমি চলি ফিরি, অভিমান করি

আমার মতই অভিমানী শহরে ~

আমার কাঁধে লেগে থাকা ছেঁড়া স্কুল ব্যাগে,

থাকে কেবলই জীবনের অঢেল হিসেব-নিকেশ ~

কখনো যোগ হয়, কখনো বিয়োগ...

আকাশ থেকে জলকণা ঝরে পড়ে,

আমার জন্মশহর ভেজে,

আমার ভেতরেও বৃষ্টি নামে,

তবুও সেই জল কখনো মুছে দেয়নি

আমার জরাজীর্ণ যৌবনের ক্লান্তি...

অসন্তুষ্ট তারুণ্যটা গিলে খেতে চেয়েছে অপেক্ষিত সময়,

হয়তো সেই সময়েই লুকিয়ে রয়েছে,

আমার সব বঞ্চনার উত্তর...

চোখ বুঁজলে দেখি,

আমার শহরের প্রতিটা গলিতে,

রোদচাটা প্লাস্টারখসা ইটের গন্ধে ~

আমার শৈশব গুম হয়ে আছে...

ফাঁকা মাঠে আমি হুতোশে দৌড়াই,

ছিঁড়ে যাওয়া জামা আমার উড়ন্ত পতাকা,

স্বপ্নগুলো পাথরের চেয়ে ভারী হয়ে পড়ে...

আমার শহর ভেজে বৃষ্টিতে,

আমার ভেতর ভিজে যায় ক্ষোভে,

জন্ম আমার এই কষ্টের শহরে,

যেখানে ইতিহাস মাপা হয়

ঐতিহ্যের গালভরা ধন ধান্য পুষ্পে...

তবুও এই শহর আমার,

টুকরো টুকরো অমূল্যবান ব্যথা নিয়ে গড়ে ওঠা আমি,

জন্ম থেকেই জ্বলতে শিখেছি...

আমার কলমে, অন্ধকার কালিতে

আমার ক্ষতবিক্ষত হাতে,

লেখা হতে থাকে ১ নতুন সকালের গল্প ~

যে সকাল ছুঁয়ে যাবে ছেঁড়া স্কুল ব্যাগের গ্লানি,

শুধু সেই সকালেই হয়তো,

আমার জলজ শহর হাসবে,

শিহরিত শৈশব মুক্তি পাবে,

আর রাবারের জুতো পায়ে

আমি দৌড়ে চলে যাব ~

ক্ষিদে, বঞ্চনা আর ভাঙা স্বপ্নের গণ্ডি পেরিয়ে,

অজানা কোনো নতুন পৃথিবীর দিকে...

তখন আমার মায়ের ভ্রু আর কুঁচকাবে না,

নিউজপ্রিন্ট কাগজে আঁকা স্বপ্নগুলো

পূরণ হবে আর, কোনো ১ দিন —

উজ্জ্বল অভিমানী এই জন্মশহরেই...

বেখবর বায়সনামা

কিছু কালো কাক উড়ে এলো

আমায় লক্ষ্য করে,

যাদের কে একদিন দূরে

উড়ে যেতে সাহায্য করেছিলাম

যাতে সেগুলো আমাকে বারে বার

ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেতে না পারে···

‘খুব চেষ্টা করেছিলাম

কাকগুলো থেকে বেঁচে থাকার

কিন্তু মুক্তির কোনো উপায় পাওয়া গেলো না,

চারিদিকে উঁচু উঁচু দেয়ালের বাগান···

‘সত্য থেকে মিথ্যার দিকে যে ঝোঁক

এর শক্ত প্রভাব থেকে বেঁচে থাকা গেলো না

উদ্দাম ফাঁকা_____

আকাশে কাকগুলো উড়লোই…

‘আমাকে ভোঁ-তাড়া করে বেড়াচ্ছে কাকগুলো

সকাল সঁন্ধ্যে, অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত

পারেও বটে…

অপর্যায়ক্রমিক হারি আবার জিতি’ ও মাঝে মাঝে…

‘মিথ্যেচারীর কাছে

কাকগুলোকে ভালোবাসতে শেখা প্রথম

অতঃপর অন্যান্য পাপ শুরু হলো,

ক্রমাগত…

নিয়মিত স্খলণ কেবলই অলক্ষ্যে থেকে গেল

প্রাথমিকে উত্তীর্ন হলেও মাধ্যমিকে আটকে গিয়ে বুঝলাম,

কাকগুলো লুসিফারের সাথে চুক্তিবদ্ধ…

‘আলোকিত পথে যে কোনোদিন হাটিনি, এমন নয়,

তাই, আলোই ছিল উদ্দেশ্য, পথকে দোষ দিইনি…

অবশেষে আলো তো দূরের কথা,

একটা জোনাকিও মিললো না,

নিদেনপক্ষে যেখান থেকে এসেছিলাম

ফেরা যেতো !

‘যেখান থেকে তোমরা আসো,

যেখান থেকে আমি এসেছি,

খুঁজে খুঁজে হারিয়ে ফেলেছি; চেষ্টা জারি থাকলেও

কাকগুলো খুব বিভ্রান্ত করে, ঘুলুট পাকায়…'

'নিষিদ্ধের অমোঘ আকর্ষণই খেলো চিরকাল,

বেড়ার ওপাশের ওগুলো ঘাস,

এপাশের গুলো লোম,

স্বনির্মিত কারাগারে এখন পঁচে মর্…

তুই কাঁথা, সুঁইও তুই…

'কালো কাক' কে আর বিশ্বাস নেই, একটুও না,

এর হাতে পড়েছো কি মরেছো, একেবারে কালো টানেল…

ফিরে আসলেও নির্ঘাত

কিছু না কিছু ফেলে আসবেই… এই রে !

'পরশপাথরের মতো তুমি' ও

হতে পারতে কেউ বা কিছু,

'শুভাশীর্বাদের দানে তুমি' ও

হতে পারতে কেউ বা কিছু,

মানুষের মাঝখানে থেকে হতে পারতে উর্বর,

তেঁতো শোনালেও কথাটা মিষ্টি, এখনও দেখেশুনে চলো হে…

'যার যায় শুধু 'সেই' বোঝে,

সন্তান শয়তানের দোসর হলেও

কোন্ এক কি টানে যেন বুকে ঝিম্ ধরে মা' বাবার-ই,

আগে বুঝিনি, এখনও বুঝতে কষ্ট হয়…

কোথায় যে যাবো !

‘অপচিত সময় এখন আমকে

নিশ্চিন্তে অপচয় করছে,

কাকগুলোকে মেরে ফেলতেই হবে,

উপায় নেই আর…

আগে তবুও আকাশ দেখা যেতো, আর এখন~! নাহঃ…

‘মরণোন্মুখ সব্বাইকে

বলার মতো কথা একটাই,

কোথাও কোনো কালো কাক দেখেছো,

মেরে দাও_____

এখনো কারো কারো হাতে নিশ্চয় সময় আছে,

একটু দাড়িয়ে নীল আকাশে নিষ্পাপ চেয়ে থাকার…

সূর্যমগ্ন অমানিশা

"কত প্রাণ এভাবে অন্তর্হিত হবে

জানিনে, জানা নেই কবে ?

কীভাবে এমন সমস্ত ব্যথার্দ্র মুখ

প্রাণময় কোমল কিংশুক,

চলে যাবে হঠাৎ হঠাৎ না ব'লে

যাবার সময় হ'লে,

কখনও আর দেখা হবে না

প্রিয় আঙুল এই চিবুক আর ছোঁবে না

চাইবে সে অন্তিমে সামান্যতম তৃষ্ণার জল

অথচ কী করুণ অদৃষ্ট, শূন্য এ করতল...!"

[শোকের ভাষা নীরব,

তাই চারিদিকে আরও আরও অনবরত প্রাণক্ষয়ী উৎসব... ... ...]

How many lives will vanish like this

I do not know,

Nor when it will cease?

How do such tender, pain-soaked faces,

So full of life like soft, blooming silk-trees

Leave all at once, without a word,

When it is time to depart

Never again shall we meet,

Will there be a chance to greet

Beloved fingers will no longer touch this cheek,

For a final sip of thirst, will they seek ...

Yet oh, what a cruel fate !

Nothing's here to conpensate

This palm remains empty, nothing's to send

Holding truly nothing at the end.

[Grief speaks in silence,

And thus, all around us, the festivals of death go on and on...]

#Milestone_tragedy

#bloody_july_2025

সূর্যমুখী যন্ত্রণার ক্ষতিয়ান

[রাজধানীতে উত্তরার দিয়াবাড়িস্থ মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজ শ্রেণিকক্ষে ভয়াবহ প্রশিক্ষণ বিমান দুর্ঘটনায় উচ্চারিত চিৎকারসমুহ]

[লাভা রঙা সূর্যের তুলনায় এই যন্ত্রণার উত্তাপ নিশ্চিত বেশি, যেখানে শিশুদের হাসি পর্যন্ত দগ্ধ হয়েছে। মৃ'ত্যু যেন প্রতিদিনকার এক উৎসবে পরিণত হয়েছে, যেখানে শোক নিঃশব্দ, অথচ সর্বব্যাপী। মানবিক বোধের ধ্বংস, চেনা জীবনের অপরিচিত অবয়ব এবং ভালোবাসার অন্তর্ধানও এতে প্রতিফলিত। তবে শেষ অবধি কিছুটা আশার আলো হয়তো থাকেই, যেন আত্মবোধের মাঝে নতুন 'আবাহন' -এর সম্ভাবনা। এই শব্দাঞ্জলি সেই অপরিণত দগ্ধ স্মৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কাব্যশ্রদ্ধা...]

আকাশে প্রতিনিয়ত লাভা লাল সূর্য উঠছে

তার উত্তাপে জ্বলছে শিশুসুলভ হাসি

জীবনের সংজ্ঞা বোধ হয়

কেবল বাঁচা নয়, বাঁচিয়ে রাখাও,

তবু একে একে হারিয়েছে জনপদী মানুষ,

তাদের নাম আজ কেবল বংশতালিকায়...

রাত্রির বুকে শোনা যায় নিঃস্তব্ধ হাহাকার

জেগে রয়েছে জানালার ধারে,

যুগক্লান্ত তখনও কোনো অরুন্ধতি বৃক্ষ

কত কত যুগান্তর যাবে অশেষ অভিশাপে,

কে জানে, আজকেও কারো কারো ঘরে

আনকোরা কাঁচা ক্রন্দণ শুরু হবে,

কার নিশ্বাস থেমে যাবে নিঃসাড় দ্বিপ্রহরে...!

কত প্রাণ এভাবে অন্তর্হিত হবে

জানিনে, জানা নেই কবে ?

কীভাবে এমন সমস্ত ব্যথার্দ্র মুখ

প্রাণময় কোমল কিংশুক,

চলে যাবে হঠাৎ হঠাৎ না ব'লে

যাবার সময় হ'লে,

কখনও আর দেখা হবে না

প্রিয় আঙুল এই চিবুক আর ছোঁবে না,

চাইবে সে অন্তিমে সামান্যতম তৃষ্ণার জল

অথচ কী করুণ অদৃষ্ট, শূন্য এ করতল...!

[শোকের ভাষা নীরব,

তাই চারিদিকে আরও আরও অনবরত প্রাণক্ষয়ী উৎসব... ... ...]

এখন বিমূর্ত মৃদঙ্গপ্রাণ জায়গা নেয় খবরে,

দীর্ঘশ্বাসী প্রাকৃতজন অভ্যস্ত অভাবের সাহচর্যে,

তবুও কি আমরা সত্যময়তায় বেঁচেছি?

নাকি নখদর্পণে নির্বোধ অভিমানী

আমরাই সবাই ভীতসর্বস্ব মিথ্যে মহাকাব্য

চেনা জীবনবোধ আজ অপরিচিত

জানাশোনার সীমান্তে কাঁটাতার,

ভালোবাসাও গিয়েছে মহাশূন্যে ~

প্রগতির নামে নির্মিত পাপগ্রস্থ প্রাসাদে

এত এত দীর্ঘশ্বাসে মৃত, সে অনন্ত ছুটি চাইছে

সেই অশনি পীড়ন কেউ শুনতে পায় না,

শুধু চলচ্চিত্রিত নিঃশব্দ মৃ'ত্যুর মহড়া...

তবু কোথাও হয়তো

এক চিলতে আলোক বীজ অঙ্কুরিত

কোনো একটি হৃদয় মন্দিরে

হয়তো কোথাও নূতন প্রতিবেশে;

যতক্ষণ সেইটুকু আত্মবোধ বেঁচে আছে

নয় আর কোনো প্রতিহিংসা, নয় ক্রোধ আর কোনো~

কেবলই 'বিসর্জন' নয় প্রিয়,

পাষাণ পৃথিবীতে তোমার 'আবাহন' হোক সূচিত...

বিচ্ছিন্ন প্রলাপ

পাঁজরে ব্যথা ছড়িয়ে যায় প্রতিটি দীর্ঘশ্বাসে

তবুও জীবনের নামে রুদ্ধ অবকাশে

উদযাপিত হয় প্রবল প্রতারণা,

নিজস্ব বলয়ে হারায় অমানিশা

দগ্ধ হয় দিন, আলোর প্রতীক্ষার ভারে

দেশের সীমান্ত কাঁটাতারে.

জ্বলজ্বলে তেলাকুচা ফুল উলটো ঝুলে থাকে;

যেখানে ঘুম নেই, নেই কোনো স্থিতি,

শুধু বিষাদিত আনন্দ স্মৃতি

জন্ম আর মৃ'ত্যু, মাঝে অজস্র বিন্যাস

আত্মার অবিরাম চিৎকারে মানবিক ইতিহাস

পথ হেঁটে হেঁটে তারা ক্লান্ত হৃদয়,

খোঁজে উত্তর, বাজে প্রার্থনার ধ্বনি ছন্দ লয়

প্রতিফলিত হয় শুধু নির্বাক নক্ষত্রের চাহনি

অলঙ্ঘনীয় বর্তমানের ধুসর ধরণী

আমার দিনরাত্রি বেঁচে থাকা,

মহাশূন্য... সব ফাঁকা

রাতদুপুর ভরপুর অন্নগ্রহণ আর মল নির্গমন

এই তো শুধু মোটে দুটো কাজ,

বৃষ্টিতে ভিজি, মাথায় পড়েনা বাঁজ...

অথচ সেদিন শুনলাম হাটে,

নাঙ্গল ঠেলতে গিয়ে কঙ্কালসার কৃষক মাঠে

বাঁজ পড়ে গেছে ওপারে! কে সে? সর্ব্বনেশে?

ধন্য বলি তারে, সে বিশ্ববিধাতারে!

কাকে ফেলে কাকেই না সে, সুনিবার্চিত করে রেখেছে!

পাথর ভবিষ্যত । বর্তমান হিমবাহবৎ,

আর অতীত যেন মেরুপ্রদেশীয় শীত

কোথাও কোথাও শুধু কাব্য-বিলাস,

আর কোথাও শুধু লা'শের উপরে লা'শ...

দিন সপ্তাহ, কাটে কি কাটে না,

যাপিত জীবন যেন দুর্গম গহীন অ্যামাজন!

বিস্ময়ে বিবশ বোধ, আজ নিতে চায় প্রতিশোধ...

জনসাধারণে ভীতি আজ দ্রব্যমূল্য স্ফীতি,

কোথায় বরফ গলে

আর কোথায় উচ্চতা বাড়ে জলে!

উত্তরহীন প্রশ্ন, কত কত ছোট বড়,

হৃদপিন্ডে বঁড়শীর মতন, ভীমরুলের হুলের মতন

ঘাতক টেটার মত বিঁধে,

আকাশের দিকে ঝুলে থাকে!

কী করে কী করি আমি!

হায় অন্তর্যামী...

মসজিদ আমার ঘরের নিকটে, রহমান সে কোন তল্লাটে?

প্রশ্ন শুধু প্রশ্ন, টন কে টন প্রশ্ন

আমি অচঞ্চল চক্রবাক, অসহায় সতৃষ্ণ!

উত্তরের আশা নাই, তাই হে বন্ধু বিদায়...

চির বিদায়, হাতের কাছেই যেন আঁধার ছোঁয়া যায়,

উত্তরের আশা নেই, আমার সর্ব্বনাশ সেই

যে আমি আর এতটুকুও আমার মধ্যে নেই...

প্রীতিমুগ্ধতা

মনের মধ্যে রহস্যময় নীল আকাশ

ভর দুপুরে ডাক দেয় কেউ দূর থেকে,

শূন্য মাঠে ভেসে আসে ঢেউ আলোর

নিভু নিভু স্বরে থেকে থেকে সুর ওঠে ...

অজান্তে কার চোখে যেন সুখ ছাপে

নূতন ভাঁজে চেনা মুখের প্রত্যাশায়,

দোল খায় এক নিবিড় স্বপ্ন অন্তরে

হাওয়ায় কাঁপে প্রেম পুষ্প উচ্ছ্বাসে···

মাছের মত হিমেল দুটো কাঁজল চোখ

যখন কারো মন বাগানে ফুল ফোঁটায়,

কোথাও তখন বাঁশী বাজে এমনিতেই

উতল রাঁধা অভিসারের দিন গোনে...

প্রাণে তাথৈ তাথৈ প্রেমের তাল ওঠে

নিখুঁত ছন্দে সঙ্গত করে একতারা,

এমন দিনে সকাল আসে ভোরবেলা

সমর্পণের অধীর আশায় রাত কাটে...

যখন যেমন যেথায় খুশি মন ছোটে

প্রাণের ভেতর মহুয়া সুবাস উন্মাতাল

শুধু শুধুই পথ হারাতে ইচ্ছে হয়,

অকারণে কারো জন্যে মন পোঁড়ে...

কারো জন্যে নিপীড়িত অবুঝ মন

সারাবেলা একই রকম দলছাড়া,

থেকে থেকে ঘুড়ির সুতোয় সুখ খুঁজে

আকাশপথে প্রিয়ার দেশে রওনা দেয়..

জীবনানন্দে সে কী এক বিষাণ বাজায়

ঝরে তাতেই বিরস দিনের ফুলগুলি

চুপিচুপি কারো জন্যে এ মন কাঁদে

নূতন রসে জগত সাজায় বৈরাগী...

শুভপ্রার্থনা

[এই জগতের প্রতিটি প্রাণে শান্তি, প্রেম আর শুভবোধের বার্তা পৌঁছে যাক, এই আমার লেখনীচারণের একমাত্র কামনা। কবিতা তথা সাহিত্য যেন হয়ে ওঠে শোকের মধ্যেও আশার দীপ্ত আলো, যে আলোয় মানুষ মানুষকে চিনে নেয় হৃদয়ের ভাষায়। সব ভেদাভেদ, বিপর্যয়, দুঃখ আর অন্তর্জ্বালার পরেও, আমরা বিশ্বাস করতে চাই — মানবিক ভালোবাসাই একমাত্র চিরস্থায়ী জীবনানুষঙ্গ। সকলের শুভ হোক জীবন, সুন্দর হোক আগামী দিন।]

ভুলে গিয়েছি পেছনের কিছুক্ষণ

স্মরণে রেখে অন্তস্থঃ কিছু গান,

আনন্দে হাসে সুগভীর অভিমান

নূতন হাওয়ায় মিশলে পুরাতন

কাল মহাকাল নবজন্মের ক্ষতে

ফিরিয়ে দিয়ে সুখের যত প্রহর,

নীরবে আসে রঙীন দিনের খবর
কিছু ব্যথা জেগে থাকে দিগন্তে

ক্ষতি নেই, কিছু উল্লাস ক'রো
যেয়ো না ভেসে অর্বাচিন স্রোতে,
কী'বা দিলে কী নিলে এ জগতে
প্রতিদান পেতে কিছু ধৈর্য ধ'রো

কোন একদিন দুঃখিত এ প্রাণে
সব হারানোর কষ্ট হবে বিলীন,
জীবন হবে বেদনা অশ্রু বিহীন
জরা দূরীভূত অকলুষিত ঘ্রাণে

দুঃখ আছে, চলে যাওয়া আছে ব'লে
সুখ পেতে তাই অমর হতে চাওয়া,
বিরহের পরে মিলনের গান গাওয়া
অজর আত্মা পৃথিবীর ব্যথা ভোলে

সুফলা ভূমির মায়াবতী মৃত্তিকা
সজীব করেছে নিয়ত দেহগ্রন্থি,
বিষাদ ভোলো নবীন প্রেমপন্থী
সাজাও তীর্থ মলিন অববাহিকা

বিগত ঋতুর ভুলে সমূহ অশনি

লেখা হোক তবে বর্ণিল স্বরলিপি,

সানন্দে বাড়ুক ত্বরান্বিত বিটপী

প্রতিটি প্রাণে বেঁচে থাক ধরণী

বরষা দিঘল বিষণ্ণতায়

[বিরহগীতিকার ব্যথিত সুরে বর্ষার আকাশ, বৃষ্টি আর হৃদয়ের গভীর অথৈ অভাব মিলেমিশে এক অপার্থিব শোকগাথা ধ্বনিত হয়ে ওঠে সহসাই। প্রেমের প্রতীক্ষা এখানে শুধু সময়ের নয়, ঋতুরও; আর শ্রাবণের প্রতিটি ফোঁটা যেন প্রিয়তমের অসহ অনুপস্থিতির প্রতিধ্বনি। বৃষ্টির মতোই বিস্তৃত, শোকাবহ নিরন্তর এই বিরহ, যেখানে প্রকৃতি নিজেই বিরহী প্রাণের নিবিড়তম সাক্ষী। শব্দ, জল, আর মুহূর্মুহূ দীর্ঘ নিশ্বাস মিলে গড়ে উঠেছে অতল শূন্যতার দৃশ্যচিত্র]

বরষার শাদা আকাশে থেকে থেকে

কলকা-নকশী বৃষ্টির ঝালর

চোখের জানালায় ভেসে ওঠে ধীরে,

যেন আঁচলভেজা শ্রাবণ-শয্যা

মেঘের গা ছুঁয়ে যায় হৃদয়ের সব অলিন্দ

বৃষ্টিভেজা আলোয়, তখন

হাত দুটো’ কে বড্ড অবুঝ আর নিঃসহায় মনে হয়

আমি কোথায় আর ফিরে যাবো!

যেমন ফিরে যায় কদম গাছে পাখি,

বুকের ঠিক এইখানে, ব্যথার্দ্র কোণে

একটা নোনা 'জলব্যথা'র ভৈরবী

থেকে থেকে বেজে ওঠে — শ্রাবণী বাঁশির মতো...

ব্যস্ত শহরের আজানুলম্বিত ভেজা কৃষ্ণচূঁড়া

বৃষ্টিমুখর চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে,

‘তোমার মন খারাপ? কেন এমন মুখ ভার?’

আমি বলি, ‘ভালো নেই';

তখন থেকেই ভালো নেই, যখন সে বলেছিল 'ফিরে আসবে’ ,

কত কত কাল, সেই কবে থেকে

চোখে বৃষ্টি নিয়ে বসে আছি

সে আর আসে না··· সে আসেনি এখনো

পৌষ, ফাল্গুন, বৈশাখ পেরিয়ে

শতবার সজল রঙে

বর্ষা আসে, তবু সে আসে না···

স্নানান্তে তাঁর চিবুকের জল ঝ'রে পড়ে

জলরঙা আকাশের গায়,

তবু সে আর আসে না, সে আসেনি।

রুপালি বৃষ্টি ঋতুতে ফেনিল ধুসর আঁচল নিয়ে শুয়ে থাকা

নদীটিও কি জানে না, সে কোন জলধারায় ভেসে গেছে?

পায়ে ধরে বলি বৃষ্টিবতী মেঘকে,

জলে নেমে বলি বাতাসকে,

সে কোথায়, কোন অসীম অন্তরীক্ষে?

তোমাদের শ্রাবণবিধুর জল তরঙ্গে

সে কি আমার মতো ভাসে না?

সে কি আমার মতোই, অন্তহীন বৃষ্টিতে ভিজে যায় না?

আমার কষ্টে প্রতি বর্ষায়

দুলে ওঠে কদমপাতার নৌকো,

ঝরতে থাকে জলসিক্ত পলাশের ঘ্রাণ,

বলি পাখনাভেজা মৌমাছিকে, বিরহী ডানার হাহাকারী চিলকে;

‘যাও না, একবার বলে এসো তাকে…

এই শিরিশিরি জলে ভিজে, এই বৃষ্টি পক্ষে

আমি আর পারি না অপেক্ষায় থাকতে।’

ওগো শ্রাবণের প্রজাপতি,

যে পাহাড়ি জলঝর্ণায় সে লুকিয়ে থাকুক,

তাঁরে একটিবার আমার মেঘস্বপ্নে ডেকে আনো...

ব'লো তারে, বর্ষার অশ্রুমতি ফুলেরা

আমার বুকের অন্তঃসলিলা নদী,

কত জল, কত ব্যথা বিলিয়ে দেয় সে রোজ,

তার দুঃখিত কলতান কি সে শোনে না কখনো?

আমার কাছে কেন সে ফিরতে পারে না?

ওগো মেঘ, ওগো বৃষ্টি, যদি চেনো ছায়াপথ,

তবে খুঁজে আনো তাঁকে,

হয়তো সে এমন দূরেও নেই!

মেঘে নয়, এবার জলে ভিজে কাঁদি এই বর্ষায়,

সে কি বরষা শেষের মিঠে রোদেও

আমার কাছে ফিরে আসবে না…?

প্রাণ বিনিময়ের বেলা

[এই কবিতা বিদায়প্রেমের অন্তিম উচ্চারণ — যেখানে ভালোবাসা অনুভূতি আর অস্তিত্বের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। আমি চাইনি তাকে ধরে রাখতে, বরং মুক্ত করে দিতে চেয়েছি, নিজেই বিলীন হয়ে। 'প্রাণ বিনিময়ের বেলা' — ভালোবাসার বিনিময়ে প্রাণেরই সমর্পণ। এই কবিতা সেই মুহূর্তের ভাষ্য, যখন প্রিয়জন শুধু দূরে নয়, চিরতরের জন্যে হারিয়ে যায়। ভালোবাসা এখানে বাঁধা নয়, বরং আত্মা দিয়ে প্রলেপিত চির আকাঙ্ক্ষিত মহা-মুক্তির আরাধনা-গীতিকায় দুটির প্রাণের নিঃশর্ত সম্মীলন।]

নির্জন মাইল-ফলকের কাছে তোমাকে

দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝেছিলাম

তোমাকে বিদায় দিতেই হবে।

এ পথ আর এখন আমাদের নয়,

চেনা গন্তব্যে তোমাকে যখন ফিরতেই হবে,

নিজের হাতে তোমাকে ফিরিয়ে দিই চলো মহাকালের আঁধারে।

তোমাকে বেঁধে রাখার সাধ্য আমার কোথায়?

অকৃপণ অক্লান্ত ভালোবেসেছি মাত্র

অর্বাচিনের মতো লুকিয়ে আড়ালে।

তোমাকে বেঁধে রাখার সাধ্য কি আমার ছিল কখনও?

তুমি তো ছিলে দিকচিহ্নহীন স্বাধীন নক্ষত্র,

বুকের আকাশে এখানে ওখানে বারবার জ্ব'লে উঠেছো

আমি কেবল ভালোবেসেছি, নির্বাক নির্লোভ নিরস্ত্র

তোমাকে বিদায় দেবার অর্থ কী জানো?

তোমার কাছ থেকে বিদায় নেয়া

প্রতিটি অতীত মুহূর্তের মত।

তোমাকে বিদায় জানানো মানে

আমার সমস্ত অতীতকে বারবার বিসর্জন দেয়ার মতো,

প্রিয় গানের ভুলে যাওয়া সুরের মতো

তবু এ বিদায় অনিবার্য, হয়তো আমরা বুঝিনি,

শুধু ভালোবাসা কখনও কাউকে ধ'রে রাখতে পারে না।

এত যে কাছে, এই প্রাণ প্রকোষ্ঠে রয়েছো

তবুও এক মুহূর্ত না দেখে তোমাকে

থাকতে পারা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল!

তুমি ছিলে আমার হৃদয়ভূমির একমাত্র বসত,

তবু প্রতিটি সকালেই মনে হতো,

তোমাকে না দেখলে যেন আমি অন্ধ হয়ে যাবো,

তোমার গন্ধ না পেলে যেন পৃথিবী শ্মশান হয়ে যাবে।

যদিবা ভালোবেসে থাকো, এই প্রস্তরাধিক প্রাণ

যদিবা আরও কিছু বলার থাকে বাকি

তবে তুমি পিপাসার্ত হয়ে হাহাকার ক'রো,

যদি এখনো কোথাও একটু ভালোবাসা লুকিয়ে রাখো

ঐ প্রস্তরপ্রায় বুকের নিচে, তবে অন্তত আজ রাতে,

নীল পেয়ালায় জমে থাকা, দীর্ঘশ্বাসটুকু পান করে নিও,

তাহলে বুঝতে পারবে, কীভাবে প্রেম হারানো গিয়েছে।

তুমি কী আমার শিরোচ্ছেদকারিনী হবে প্রিয়!

তোমার চোখ খোলো, দেখতে পাবে

একটা নীলাভ ছায়া শুধু দুলছে দূরে...

আমার নির্বাক কণ্ঠের নিচে ঝুলছে এখনও তোমার নাম,

প্রগতিবাদী সংসারের অকথ্য আবেগহীন জোয়ারে,

একটা অপার্থিব স্রোতে তুমি ভেসে গেলে, তুমি আর নেই!

এবারে একেবারে, তোমাকে তবে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছি।

রাহুমুক্তির ইশতেহার

[“রাহুমুক্তির ইশতেহার” একটি গহিন অস্তিত্ববাদী ও প্রতিবাদী কবিতা, যার জন্ম হয়েছে সভ্যতার অন্তর্জ্বালা ও নৈতিক অবক্ষয়ের অন্তিম সময় থেকে। এ কবিতা কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর অলীক অবসাদের ফল নয় বরং একটি অনিবার্য সার্বজনীন আত্মঘোষণা; একটি যন্ত্রণাক্লিষ্ট আত্মবোধ, বিবেকবান মানুষের আত্মনিবেদন, যে দেখছে চারপাশের মানবতাবাদী প্রতিবেশ উধাও হয়ে গিয়ে উন্মোচিত হয়েছে একটি বিবেকবর্জিত পৃথিবীর নিরেট নির্মম প্রতিচ্ছবি। প্রতিটি স্তবক এখানে আত্মজিজ্ঞাসার এক একটি পর্যায়, যেখানে প্রশ্ন উঠেছে — কেন প্রেমহীন, বিবেকহীন, গন্তব্যহীন কৃত্রিম এই মানবসভ্যতায় 'মানবজন্ম' নিজেই একটি অনাকাঙ্ক্ষিত চুক্তিপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে?]

কী কারণে এই ক্ষণিকের মানবজন্মে

এমন রুহঘাতী অহমের উৎপত্তি...!

প্রেমই সবকিছুর প্রাণ,

এ প্রবাদের প্রতিষ্ঠায় কেন তবে

এত এত স্বার্থের খানাখন্দ আর নিশিঠেক...!

আজকে কোথাও না কোথাও চলে যাবোই

সংসারের সব মায়া আর রঙিন মমতা কাটিয়ে,

কোনদিন আর ফিরে না আসার প্রতিজ্ঞায়,

নতুন কোন মানবিক পৃথিবীর

অনিবার্য প্রয়োজনীয়তায় অথবা অবশ্যম্ভাবীতায়…

খুবই কী কঠিন মনুষ্যত্বসহ বেচে থাকা?

সত্যিই সুকঠিন, ভাইসব···

আমরা কি মানুষ, না হাইব্রিড...!

এই তথ্যও শিফট ডিলিট হয়ে গেছে,

যখন সুস্বাভাবিক প্রতিদিনই মানুষ হ'ত্যা,

ধ'র্ষ'ণ, প্র'তা'র'ণা, জা'লি'য়া'তির দূর্বিনীত কলাম

প্রকাশিত হতেই থাকবে, থামবে না···

সততা, সত্যবাদিতা শুধু পাঠ্যপুস্তকেই থেকে যাবে,

চরিত্রহীন হাতে শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতায়

যুগান্তর হয়ে চলবে অলক্ষ্যে,

অথবা পাষণ্ড স্মৃতিভ্রষ্ট নির্লিপ্ততায়...!

অভাবে স্বভাব নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়

আর অজ্ঞানী শিক্ষার বুনিয়াদে,

এমন অকথ্য পৃথিবীতে

আমার সন্তানকে রেখে যেতে হবে···!

ঘরের দরজা জানালা বন্ধ ক' রে,

আহত চোখ কান বুজে,

সারাজীবন শুয়ে থাকতে পারবো না,

ঝিঁ ঝিঁ ধরে যাবে;

বাইরের জনাকীর্ণ শাব্দিক জীবনও কাম্য নয়,

ঘেন্না ধরে গেছে...

তাই ভাবছি অজ্ঞাতকুলশীল বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে,

অথবা নিদেনপক্ষে সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডে,

চলে যাবো যেভাবে পারি, দৌড়ে, ভেসে অথবা উড়ে···

কেউই এমনকি আমিও জানতে পাবো না

আমি কোথায় চলে গিয়েছি,

কিংবা কোথায় যেতে থাকবো···

নিজের কাছে আর কত কত কাল

সাদা-র'ক্ত টিকটিকি হয়ে থাকবো...!

বছরের পর বছর ধরে কেবলই

সর্বনাম সংগ্রহের এমন ভাবনা ভাবাই জ্ঞানীর কাজ,

আর বাদবাকি সবাই হৃতসর্বস্ব মুর্খ,

একথা যেমন বলা যাবে না

তেমন নীরব নপুংসক দর্শক হয়ে,

সংসার ঠেলে চালিয়ে যাওয়া,

এই পৃথিবীর ঘটনাবলীর সমাবেশ আর বিন্যাস দেখতে থাকা,

এ আর কোনোভাবেই চলছে না, চলবে না

চোখেও চালশে পড়তে শুরু করেছে···

তাই আজকে কোথাও না কোথাও চলে যাবোই,

নিশ্চিত চলে যাবো, আর ফিরে না আসার প্রতিজ্ঞায়···

পাষাণ ঘুমের পৃথিবী

দম ফুরানো ঘড়ির মতো যেন থেমে গেল বিকেল,

একটা মাথা থেতলে গেল ঘাতক পাথরের নিচে–

না, সে শাসক ছিল না, শোষকও নয়,

নামের সাথে হতো না উচ্চারিত কোনো খেতাব।

একটা মানুষের উপর কীভাবে,

কারো এতদূর প্রতিহিংসা জমতে পারে!

কে আছো এই নগরের পাপলোহিত উপাসনালয়ে,

যেখানে ঈশ্বরের মুখোশ প'রে

নেমে আসে কোনো নরকপুরুষ...!

দীক্ষা দিয়ে যায় আদিম শব্দার্থে -

উৎকোচে কেনা পদবীর পিশাচ পদচারণা,

অবাস্তব স্বপ্নে রক্তরঞ্জিত হিসেবের খতিয়ান..

যারা পাথরে পাথরে লিখে রেখেছে

কালের সাক্ষী সব মৃত্যুঞ্জয়ী নাম,

তাদের শেষ নিশ্বাসে কোন বসন্ত আসবে?

যে সমস্ত সর্বনাম মুছে যাচ্ছে একে একে

তারা নেই কোনো প্রতীক ব্যালটে,

নেই কোনো স্মারকলিপিতে, সংবিধানের সংশোধনী প্রস্তাবনায়...

তবু একেকটা পাথর ছুঁয়ে ছুঁয়ে

কেঁপে কেঁপে ওঠে সময়ের সেতুবন্ধ,

বাতাসে ভেসে আসে কালান্তিক স্লোগান,

ইতিহাস তুমি কথা কও, কথা কও...

তুমি কি দেখেছিলে সেই সব মুখ?

মানুষের দেহ নিয়ে যারা গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল!

কীভাবে তাদের নপুংসক চোখে,

কী ভীষণ নাটক মঞ্চস্থ হয়ে গেল!

রক্তচক্ষু তীক্ষ্ণতায়, হাতে পাথর, চেহারায় জান্তব প্রখরতা!

তুমি কি শুনেছিলে সে সব মথিত চিৎকার?

যেখানে ছিল না কোনো দলছুট আত্মা,

না ছিল কোনো নিজস্ব পতাকা,

ছিল শুধু বাঁচার আকুতি, সাধারণ জীবনবাজি...!

তারা এবং আমরা কিছু শুনিনি,

ভয়ে, চুপে, নির্লিপ্ত স্বার্থপরতায় আমরা কিছুই দেখিনি,

আমাদের সাক্ষরিত সীমানা অক্ষত থাকলেই চলে..!

আজ এই শহরের মানুষ, পাথরের নিচে পাথর,

তারা জানে না, তাদের নির্জ্ঞান মাথায় নেই,

তারা আর বেঁচে নেই বেঁচে নেই;

প্রাগৈতিহাসিক শিলালিপির দুর্বোধ্য অক্ষরের মতই,

তারা আজ এই অন্ধকারে চরম অপাঠযোগ্য হয়ে গিয়েছে...

উত্তরীয়:

এই কবিতাটি একটি নগ্ন, নির্মম বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে রচিত। এটি রাজধানীর একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী 'সোগাগ'কে ২০২৫ সালের ৯ জুলাই বুধবার, দিনের আলোয় প্রকাশ্যে পাথর মেরে হত্যা করার প্রেক্ষিতে লেখা, যেখানে ব্যক্তির চেয়ে বড় দলীয় পরিচয় আর ক্ষমতার দম্ভ নিরীহ মানুষের জীবনের ওপর চেপে বসেছে নির্মমভাবে। কবিতাটি দল-মত-বর্ণ নির্বিশেষে একটি মৌলিক মানবিক প্রতিবাদ, যেখানে ব্যক্তি, রাষ্ট্র এবং সমাজ — তিনটির নিষ্ক্রিয়তা, ভয়ের সংস্কৃতি এবং বিচারহীনতার শব্দচিত্র অঙ্কিত। বিশ্বজিৎ হত্যার স্মৃতিও এই কবিতায় ফিরে এসেছে, যেন বোঝানো যায়, আমরা ইতিহাস থেকে শিখিনি কিছুই, কেবল হাতিয়ার বদলায়, শিকার বদলায়, কিন্তু হিংস্রতা একই থেকে যায়...

স্বপনময়ীর অনন্ত প্রার্থনায়

[কোনো কোনো প্রেম কেবল প্রাপ্তির নয়, তা যেন একমাত্রিক অবিচল ধেয়ান... যেখানে নাম নয়, স্পর্শ নয়, শুধু প্রতিদিন জেগে ওঠা, একান্ত প্রাণময় প্রিয়তমের উপস্থিতিতে। এই কবিতা তেমনই এক অনন্ত প্রার্থনা, যেখানে প্রেমময় যেন বিনোদিনী ছায়াবীথি, যার হাসি জাগ্রত ক'রে তোলে আত্মার উচ্ছ্বাস। ভুলিনি তাকে, ভুলবো না কখনো... এই কবিতার প্রতিটি স্তবক, স্বপনময় তাকে ফিরে পাওয়ার সার্বজনীন স্বরলিপি···]

তোমার নামেই প্রতিটি দিনের সূচনা

পবিত্রতম প্রভায়,

জেগে উঠি বিনোদিনী নরম প্রার্থনায়;

তোমার হাসি প্রভাতী সূর্যমুখী বন্দনা

প্রাণ প্রণত করায়,

অশোক পত্রের সুষমাময়ী স্নিগ্ধ ছায়ায়...

উচ্চারিত প্রিয়তম নাম প্রতি নিশ্বাসে

নিরুপম প্রতিশ্রুতি,

জপে যাই নিয়তই ভালোবাসার শব্দপুঁথি;

যদি একবার দেখা হয় অসীমিত আকাশে

স্বপনময়ী সারথি,

মননে সঞ্চিত আরাধনার অনন্ত প্রীতি...

ভোরের ঘুম জড়ানো চোখের প্রিয়তম

তোমায় আমি ভুলিনি,

আমার জীবন মরণ তোমাতেই সম্পূর্ণ

অন্য কাউকে খুঁজিনি···

যা কিছু দেবার সবটুকু তুমি আঁজলা ভ’ রে

দিয়েছো আমায় নিজেকে অতিশূন্য ক’ রে,

প্রাণে আমায় দিয়েছো মধুকর

প্রেম অমৃত নীলকণ্ঠ স্বপ্ন চরাচর,

আমারে যা কিছু করিয়াছে মহীয়ান

সকলি হে প্রিয় তোমার অকুণ্ঠ অবদান…

তোমায় পেয়েছি অনেক কষ্ট স’ য়ে

পেতে চেয়েছি যেকোনো বিনিময়ে,

এ পৃথিবী তেমন দামি কই?

তোমায় ছাড়া আধাঁর গৃহে রই…

না থেকেও তুমি রহিয়াছো

আমার আকাশে একেলা চাঁদ,

শুধু এতটুকু জেনে নিও

যেখানে আমাদের প্রেম-প্রাসাদ,

সেথায় তুমি মহারানী প্রিয়তম…

ভোরের ঘুম জড়ানো চোখের প্রিয়তম

তোমায় আমি ভুলিনি,

আমার জীবন মরণ তোমাতেই সম্পূর্ণ

অন্য কাউকে খুঁজিনি…

হৃদয় অলিন্দে বাজে সানন্দ প্রতিধ্বনি

আদ্যান্ত বেজে যায়,

তোমার নামের সুগন্ধ নিভৃত প্রেরণায়;

কতটা আর এগোলে তোমার গৃহ-সরণি

দৃষ্টিপ্রদীপ জ্বেলে যাই,

ক্ষীণ এ প্রাণ হবে অমর, প্রণয় পূর্ণতায়?

প্রিয়ম পিঞ্জিরা

[পেতে পেতে’ ও হারিয়ে ফেলা মনের মানুষের জন্যে যে শব্দাঞ্জলি, আমি কোমলতম মুহূর্তে ইথারে ভাসিয়ে দিই, এই আশা ক’ রে, এই বিশ্বাসে যেন ‘সে’ ‘প্রাণপ্রতিম’ যেখানেই থাকুক, শুনতে পাবেই আমার আকুলতা, তাঁর জন্যেই বিরহ ব্যথা সুর, অনন্তে যে তাঁর আবশ্যিক মিলনাকাঙ্খা জাগিয়ে রেখেছে··· কেউই কি দেখেছে, অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন চোখে আমি তাঁকে অবিশ্রান্ত কোথায় কোথায় খুঁজে চলেছি···! ‘মনের মানুষ’ নিশ্চিত ধীরে ধীরে যেন নিকটবর্তী হয়ে চলেছে, শুধু জানা নেই, সেই দূরত্ব আরও কত মহাকাল···!]

বুঝি আমার আর হবে না জানা,

কোথায় থাকে মনের মানুষ, কোথায় ঠিকানা···!

দিন-দুপুরে দেখতে না পাই, রাতের আশা বৃথা

আমার প্রাণে থাকে যে জন, চিনতে পারি না,

অভাগারে কেউ পোঁছে না, কেউ দেয়না কথা

অন্তর-জ্বালা দ্বিগুন বাড়ে, জলেতে নেভে না

যাপন করি শূন্য চোখে, প্রিয়মের 'প্রেম প্রথা'...

দেখিনি কত কাল তাঁর 'গোলাপ পাতা' চোখ

চারটি চোখে ছিল কত রঙিন স্বপ্ন বোনা,

আমার প্রেমের সুরভি র'বে শতাব্দী শতক

না বলা তাঁর অনেক কথা হইল না শোনা,

না হইলো আর এ জন্মে দেখা, পরজন্মে হোক...

খুঁজি তারে পাহাড়-চুঁড়ায়, সর্ব সমতল

মাঝে মাঝে ভাবি বসে, এ কী কারখানা!

কোথায় পাবো পিরিতি সাধনার ফলাফল,

মন যেন ফেরারি পাখি, শোনে না মানা

সারা দেহে আগুন জ্বালে বিরহ জীবন জল…

ভাবে বসে 'অন্তর্যামী বন্ধু'র মুখখানি

দিগন্ত চেয়ে চেয়ে চক্ষু হইল কানা,

মনস্তাপে বাষ্পীভূত হইল চোখের পানি

জনম গেল বন্ধুর সনে মিলন হইল না,

সবার অলক্ষ্যে তোমায় আমি জীবনসাথী মানি…

বুঝি আমার আর হবে না জানা,

কোথায় থাকে মনের মানুষ, কোথায় ঠিকানা…

বরষাময়ীর এসো নৃত্যোৎসবে

[কেন এমন বরষা ভালো লাগে...! বরষা যেন এক নৃত্যরত রমণী–যার শাড়ি সাদা বৃষ্টিবতী মেঘ, যার খোঁপায় তৃষ্ণার মিনার। এ বৃষ্টিধারা হৃদয়ের অন্তর্গত সংগীতের মতো ছন্দিত, যেখানে ফুল, পাতার দোলা, ঘাসের প্রান্তে ঢেউ, কিশোরীর ভেজা গাল, সব কিছুই মেশে প্রেমের মহোৎসবে]

বাদল বনে তোমারে দেখেছি বঁধু

সবুজ পাতার ছন্দিত দোলনায়,

কিছু নয়, তোমারে চেয়েছি শুধু

বরষা জলের স্পন্দিত মদিরায়

সাদা শাড়ি পরিহিতা অম্বর আজ

চুলের খোঁপায় তৃষিত মেঘমিনার,

কিশোরী নন্দিনীর শর্মিলী সাজ

নাচে থরথর, হৃদয় বিকশিত তার

ফুলেরা আজ রূপময়ী জল ঝালরে,

ঢেউ খেলে যায় ঘাসের ডগায়,

হৃদয় থেকে হৃদয়ে প্রণয় মেঘ সাগরে

সাজে বিজলি রুপার নূপুর পায়

মনোরঞ্জনী জলকুমারী বা যেন

সবারে জানিয়ে যায় শুভ কামনা,

তাল বেতসের ছায়া ছুঁয়ে দেখো

করেছে সে প্রেমের জয় ঘোষণা

জলমঞ্জরী কিশোরী হিজল বুকে,

ভেজা তার গাল জলমগ্ন সিঞ্চনে,

তার কানের হলুদ দুলের ছন্দ সুখে

নেচে ওঠে লহরী আষাঢ়ী চরণে

চোখের কোণে শ্রাবণী কৃষ্ণা জলে

ভেসে আসে কোনো বিরহী বেহাগ,

মেঘ বরণিয়া মনটি তখনই বলে

চাই প্রিয়জন আসুক নিয়ে সোহাগ

চাপা ফুলের সুরভি মাখা বাতাস

নাচিয়ে যেতেছে শিহরিত পাটপাতা,

তোমার চোখে এক জন্মের আবাস

পেয়েছে হৃদয় প্রণয় অনাঘ্রাতা

কাদামাটি গ'লে যায় চরণ ছাপে,

থামে না তবু আমাদের প্রেমছন্দ,

বৃষ্টি কুসুম হৃদয়ে হৃদয়ে ঝাপে

ফুলে ফুলে কেবলই প্রিয়ার গন্ধ

ঠোঁটে তোমার হীরে বৃষ্টি জলে,

জ'মেছে যেন কবেকার ভাষাচিত্র,

বরষায় তুমি এমনই আমার হলে

আমিও তোমার হয়েছি চিরমিত্র

বরষার জলে শিহরিত সাঁঝ এসে

জ্বালে প্রণয়ের অনুপম দীপাবলি,

এই শুভক্ষণে প্রাণময় ভালোবেসে

দিয়েছি প্রাণের বেদনা জলাঞ্জলি...

সুরক্ষিত পাপকাব্য

[পৃথিবীতে মানব মানবীর যে অমোঘ প্রেমবৈদূর্য, কত কেউ তাঁর সীমানা অতিক্রম করতে পেরেছে...! সংসারের সুরম্য অচলায়তনে কিছু তার উৎসর্গিত, কিছু তার সুরে শব্দে ঝংকৃত তরঙ্গিত — তবে প্রেম, হ্যাঁ প্রেমই সব কিছুর প্রসবী উৎস, অনস্বীকার্য অম্ল মধুর চিরসত্য]

তুমি দাঁড়িয়েছিলে বিকেলের বাতাসে,

তোমার চোখে ছিল সরস বিমুগ্ধতা,

আর আমার কণ্ঠে আত্মবোধের স্তবক ~

আমরা কেউ কারো ছিলাম না,

তবু চেয়েছিলাম, সামান্য কিছু আশ্রয়

শ্যামল ছায়া হয়ে থাকি, একে অন্যের জীবনে

যেন খুঁজে পাওয়া হারানো কানপাশায় সম্পূর্ণ আকাশ।

তুমি বলেছিলে ~

"যা পেয়েছি তা পাপ, তা গরল, তা ত্যাজ্য ~

তবু এত কোমল কেন হৃদয়ের ফুলগুলো?"

আমি বলেছিলাম ~

"সব সত্যরই একদিন দাঁত গজায়,

আর অচঞ্চল বৈরাগী ভালোবাসা

একশো বছরেও মুখ ফুটে কাঁদে না।"

আমরা একে অন্যের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম

অসময়ে প্রাপ্ত নিরেট প্রেমের পদ্মপাপড়ি

তুমি সংসারের পবিত্রতা নিয়ে কথা বললে,

আর আমি শরীরের অস্থিমজ্জায় চেয়েছিলাম মুক্তি।

আমরা কি আদৌ প্রেম পেয়েছিলাম?

নাকি শুধুই মোহের রুদ্ধ কারাবাসে

একে অন্যের শরীরের গন্ধ ছুঁতে চেয়েছি?

যখন তুমি বললে ~

"বিলাসী মৈথুন প্রেমহীন হলে,

আবেশী মরনও বৃথা পাপমুগ্ধ উৎসবে"

তখন আমি বুঝে গিয়েছিলাম ~

যে 'ভালোবাসা' দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে,

তা কোনোদিন নিরাপদে হৃদয়ে রাখা যায় না।

আজ আমি চাই, খুব চাইছি অনবরত

তুমি ফিরে যাও তোমার স্বপ্নবোনা সংসারে,

তুমি উষ্ণ করে দাও, শীতল কাঁধে তোমার শিশুর মুখ,

তুমি আবার বলো প্রিয় মানুষটিকে ~

"তুমি আজও আমার শ্রেষ্ঠ নির্বাচন।"

আর আমি? আমি জেগে থাকি নির্ঘুম,

আমার অন্তরের নীচতম কামনাকে

বিশুদ্ধ ক'রে তুলতে চেয়ে,

একটা শ্রাবণ ডেকে আনি নিজের জন্যে।

আমি ভুলে যেতে চাই

তোমার কণ্ঠের করুণতর সুর,

বুকের উপর ভেসে থাকা মেঘের মতো আঙুল,

তোমার চোখের দংশন, বৃশ্চিক ভ্রুকুটি,

সর্বান্তকরণে ধারণ করতে চাই,

তুমি একজন মানুষ, মনোমুগ্ধকর স্বৈরিণী

যার কাছে পবিত্রতাও হতে পারে পাপের প্রলোভন।

তাই আমি বলেছি, তুমি যা শুনেছো ~

যে প্রেম অস্থি অপেক্ষাও কঠিন,

শোনিতের চেয়ে লোহিত রক্তিম

তাকে তুমি আর প্রত্যাশা ক'রো না,

তোমার মায়ায় সে শুদ্ধ হতে চায় না আর।

এখন, তুমি নেই, তুমি থাকবে না

আমি আছি একা এক নিষ্ক্রিয় আগুনে,

নিজেকে বারবার ধুয়ে ধুয়ে নিয়েছি

অভ্যাসের গ্লানিতে নয়, মুক্তি আকাঙ্ক্ষা ক'রে নয়~

একদিন, তুমি বুঝবে, এ ফিরতি পথের শব্দার্থ,

তুমি হয়তো ঠিকই বলেছিলে~

"মোহ এক ধরণের আগুন, প্রথমে যা ফুল মনে হয়"

আর আমি নিশ্চুপ থেকেছিলাম ~ কারণ বুঝেছিলাম,

সত্যি সত্যিই ভালোবাসা যদি না থাকে,

তবে দেহ কখনো ঈশ্বরের মন্দির হতে পারে না।

তাই আমি শপথ নিয়েছি~

পাপ থেকে ফেরারি না হয়ে,

পাপকে চিনে, তাকে পেরিয়ে যাওয়াই আমার মুক্তি,

এইসব পঙক্তি কোনো প্রেমের নয়,

নয় কোনো উদ্ভিন্ন কামনার,

এ যেন এক সুরক্ষিত পাপকাব্য~

যেখানে নিজেকে জিতিয়ে আমরা ফিরেছি

মোহমুগ্ধতাহীন ভালোবাসার পৃথিবীতে,

আমরা আজও ভালোবাসি, ভালোবাসি জীবন

সেই আলোকিত বিকেল, যা ধ্রুব প্রেমময়,

যা আর অন্ধকারে বিলীন হবে না কোনোদিনও...

বেদনার অনুবাদ

[স্বপ্নের সাদাকালো রঙে যদি কেউ দেখে ফেলে নীল সবুজ মহিন ফুল, সে কি ফিরে আসতে চায় আর ধুলোর পৃথিবীতে...! এ স্বপ্ন দিঘল বাতাসী জীবন তাঁকে কত রঙে রাঙায়, কাঁদায়, ভাবায়...]

আজ একটা অদ্ভুত সুরভি পেলাম

যেন কেউ ভেতর থেকে

আমায় ডাকছে, ডেকে যাচ্ছে খুব আস্তে...

ঘড়ির কাঁটা হঠাৎ উড়ে গেল,

জানালার কাচ ভেঙে পাখা মেলে

কেউ কি হেঁটে গেল আয়নার ভিতর...!

আমি কি সত্যিই একা,

না কি কারো প্রতীক্ষায় ছিলাম?

সেই কখন থেকে তোমাকে

বাড়ির ছোটদের দিয়ে,

ডাকিয়ে চলেছি, এই হয়তো এলে...!

ওরা আমার সামনে এসে

ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকছে,

আবারও পাঠিয়ে অপেক্ষায় থাকছি...

নিশ্চিন্তে আমাকে তোমার উপেক্ষার চেহারাটা

নিজের চোখে চেয়ে দেখতে,

আমাকেই এবার পা ওঠাতে হলো~

আমি জানি, তুমি ঐ ঘরে রয়েছো,

কত কত দিন তোমাকে দেখিনি...!

তোমার ঘরটায় ঢুকে দেখি

তুমি খোলা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে,

আমার শরীরের শব্দে শুধু একবার তাকালে

তোমার মুখাবয়বে সবুজ ফ্লুর্যোসেন্ট দ্যুতি,

কুমড়ো লতার আলশির মতো

তোমার বাহুর লোমে শিশির জমে রয়েছে,

তোমার দাঁতেও একই রঙের আভা...

চোখ নামিয়ে কি একটা ভাবতে গিয়েছি

তোমার চেহারার রঙ আবার পালটে গেলো,

এবার আকাশী ফ্লুর্যোসেন্ট রঙে তুমি তাকালে

“কোথায় নিয়ে যাবে আমাকে?”

আমি তোমাকে পদ্মদিঘীর কাছে

হাত ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছি

সেখানেই আমাদের জ্যোৎস্না বাসর

“তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, মনে নেই !”

আচ্ছা, তুমি তবে বিয়ের অনুষ্ঠানের সাজে ব্যস্ত !

কোথায় কোথায় আমি তোমাকে খুঁজে হয়রান,

আর তুমি এমনভাবে সেজে রয়েছো !

কিন্তু তোমার মুখ কেন এমন আনন্দ বিষন্ন?

আমি তোমাকে ডাকছি, তুমি আসছো,

তুমি আসছো আমার একটু একটু পেছনে

নিঃশব্দে আলতো পা ফেলে ফেলে...

তোমাকে ছুঁয়ে রয়েছে ছিটেফোঁটা কিছু বৃষ্টি

তুমি যেন চলতে চলতে ইথারদেহী হয়ে গেলে~

আমার চোখে তখন কেবল তুমিরঙা ঘাসফুল

আমি জিজ্ঞেস করছি, "তুমি কি আসছো !"

আমার চারপাশে তোমার মধু 'হুম'এর অনুরণন...

তোমার দেহলতা আমি হারিয়ে ফেলেছি

যা কিছু তোমার কণ্ঠে কথা বলছে

সে কিছু কী তবে আকাশী ঘাসফুল...!

তুমি আমার পেছনে আসতে আসতে

কখন যে পথ হারিয়ে ফেলেছো...!

চোখের উপর একটা মিঠে সোনালী আলোর ছোঁপ

আরও কিছুক্ষণ তোমার সাথে হেঁটে হেঁটে

আমার পথ ফুরিয়ে আসুক, ফুরিয়ে আসুক...

আমার কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ বেরোলো না আর,

শুধু বাতাসে তোমার পায়ের ধ্বনি

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল~

তুমি কি এখনো পেছনে হাঁটছো,

নাকি নভোস্মৃতির ফাঁদে গিয়েছো আটকে?

একবার যদি চোখ তুলে দেখতে...!

আমি এখনো এই দাঁড়িয়ে রয়েছি,

চোখে এখনো সেই আকাশী ঘাসফুলের অম্লান দ্যুতি...

অনিশ্চিহ্ন স্বরলিপি

[কিছুটা সময় জীবনের কাছ থেকে ধার নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে, দিগন্তে তেমনই তখনও প্রিয়তমের মুখ... এইসব মুহূর্ত আর মুগ্ধতা আরও কিছু কাল অক্ষত থেকে যাক]

নিশ্বাস ফেলে রাখা রয়েছে আঁচলে

কিছু অপূর্ব ডাকনাম জমে আছে ঠোঁটে

হয়তো ছিল কেউ, ছিল না–

তারপরও কেউ হেঁটে যায়

দিঘল চোখে, ক্রান্তি রেখার ধুলো মেখে...

দুটো শুখনো চোখের একটু আগে

তুলো নরম চুল, রঙধনু ভ্রুযুগল,

নিভৃত উদার মসৃণ কাঁধ

শাপলা পাপড়ি আঙুল,

আমি আবার উধাও, আবারও...

সমস্ত সাপ্তাহিক তৃষ্ণা

বুকের মধ্যে অগোছালো বাতাস,

দুটো নির্জন হাতের বর্ণমালা

নির্বাপিত হয়ে যায়, মৃদুমন্দ হয়, সশব্দ হয়,

কে বলেছে, আমার মন ভালো নেই...!

সিল্কের কামিজ, মেরুন কথার সুর

ডান গালের সুগন্ধি তিল,

সাদাসোনা ঘামের ফুল

ছোট্ট নোলকিত নাক,

আমি আবার উধাও, আবারও...

আঁধার আসে সন্ধ্যে ঘনায়

রাত প্রগাঢ় হয়, শেষ হয়ে যায়,

গা এলিয়ে বসে আছি, শুয়ে আছি

অলীক সবুজ সমুদ্রে,

কখন ভোর হয় কখন ক্ষীণ সকাল

রাস্তায় কীসের কোলাহল,

কবে কাঁচা বাজারে বাড়তি দাম

সমস্তই অন্তরাল অন্ধকার অন্ধকার...

গলার আদুরী রেখা

কপালের উজ্জ্বল কিছু চুল,

চামড়ার বেল্টের হাতঘড়ি, মিনিটের কাঁটা

চাঁদের পাশ কেটে যাওয়া মেঘ,

কখন কোথায় হারিয়ে যায়

উড়ে বিলীন হয়ে যায়,

আমি আবার উধাও, আবারও...

সবাই উৎসব মুখর, বাতাসে পাখি

পার্কের বেঞ্চ, বইমেলা শোভাযাত্রা,

বালক বালিকা খেলছে, হাসছে হাওয়াই মিঠাই

সবাই সবার হাসি চেনে, চোখ চেনে,

কি এমন হাতি ঘোড়া হবে

যদি কেউ এই মুখ দেখে,

এই হাসি যদি অচেনা লাগে

চামড়ায় ভাঁজ খাওয়া অবিশ্বাসী চোখ...!

খুব সতর্ক কানের আড়ালে

ভালোবাসি'র ধ্রুব ঘোষণা শোনা যায় না,

ভীড়ের মানুষগুলো বড্ড বধির, জানো...!

ওরা কি জানে, এই শুখনো চোখে,

কেমন কীভাবে বাসন্তী ফুল ফোটে?

দিন ক্ষণ শেষ হয়ে যায় ,

সন্ধ্যে আবার গাঢ় হয়ে আসে

দুটো হাত, আঙুলে আঙুলে কথোপকথন,

কিছু উৎকণ্ঠিত খয়েরি শব্দ, মিনিটের কাঁটা

আর আমি আবার উধাও, আবারও...

মন অপরাজিতার কাছে

"শুধুমাত্র 'ভালোবাসি' যেন এক সুরভিত রক্তবীজ

আরও প্রেম আরও গান আরও নৈবদ্যের সরসিজ"

আবার মুহূর্তের জন্যে একটি বছর আগের বিকেলে

ফেব্রুয়ারিতে ফিরতে খুব ইচ্ছে করছে...

আমি আজ ব'সে আছি একটি বছর পরের ফেব্রুয়ারিতে~

তবু যেন মুহূর্তান্তে আমি, অপরাজিতার সাথে হেটে বেড়াচ্ছি,

আমঝুপি' র জড়োয়া মৌ' ঘোমটা পরা

লাজুক মৃত্তিকা বধুঁর বুকের উপর দিয়ে···

মনে হচ্ছে যে, এই তো অপরাজিতা আমার পাশে হেলে হাঁটছে···

দুচোখ ওর সামনের শূন্যতায় ওঠানো···

মাঝে মাঝে যেন প্রলাপের মত শোনাচ্ছে, ওর শব্দ বাক্য নিঃশ্বাস···

'তুমি আমার কাছে তোমার কবিতা ফেরত কেন চাও?'

অপরাজিতা দুলে হাঁটছে আমার পাশে···

ওর শরীরের যেন কেমন অপরিচিত, কিছুটা অপ্রত্যাশিত বাতাস

এসে এসে লাগছে আমার গায়ে···

দিনটা যেন ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ সাল, অপরাজিতা কোনো কারণে

খুব আবেগজড়িত বুঝতে পেলাম, অপরাজিতা আমার পাশে

শরীরের লাজুক ছোঁয়া নিয়ে হাঁটছে,

চারপাশের উঁচু গাছ, কালচে সবুজ পাতা,

সাদাটে খয়েরি বাকল, আমের ঝাঁপসা হলদে বৈল

অপরাজিতা আর আমার দিকে একইভাবে তাকিয়ে আছে !

আশেপাশে পরিচিত চোখের অপরিচিত চাহুনি,

খানিকটা না, বেশটাই বিব্রত আমরা,

এসব ছাঁপিয়ে অপরাজিতা বাষ্পাচ্ছন্ন আবেগে

আমার সাথে মিশে মিশে যাচ্ছে, অপরাজিতা নিশ্বাসে শব্দ তুলে

আমার একেবারে পাশেই হাটছে,

অবাক কিছু বলতে চাওয়া জল বুদ্ বুদ্ কথা নিয়ে…

সময় ফুরিয়ে আসছে, সন্ধ্যের আর বেশি বাকি নেই,

আমার কানে মনে মাথায় শির শির করছে বিদ্যুৎ ঢেউ,

কি হবে আজকে ! সাগর উন্মাতাল...

আমার গহিন উৎকণ্ঠা নিয়ে জানতে চাওয়া

ওর অনেক কাঙ্ক্ষিত অথচ শঙ্কিত বলতে চাওয়া'কে পঙ্গু ক'রে দিচ্ছে…

অপরাজিতা যেন সত্যিই সুপ্ত সিক্ত শিশিরের

আয়না প্রতিবিম্ব নিয়ে আমার পাশে হাঁটছে,

আজ যেন আমি অপরাজিতার চেহারা ভুলে যাচ্ছি,

কিছুতেই মনে করতে পারছিনা…

আমি সত্যিই ওকে আর ওর ফটোগ্রাফ দেখেও চিনে উঠতে পারছিনা,

ওর আমার কাটানো শ্বেত মুহূর্তগুলোর চেহারা

এত বেশি মনে গেঁথে গিয়েছে, যে ওর আসল চেহারা

আমার কাছে ধোঁয়াশা মনে হচ্ছে…

অপরাজিতা আমাকে আপন ক'রে আমার পাশে অনাদিকাল ধ'রে হাঁটছে…

কি তুলতুলে ভালো লাগছিল বয়স্ক বিকেলটা

যেন এখনই আমার শরীরে

শিহরণ কাঁপুনি দিয়ে অনুভব করলাম, অপরাজিতা কাঁপা চোখের দৃষ্টি

শূন্যে ছড়িয়ে আরও একটু দূরে চেয়ে এই যেন এখনই বললো,

'যদি বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি !'

অপরাজিতা মহাশূন্যের অনন্তে

স্থান কালহীন সামান্যের দিকে তাকিয়ে আমার দশ দিগন্তে হাঁটছে ...

আক্ষেপের স্বরলিপি

[স্বতঃপ্রার্থনীয় যে প্রাণ আমারে শুধায়েছে, তুমি কেমন আছো... এই দুর্ভিক্ষে, কিছুতেই কি তারে বলা যায়, তুমি যেমন রেখেছো...! এই সব অব্যক্ত কথার মেয়াদোত্তীর্ণ প্রতিধ্বনি শুনি]

সহজাত প্রাণেশ্বরী হে, সহজে দিলেনা ধরা

জানতে হলো বড় যাতনায়, তুমি কী কঠিন...

ঠিক কি হয়, এমন বিমুখ থাকা, অন্তহীন?

বহুমুখী মনস্রোত জগত, সংসার প্রেমপীড়া

দিয়ে গেল অসীম নরকজ্বালা বেদনা গহিন...

নানান রঙের প্রাণবরণী জীবন ভ'রে এলে

কখনও চিরস্থির তবু কোথাও না রইলে,

অহর্নিশ খুঁজি ফিরি যারে, সে চকিতে আসে,

বিজলী ঝলক খে'লে ফের হারায় হিয়ার মাঝে...

পরকে আপন ভাবার চির অজানিত ভুল

আর কত কত বার তুমি করবে মন বাউল,

'অমরা' ছিড়ে যেতেই সহসা সকলে পর

দ্বিধান্বিত মেঘ ভেসে থাকে মেঘের উপর ...

নিজেকে চিনতে যাবে আরও কত কাল

সামান্য কাচও সে নয়, ভেবেছি যা হীরে,
মনের পর্দা সরাতেই ব'য়ে গেল মহাকাল
ঘাতক ভ্রমর, মধু ফেলে বিষই শুধু নিলে...

সাধের এই জনম রইল নিতুই যন্ত্রণায় ভরা
এভাবেই তাই কেউ কেউ থেকে যায় অন্তরীণ
বিচিত্র রঙিন কৌতুকী এই আমরণ বাঁচা মরা,
সহস্ররঙ বসন্ত, চোখে লাগে বিবর্ণ মলিন...

চেনা ভেবে চেয়ে দেখি, প্রতি মুখেই মুখোশ,
ব্যথা ভাগাভাগির ছলে লুকাই হিংসার আকর–
তোমার মতোই সবকিছু ফাঁকি, ধোঁয়াশা ধূসর,
ভালোবেসে চেনা হলো অচিন প্রাণের পরশ...

চিরন্তন চাওয়া, এ হাতে কেউ রাখবে হাতখানি,
কারণে অকারণে ঢেউ হয়ে নীরব সময় গভীরে,
যার একটু হাসিতে অভিমানের দিন যাবে ফিরে
অথচ সে বিলায় না প্রেম, বিলায় বিষাদবাণী...

প্রেম, তুমি কি তবে শুধুই একাকীত্বের প্রচ্ছায়া?
আলোক আঁধার মাঝে ডুবে থাকা কষ্টস্নিগ্ধ গানে,
পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে যে শূন্যতার মহামায়া
আক্ষেপ হয়ে বাজো কি হৃদয়ে নীল অভিমানে...!

তুমি তো দেখলে না হৃদয়ে কী ভীষণ খরা,

কীভাবে দহনে ক্ষরণে এখন কতটা দুর্দিন...!

সহজাত প্রাণেশ্বরী হে, সহজে দিলেনা ধরা,

জানতে হলো বড় যাতনায়, তুমি কী কঠিন...